বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে
মার্কিন ভূমিকার গোপন দলিল
আসিফ রশীদ

ভূমিকা

স্বাধীনতা অর্জনের পর তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসেছি আমরা। এ সময়কালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে নেহায়েত কম নয়। তবে এসব লেখার অধিকাংশই রচিত হয়েছে যতটা না মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত তথ্য ও ইতিহাসের আলোকে তার চেয়ে অনেক বেশি আবেগের আতিশয্যে অথবা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে রয়ে গেছে অজানা। তেমন একটি ইতিহাস কতদিনে রচিত হবে জানি না। তবে বাস্তব তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে গেলে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ক্রমান্বয়ে আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে। বেরিয়ে আসবে আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবদীপ্ত এই ঘটনার নানা অজানা বিষয়।

এ গ্রন্থে তথ্যপ্রমাণসহ যে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর ও প্রতাপশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ভূমিকাও বেরিয়ে এসেছে এ থেকে, যার ভিত্তিতে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম অনুধাবন করতে পারবে সেই বিপদের দিনে কে ছিল আমাদের মিত্র, আর কে ছিল শত্রু।

১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা রেখেছিল তাকে এক কথায় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় এবং এ নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিজেই এ সম্পর্কিত বেশকিছু গোপন দলিল বিভিন্ন সময়ে অবমুক্ত (ডিক্লাসিফায়েড) করেছে। এসব দলিলের ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি বিশ্লেষণধর্মী ও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দলিলগুলোর নির্বাচিত অংশ বিভিন্ন সময়ে আমাদের পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখনো এ সংক্রান্ত সব দলিলপত্র সংকলিত হয়নি। এর কারণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার নানা কারণে স্পর্শকাতর দলিলগুলোর গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিকে এখনো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। যেমন, ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছিল, তার দলিলপত্র আজও অবমুক্ত করা হয়নি। এছাড়াও ১৬ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাপ্রবাহের কোনো দলিল এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, সিআইএ এবং অন্যান্য সংস্থার বিপুলসংখ্যক গোপন দলিল এখনো অবমুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এসব দলিল প্রকাশ পেলে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধকে নতুন তথ্যের আলোয় দেখা যেত তেমনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও আরো অনেক অজানা তথ্য সংযোজন করা সম্ভব হতো। তারপরও এ পর্যন্ত অবমুক্ত করা দলিলগুলো থেকে যেসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে সেগুলো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে, যা এ বিষয়ে জানতে আগ্রহীদের বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাজে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

আমরা জানি, যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ স্বার্থেই পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার চেষ্টা করেছে। সেটা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এসব দলিলে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও অন্যান্য তৎপরতার বিবরণ দেখে। পাকিস্তান যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য তারা মুজিবনগর সরকারের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল। ভারতকেও চাপের মুখে রেখেছিল। জাতিসংঘে বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে এসে তারা পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাধিকবার ভেটো প্রয়োগ করে সেই চেষ্টা প্রতিরোধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এসব তৎপরতা সত্ত্বেও তাজউদ্দীন আহমদসহ মুজিবনগর সরকারের কোনো কোনো নেতা তৎকালীন স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিতে পরিস্থিতিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগাতে সমর্থ হন। যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যে শেষ পর্যন্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগের চিন্তাও করেছিল তা বোঝা যায় বঙ্গপোসাগর অভিমুখে মার্কিন সপ্তম নৌবহর পাঠানো দেখে, যা মালাক্কা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা আর্কাইভ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গোপন দলিল সর্বশেষ অবমুক্ত করেছে ২০০২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ৩১তম বিজয় দিবস উপলক্ষে। তারা একটি অডিও ক্লিপসহ মোট ৪৬টি গোপন দলিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে প্রকাশ করেছে। দলিলগুলোর অধিকাংশই 'অতি গোপনীয়/ সংবেদনশীল/ শুধু বিশেষ ব্যক্তিদের দেখার জন্য' শ্রেণীভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং তার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশিয়ার ওই সংকটের সময় কীভাবে মার্কিন নীতি পরিচালনা করেছেন, এসব দলিলের বিস্তারিত বিবরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তা 'দ্য টিল্ট' অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রতি

পক্ষপাতমূলক নীতি হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ায় যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিক্সন ও কিসিঞ্জার কী উদ্দেশ্যে কোন পরিস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সর্বশেষ অবমুক্ত করা দলিলগুলোতে সেসব বিষয় অনুধাবনের নানা উপাদান রয়েছে।

এসব দলিলের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা সম্পর্কে *প্রথম আলোতে* ১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর (২০০৩) পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব বর্তেছিল আমার ওপর। মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা সংক্রান্ত অবমুক্ত করা দলিল নিয়ে আগেও কিছু কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। তবে সেসব কাজ করেছি দলিলের সংকলন গ্রন্থ থেকে, সরাসরি দলিল থেকে নয়। এবারই প্রথম সরাসরি দলিলগুলো আমার হাতে আসে। এসব দলিলের বেশির ভাগ জুঁড়ে রয়েছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারত ও পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে মার্কিন তৎপরতার বর্ণনা ও নানা বিবরণ। সম্পাদক মতিউর রহমানের নির্দেশ ছিল দলিলগুলোর যেসব জায়গায় মার্কিন নীতি ও ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে কেবল সেই বিষয়গুলো তুলে ধরার। কাজটা সময়সাপেক্ষ এবং অনেকটা গবেষণাধর্মীও বটে। এক মাসের মতো সময় হাতে নিয়ে কাজ শুরু করি, যে কারণে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখা সম্ভব হয়েছে। পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

লেখাটির সঙ্গে এই গ্রন্থে একটি সংযোজন রয়েছে এবং সেটা হলো যুদ্ধ শুরু হওয়ার অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের আগের দিনগুলোতে মার্কিন ভূমিকার গোপন দলিল। এটি গত ২৬ মার্চ (২০০৩) *প্রথম আলোর* স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংযোজনের ফলে মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা তুলে ধরার প্রয়াস কিছুটা হলেও পূর্ণাঙ্গতা পাবে বলে মনে করি। সংযোজনটি থাকছে এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে থাকছে নতুন অবমুক্ত করা দলিলের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন ভূমিকা ও নীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

আগেই বলেছি, আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা জরুরি। এ গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য যদি এ ক্ষেত্রে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখতে পারে তাহলেই এ লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। *প্রথম আলোতে* প্রকাশকালে যারা লেখাটির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের মনোভাব ও নানা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আসিফ রশীদ
ডিসেম্বর, ২০০৩

সূ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায়

সংঘাতের পূর্বাভাস

পাকিস্তান পরিস্থিতি এবং মার্কিন নীতি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এক স্মারকপত্র বা দাপ্তরিক বিবরণীতে প্রেসিডেন্টকে পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কী সে বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। পাকিস্তানের ঐক্যই যে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করবে তার ভাষ্যে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজনে মার্কিন হস্তক্ষেপের ইঙ্গিতও এতে রয়েছে। 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে আরো নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা উচিত কি-না সে প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নেতিবাচক মনোভাবও এতে প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের 'নিরপেক্ষ অবস্থান পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহিত করবে'। অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতেই যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতি পক্ষপাতমূলক হয়ে উঠেছিল, এ বিষয়টিও এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্মারকপত্রে কিসিঞ্জার লিখেছেন : পাকিস্তান অচিরেই একটি অভ্যন্তরীণ সংকটের সম্মুখীন হতে পারে এবং সে সম্ভাবনা বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের স্বার্থের ওপর এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। আমি কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি এবং আপনার কাছে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করতে চাই।

পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে অনমনীয় আলাপ-আলোচনা থেকে গোলযোগ সৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা প্রায় শুরু হয়ে গেছে। আপনি তো জানেন, প্রধান ইস্যুটি হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতা মুজিবুর রহমান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নেতা জুলফিকার ভুট্টো নতুন সংবিধান প্রশ্নে এখন পর্যন্ত একটি অনানুষ্ঠানিক মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার সামরিক

রিচার্ড নিক্সন

সরকারকে বেসামরিক রাজনীতিকদের কাছে হস্তান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে তিনি পাকিস্তানের ভাঙনের পৌরহিত্য করতে চান না।

এখন গণপরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩ মার্চ। এরপর ১২০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে গণপরিষদকে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। তবে মুজিবুর রহমান, ভুট্টো ও ইয়াহিয়া– এদের প্রত্যেকের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান যে প্রণয়ন করা যাবে না এমন সম্ভাবনাই বাড়ছে বলে মনে হয়। মুজিবুর রহমান এখন কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তার দাবিতে অটল থাকার পরিকল্পনা করছেন। যদি তার এ দাবি মেনে নেওয়া না হয়– সে সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি– তাহলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তার পক্ষ থেকে এটা আলাপ-আলোচনার একটি চাল হতে পারে। কিন্তু জোরালো ও ক্রমবর্ধমান প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদ মুজিবুর রহমানের জন্য নমনীয় হওয়ার সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে এবং তার সর্বোচ্চ দাবির পেছনে তার সাংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করছে। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের কূটনীতিকদের

কাছে তুলে ধরা তার সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার দাবি পূরণ না হলে এবং তিনি একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে, যা এড়ানোর উদ্দেশ্যে শান্তিস্থাপনকারীর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি কূটনীতিকদের কাছে ওই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

পাকিস্তানের ব্যাপকভাবে অনিশ্চিত অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আমাদেরকে খুবই সরু দড়ির ওপর হাঁটতে বাধ্য করেছে। আমরা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণকারী অনুঘটক নই। কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক নেতারা আমাদের প্রভাব ও সমর্থন চান। আমাদের নিশ্চয়ই কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ আছে এবং ভবিষ্যতে এসব স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই সন্ধিক্ষণে আমাদের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ।

হেনরি কিসিঞ্জার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান হলো : আমরা পাকিস্তানের ঐক্য সমর্থন করি। এটা বিনা কারণে নয়। কতিপয় পাকিস্তানি রাজনীতিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে, এবং আমরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়েছি। ঢাকায় আমাদের কনসাল জেনারেল (আর্চার ব্লাড) একটি সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করার জন্য মুজিবুর রহমানকে অনুরোধ করেছেন এবং রহমান যদি পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ না রাখার ব্যাপারে মনঃস্থির করে থাকেন সেক্ষেত্রে মার্কিন হস্তক্ষেপ করা হবে কি না সে বিষয়টি প্রকারান্তরে তিনি এড়িয়ে গেছেন। (কাগজের মার্জিনে নিক্সন লিখেছেন : ভালো)

তবে আমরা অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার ঘোষণার সম্মুখীন হতে পারি। যদিও বিচ্ছিন্ন হওয়ার বর্তমান হুমকিতে আলাপ-আলোচনার অনেক উপাদান রয়েছে, তারপরও আমরা ওই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি। কখনো যদি আমাদের একটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয় তাহলে সে সময়ের প্রয়োজনের কথা ভেবে মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে আমাদের আরো নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা উচিত কি-না সে প্রশ্নটি উঠবে, যিনি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। (কাগজের মার্জিনে নিক্সন লিখেছেন : এখনো নয়– সঠিক, তবে এমন কোনো অবস্থান নেওয়া যাবে না, যা বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহিত করবে) একটি বাস্তববাদী মূল্যায়ন থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, পাকিস্তানের ঐক্য কাঠামোর খুব সামান্য উপাদানই অবশিষ্ট আছে। এটা আমাদের অবস্থান সমন্বয় করার পক্ষেই যুক্তি তুলে ধরে। তবে এর বিপরীতে এটিও সত্য যে, পাকিস্তানের বিভক্তি মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করবে না।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে, এটা অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হয়। এ অবস্থায় সবচেয়ে ভালোভাবে মার্কিন স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা একত্রে আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করব। দক্ষিণ এশিয়া নীতির ব্যাপারে একটি বৃহত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমি সে রকম একটি বিশেষ পরিকল্পনার নির্দেশ দিয়েছি যাতে প্রয়োজনের সময় আমাদের হাতে কিছু থাকে।[১]

আওয়ামী লীগের উদ্বেগ

৩ মার্চের আগে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য এলএফও সংশোধন এবং মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া সংক্রান্ত ইয়াহিয়ার পদক্ষেপে আওয়ামী লীগ উদ্বিগ্ন ছিল। ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কনসাল জেনারেল ২৪ ফেব্রুয়ারি এক টেলিগ্রামে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডকে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধির সঙ্গে তার কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি মন্তব্য করেন, যদিও আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতা তবে তিনি মনে করেন না মুজিব এ মুহূর্তে তার নিজের স্বার্থে স্বাধীনতা চাচ্ছেন। আর্চার ব্লাড লিখেছেন :

১. ২৪ ফেব্রুয়ারি আলমগীর রহমান নিজ উদ্যোগে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অসংলগ্ন কথাবার্তার মাধ্যমে তিনি বেশ কিছু বিষয় নিয়ে তার আশঙ্কা, বিভ্রান্তি ও ভাবনার কথা তুলে ধরেন, যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাল্টা-চাপের সম্মুখীন মুজিব ও তার দলের বিশেষ মনোভাব বলেই মনে হয়।

২. আলমগীর বলেন, রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে প্রত্যাশিত আসন্ন বৈঠকের ব্যাপারে মুজিব উচ্চ আশা পোষণ করছেন। আওয়ামী লীগ মনে করে, পাকিস্তানকে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু ভূমিকা ছিল। কাজেই সেখানে পরীক্ষামূলক গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড দেখার জন্য তাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আলমগীর বলেন, মুজিব তাকে বলেছেন যে, ভুট্টো ও তার মধ্যে একটি কার্যকর সাংবিধানিক আপস-মীমাংসার প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রদূত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনে রাজি হতে পারেন, এ ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। জবাবে আমি বলি, আমি মনে করি রাষ্ট্রদূতের এ ধরনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা খুবই কম, যা কি-না ইয়াহিয়ার পালন করার কথা।

৩. আলমগীর মত পোষণ করেন, মুজিব ছয় দফার প্রধান অংশের ব্যাপারে আপস-মীমাংসায় কেবল তখনই রাজি হতে পারেন, যদি তিনি এ ব্যাপারে

ক্ষতিপূরণমূলক কিছু ছাড় আদায় করতে পারেন, এমনকি তা একটি কৌশল হলেও, যা তিনি ছয় দফা থেকে বেরিয়ে আসার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। এ ব্যাপারে আলমগীর ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সম্ভাবনার বিষয়টি বাজিয়ে দেন এবং পরিষ্কার করে দেন যে এটা তার নিজের ধারণা। আমি তাকে বলি, আমি মনে করি এ ধারণা সফল হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

৪. আলমগীরের বক্তব্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মাঝে গতকাল এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান দু মাসের জন্য বিলম্ব করার ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগ এখনো আশঙ্কা করছে, ইয়াহিয়া ৩ মার্চের নির্ধারিত তারিখ নিয়ে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের অনুপস্থিতি এবং সংবিধান প্রশ্নে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অধিবেশন কয়েক মাসের জন্য স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে দ্রুত মত পরিবর্তন করবেন। আলমগীর বলেন, বিচ্ছিন্নতার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান চাপ থাকার কারণে এ ধরনের কালক্ষেপণ মুজিবের জন্য বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে।

৫. আলমগীর বলেন, মুজিব ১৯ ফেব্রুয়ারি তাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তাৎপর্যপূর্ণ সৈন্য বিন্যাস সম্পর্কিত খবরাখবর পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন। এর জবাবে তিনি মুজিবকে জানান যে, তিনি এ ধরনের কোনো প্রমাণ পাননি। বিমানবন্দরের চারপাশে এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জায়গায় বিমান-বিধ্বংসী অস্ত্র মোতায়েনের বিষয়টি আওয়ামী লীগের দৃষ্টিতে প্রাথমিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক– জনগণকে বোঝানো যে, ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার আবহ বিরাজ করছে।

৬. আলমগীরের বক্তব্য অনুযায়ী ২৩ ফেব্রুয়ারি মুজিব নতুন সোভিয়েত কনসাল জেনারেলের সঙ্গে কথাবার্তায় খুবই সতর্ক ছিলেন, ছয় দফা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প, সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করা হলে তা বাঙালিদের ভীষণভাবে হতাশ করবে– এসব বিষয়ের ওপর তিনি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন।

৭. মুজিব আলমগীরকে বলেছেন, তিনি এই গুজবে অনেকটাই বিরক্ত যে সম্প্রতি তিনি (মুজিব) জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং অনুসন্ধান করে বের করেছেন এ গুজবের উৎস চীনারা।

৮. **মন্তব্য :** ৩ মার্চের সংকট নিকটবর্তী হওয়ায় মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসে কিছুটা ভাটা পড়েছে বলে মনে হয়। ৩ মার্চের আগে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য এলএফও সংশোধন এবং মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া সংক্রান্ত ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিক পদক্ষেপ আওয়ামী লীগ দলীয়দের স্পষ্টতই হতবুদ্ধি ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

মুজিব এখন জানতে পেরেছেন যে, ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র অর্জনের সুযোগ খুব সামান্যই আছে। অন্যদিকে, যদি তিনি ছয় দফা পরিত্যাগ করেন, তাহলে দলে তার কর্তৃত্ব মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। যদিও আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতা, কিন্তু আমরা এ কথা মনে করি না যে, মুজিব এ মুহূর্তে তার নিজ স্বার্থে বিচ্ছিন্নতা চাচ্ছেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে কিছুটা মরিয়া হয়েই তিনি তা চাইতে পারেন। তিনি ও তার দল বিকল্প উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। আলমগীরের কথা বিশ্বাস করলে, যদি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় তাহলে বিকল্প উপায় হিসেবে এমনকি গান্ধীর মতো অহিংস আন্দোলনও শুরু করা হতে পারে।[২]

'মুজিব ছয়দফা প্রশ্নে আপসে অনিচ্ছুক'

ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ২৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্সের কাছে এক টেলিগ্রামবার্তায় ছয়দফা প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু
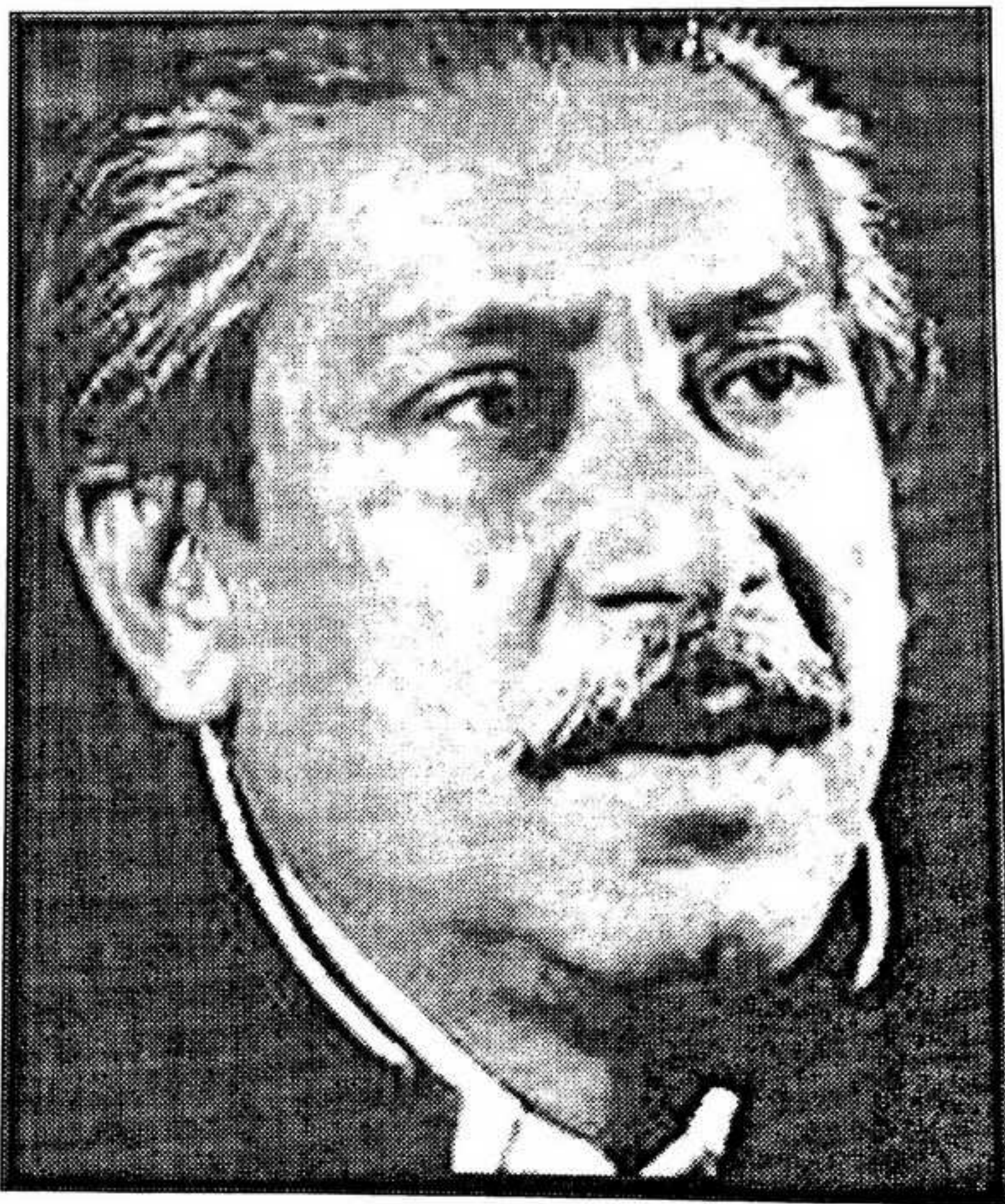
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবুর রহমানের মনোভাব সম্পর্কে *টাইম লাইফ* পত্রিকার বৈরুত সংবাদদাতা ড্যান কগিনের সঙ্গে তার কথপোকথনের বিষয় তুলে ধরেন। যুক্তরাষ্ট্র যে পাকিস্তানকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়, সে কথারও উল্লেখ রয়েছে এতে। আর্চার ব্লাড লিখেছেন :

১. *টাইম লাইফ* পত্রিকার বৈরুত ভিত্তিক সংবাদদাতা ড্যান কগিন ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আগের দিন বিকেলে তিনি মুজিবের সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কথা বলেছেন। কগিন আমাকে বলেন, ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র মেনে নেওয়ার জন্য ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব খাটানো অথবা দুই প্রদেশের জন্য দুটি সংবিধানের ব্যাপারে ইয়াহিয়া ও সামরিক বাহিনীকে রাজি করাতে সাফল্য লাভে ব্যর্থতার বিষয়ে মুজিব তাকে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব জানার চেষ্টা করতে বলেছেন। কগিন বলেন, এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মুজিব তাকে তা জানাতে বলেছেন।

২. এর আগে আলমগীর রহমানের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছি সেভাবেই আমি কগিনকে বলি যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়। সংবিধান প্রণয়নে আমাদের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের সম্ভাবনাও আমি বাতিল করে দিয়েছি। আমরা মনে করি ইয়াহিয়া ইতিমধ্যেই সে ভূমিকা পালনের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি তাকে আরো বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য স্বাধীনতার আন্দোলন মোকাবিলার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে পরামর্শ দিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিজেদের জড়ানো আমাদের জন্য ঠিক হবে না।

৩. কগিন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা ঠেকাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রলম্বিত গেরিলা-সদৃশ সংগ্রাম হলে এর পরিণামে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের বিপদ সম্পর্কেও মুজিব তাকে অনেক কথা বলেছেন।

৪. কগিন মুজিবের ২৪ ফেব্রুয়ারির সংবাদ সম্মেলনের বিবৃতির যে ব্যাখ্যা দেন, মুজিবের সঙ্গে তার পরবর্তী কথপোকথনেও যার সমর্থন মেলে, তা ছিল ছয় দফা প্রশ্নে মুজিব কোনো আপসে অনিচ্ছুক।

৫. কগিনের বক্তব্য অনুযায়ী মুজিব *দৈনিক ইত্তেফাকের* সম্পাদক মইনুল হোসেনকেও ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ে 'আমেরিকানদের' মনোভাব জানার চেষ্টা করতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি কিছু জানাননি।

৬. **মন্তব্য** : মুজিবের কিছুটা অস্বাভাবিক কূটনৈতিক কৌশল (আগে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের প্রত্যাশা সত্ত্বেও কগিনের কাছে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা) থেকে ধারণা হয়, সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে অব্যাহত অচলাবস্থার পরিণতির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা একটু যেন শঙ্কিত।[৩]

'মুজিব যেন মনে না করেন আমরা ইয়াহিয়ার পক্ষে কাজ করছি'

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স পাকিস্তানের ঐক্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে তাদের রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের কাছে এক টেলিগ্রামবার্তা পাঠান। এতে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি অব্যাহতভাবে মার্কিন সমর্থনের নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে বলেছেন। রজার্স লিখেছেন :

১. ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় আপনি যেমনটা উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের একটি 'স্পর্শকাতর মুহূর্তে' মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আপনার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা হলো আগামী সপ্তাহে গণপরিষদে আওয়ামী লীগের আচরণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মুজিবের আগ্রহের গুরুত্ব, কিছু পশ্চিম পাকিস্তানির মাঝে দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহ যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের বিভক্তিকে সমর্থন করছে। এক অর্থে আপনি সরু দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকবেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি অব্যাহতভাবে আমাদের সমর্থন দিয়ে যাওয়ার নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা প্রয়োজন, যত দিন সে বাস্তব সম্ভাবনা থাকে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যদি স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়সংকল্প হন, তাহলে যাতে আলোচনার দরজা পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য পর্যাপ্ত নমনীয়তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা কনসাল জেনারেলের ঢাকা সম্পর্কে সর্বশেষ মূল্যায়ন লক্ষ্য করব যা হলো, মুজিব এ মুহূর্তে তার নিজ স্বার্থে বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবছেন না, 'শেষ চেষ্টা হিসেবে কিছুটা মরিয়া হয়েই তিনি তা চাইতে পারেন'।

২. এসব বিবেচনায় আপনাকে ঐক্যের নীতি বজায় রাখারই পরামর্শ দিচ্ছি। আমরা আমাদের এ বক্তব্যের প্রতিও সমান গুরুত্ব দেই যে, সরকার গঠনসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়টি পাকিস্তানিদের নিজেদের ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করি, আপনার ভূমিকা পাকিস্তানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে বাঙালিদের মনে উদ্বেগের সঞ্চার করবে না।

৩. ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের অল্প কিছুদিন পর মুজিবের সঙ্গে আপনার এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। আমি যে বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হলো, মুজিবের মনে যাতে এ ধারণা না জন্মে যে, আমরা ইয়াহিয়ার পক্ষ হয়ে কাজ করছি কিংবা কোনো ধরনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনে আগ্রহী, যদিও মুজিব এর বিপরীতটিই আশা করেন। পীরজাদার মিশনের উদ্দেশ্য কী তার উল্লেখ ছাড়া যদি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়, আমি মনে করি তখন আপনার উচিত মুজিবকে অনুসরণ করা। তাতে আমরা বুঝব ইয়াহিয়ার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে এবং, আমাদের দৃষ্টিতে, এ ধরনের অভ্যন্তরীণ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের জন্য পাকিস্তানি যোগাযোগের সূত্রগুলো যথাযথ।[৪]

মার্চের ঘটনাপ্রবাহ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া

হোয়াইট হাউজ ইয়ার্স এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল চীনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ। এমনিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এ এলাকাটির কোনো কৌশলগত গুরুত্ব ছিল না। ১৯৬৯ সালের জুলাইয়ে নিক্সন যখন লাহোর সফর করছিলেন, তখন তিনি প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৈঠকের ধারণা তুলে ধরেন। পরে তিনি চীনের কাছে বিভিন্ন অনুসন্ধানমূলক বার্তা প্রেরণের জন্য পাকিস্তান ও রুমানিয়াকে একটি গোপন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। ৬ মার্চ চীনের ব্যাপারে হোয়াইট হাউজের স্পর্শকাতরতার কথা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের (এসআরজি) সদস্যদের কাছে তুলে ধরা হয়। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহ আগের ঘটনা। কিসিঞ্জার এসআরজি'র বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে যোগ দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সিআইএ'র সিনিয়র প্রতিনিধিরা। তারা পশ্চিম পাকিস্তানি দুই নেতা ইয়াহিয়া খান

জুলফিকার আলী ভুট্টো

ও জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পূর্ব পাকিস্তানি নেতা মুজিবুর রহমানের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার মুখে যুক্তরাষ্ট্রের কী করা উচিত তার পর্যালোচনা করেন। দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত প্রথম এসআরজি বৈঠকে রাজনীতিবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যালেক্সিস জনসন এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন, এ সংকট বড় শক্তিগুলোর মধ্যকার কোনো ইস্যু নয় কিংবা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বিরোধের কোনো বিষয় নয়; সোভিয়েত, ভারতীয় ও আমেরিকান– সকলেই মনে করে একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ধরে রাখার মাধ্যমেই তাদের স্বার্থ রক্ষা পাবে।

জনসন তার প্রস্তাবে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে মুজিব ও আওয়ামী লীগের অনুসারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে নিরুৎসাহিত করতে চেষ্টা করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বিকল্প পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু ইয়াহিয়ার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের 'বিশেষ সম্পর্কের' কথা মনে রাখার ব্যাপারে এসআরজি সদস্যদের কিসিঞ্জার সতর্ক করে দেওয়ার পর জনসন এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেননি। ইয়াহিয়ার সঙ্গে এ সম্পর্কের কথা বৈঠকে যোগদানকারীদের বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করে দেয়। কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট এ কথা ভাবতে নারাজ যে, পূর্ব পাকিস্তানে ইয়াহিয়া দমনপীড়ন চালাচ্ছেন।[৫]

২৬ মার্চ : মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য তাগিদ

কিসিঞ্জার ২৬ মার্চ পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে এক স্মারকপত্র পাঠান। এতে পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর সামরিক শক্তি প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। বরং লিখেছেন, এতে নিজেদের না জড়ানোর সুবিধা হলো এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষতি হবে না। আর পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে কী অজুহাত দেখানো যাবে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

কিসিঞ্জার লিখেছেন : পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য স্থানান্তর করা হয়েছে। আমাদের দূতাবাস মনে করে, তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহর নিয়ন্ত্রণের শক্তি সম্ভবত সামরিক বাহিনীর আছে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার শক্তি তাদের নেই। এর ফলে আমাদের জন্য এ মুহূর্তে দুটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে : ১. সরকারি ও বেসরকারি মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা, এবং ২. শান্তি স্থাপনের উদ্যোগে মার্কিন ভূমিকা (যদি থাকে)। আজ বিকেল ৩ টায় আমি ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের (ডব্লিউএসএজি) বৈঠক ডেকেছি এবং বৈঠকের পর এ বিষয়ে সুপারিশমালা পাঠাব।

মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা : এ মুহূর্তে ৮৫০ জনের মতো আমেরিকান পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছে, এদের মধ্যে সরকারি মার্কিন কর্মকর্তা ও তাদের পোষ্যর সংখ্যা ২৫০। এসব লোককে তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণের কোনো পরিকল্পনা রাষ্ট্রের নেই, কারণ রাস্তায় বেরুলে তাদের বড় ধরনের বিপদ হতে পারে। বিমানবন্দরের পরিস্থিতি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে আমাদের কনস্যুলেট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছে এবং বর্তমান সংকটের শুরুতে যে অপসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের জন্যই পর্যালোচনা করা হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে মার্কিন নাগরিকদের অপসারণের উদ্দেশে সামরিক বিমান আনা হতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে এখন পর্যন্ত কোনো মার্কিন বা অন্য কোনো দেশের নাগরিকের আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

শান্তি স্থাপনে মার্কিন ভূমিকা : পূর্ব পাকিস্তান সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ (এসআরজি) তা পর্যালোচনা করেছে। এসব পরিকল্পনায় রক্তপাত বন্ধের আবেদনসহ ব্রিটেন ও অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইয়াহিয়ার দ্বারস্থ হওয়ার মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা থেকে শুরু করে তত্ত্বগতভাবে সম্ভাব্য বেশ কিছু বিকল্প ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ স্থগিতকরণসহ নিষেধাজ্ঞার হুমকিও এসব পরিকল্পনায় রয়েছে।

প্রকৃত ইস্যুটি হলো আমরা এর সঙ্গে নিজেদের জড়াবো কি না। ব্রিটিশরা নিজেরা এ দায়িত্ব নিতে পারে এবং এর ফলে আমাদের সুবিধা হবে। তবে এ ছাড়াও :

- এই পর্যায়ে নিজেদের না জড়ানোর সুবিধা হলো এই যে, আমরা আগেভাগেই পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষতি করছি না। পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে কিছু সময়ের জন্য আমরা দাবি করতে পারব যে, সেখানে পরিস্থিতি খুবই অস্পষ্ট হওয়ায় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তি প্রস্তুত করা যাচ্ছে না।
- রক্তপাত বন্ধের জন্য ইয়াহিয়াকে চাপ দেওয়ার পক্ষে যুক্তি হবে ক. মানবিক, খ. রাজনৈতিক, কারণ তা থেকে আবেগের উদ্রেক হতে পারে, বায়াফ্রাকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে যেমনটা দেখা গেছে, গ. কূটনৈতিক, সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত নতুন পূর্ব পাকিস্তানি জাতির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার্থে।

মন্তব্য : ডব্লিউএসএজি বৈঠকের পর আমি আপনাকে সুপারিশমালা পাঠাব।

সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ আমেরিকান নাগরিকদের অপসারণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা ছাড়াও দুটি বিষয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেবে, যা হলো :

১. ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করার সময় তাকে রক্তপাত বন্ধের জন্য অনুরোধ। আজই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সম্ভবত তা কিছুটা আগাম সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কারণ আমরা এখনো জানি না পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে নাকি সহিংস পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে এবং তা আরো বাড়বে। কাজেই আগামী দু-তিন দিনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের একটি চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হলে কীভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানানো হবে– এ ব্যাপারে আমাদের কনসাল জেনারেলের প্রতি নির্দেশ রয়েছে এ ধরনের যেকোনো প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনের শরণাপন্ন হওয়ার। যদি সামরিক বাহিনী শহরগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় তাহলে এ ইস্যুটি কিছু সময়ের জন্য অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। অন্যদিকে, আমাদের প্রতিক্রিয়ার সুরটি হবে পাকিস্তানের উভয় অংশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার পক্ষে।[৬]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা

মার্কিন নীতির সমালোচনায় আর্চার ব্লাডের বিবৃতি

পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক নীতি অনেক মার্কিন কর্মকর্তাকেও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কূটনীতিক আর্চার ব্লাড তাদেরই একজন। ঢাকায় অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরে তিনি একটি বইও লিখেছেন। *দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ : মেমরিজ অব অ্যান অ্যামেরিকান ডিপ্লোম্যাট* নামে এ বইটি ঢাকা থেকে ইউপিএল প্রকাশ করেছে।

আর্চার ব্লাড যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তান নীতির সমালোচনা করে ৬ এপ্রিল (১৯৭১) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাস এবং করাচি ও লাহোরে মার্কিন কনসাল অফিসে এক গোপন টেলিগ্রাম বা তারবার্তা প্রেরণ করেন। এ বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর্চার ব্লাডের সেই বিবৃতির অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো।

ব্লাড লিখেছেন : আমাদের সরকার গণতন্ত্রকে দমনের নিন্দা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সরকার নৃশংসতার নিন্দা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সরকার তার নাগরিকদের রক্ষার্থে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা পাকিস্তান সরকারকে এসব বন্ধ করাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একই সঙ্গে তারা আমাদের ওপর থেকে নেতিবাচক আন্তর্জাতিক জনসংযোগের প্রভাব (যা ন্যায়সঙ্গত) কমাতেও ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সরকার এমন কিছুর নজির সৃষ্টি করেছে, যাকে অনেকেই নৈতিকতার দেউলেত্ব হিসেবে গণ্য করবেন। পরিহাস হচ্ছে, এটা এমন এক সময় করা হলো যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো এক বার্তায় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে বলেছে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (ঘটনাক্রমে দলটি পশ্চিমাপন্থি) নেতাকে গ্রেপ্তারের নিন্দা করেছে এবং দমন-পীড়ন ও রক্তপাত বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে।... পেশাদারি সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছি।

CONFIDENTIAL 084

PAGE 01 DACCA 01138 061008Z

21
ACTION NEA-08

CONFIDENTIAL 084

PAGE 01 DACCA 01138 061008Z

21
ACTION NEA-08

INFO OCT-01 SS-20 AID-12 USIE-00 NSC-10 NSCE-00 CIAE-00
INR-07 SSO-00 RSR-01 RSC-01 /060 W
------------------------- 092431

P 060730Z APR 71
FM AMCONSUL DACCA
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 3124
AMEMBASSY ISLAMABAD
INFO AMCONSUL KARACHI
AMCONSUL LAHORE

C O N F I D E N T I A L DACCA 1138
LIMDIS
SUBJ: DISSENT FROM U.S. POLICY TOWARD EAST PAKISTAN

JOINT STATE/AID/USIS MESSAGE

1. AWARE OF THE TASK FORCE PROPOSALS ON "OPENESS" IN THE FOREIGN SERVICE, AND WITH THE CONVICTION THAT U.S. POLICY RELATED TO RECENT DEVELOPMENTS IN EAST PAKISTAN SERVES NEITHER OUR MORAL INTERESTS BROADLY DEFINED NOR OUR NATIONAL INTERESTS NARROWLY DEFINED, NUMEROUS OFFICERS OF AMCONGEN DACCA, USAID DACCA AND USIS DACCA CONSIDER IT THEIR DUTY TO REGISTER STRONG DISSENT WITH FUNDAMENTAL ASPECTS OF THIS POLICY. OUR GOVERNMENT HAS FAILED TO DENOUNCE THE SUPPRESSION OF DEMOCRACY. OUR GOVERNMENT HAS FAILED TO DENOUNCE ATROCITIES. OUR GOVERNMENT HAS FAILED TO TAKE FORCEFUL MEASURES TO PROTECT ITS CITIZENS WHILE AT THE SAME TIME BENDING OVER BACKWARDS TO PLACATE THE WEST PAK DOMINATED GOVERNMENT AND TO LESSEN LIKELY AND DERSERVEDLY NEGATIVE INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS IMPACT AGAINST THEM. OUR GOVERNMENT HAS EVIDENCED WHAT MANY WILL CONSIDER MORAL BANKRUPTCY, IRONICALLY AT A TIME WHEN THE USSR SENT PRESIDENT YAHYA A MESSAGE DEFENDING DEMOCRACY, CONDEMNING ARREST OF LEADER OF DEMOCRATICALLY ELECTED MAJORITY PARTY (INCIDENTALLY PRO-WEST) AND CALLING FOR END TO REPRESSIVE MEASURES AND BLOODSHED. IN OUR MOST RECENT POLICY PAPER FOR PAKISTAN, OUR INTERESTS IN PAKISTAN WERE DEFINED AS PRIMARILY HUMANI-

DEPARTMENT OF STATE
Washington, D.C. 20520

CONFIDENTIAL

7105336

April 6, 1971

CRAIG BAXTER ET AL

The Honorable
William P. Rogers
Secretary of State
Washington, D. C.

Dear Mr. Secretary:

The undersigned officers, all of whom have specialized in South Asian affairs for the major portion of their service, wish to associate themselves with the views expressed in Dacca 1138 (copy attached) and to urge that the United States Government take immediate steps to meet the objections raised in paragraph one of the telegram.

Sincerely yours,

Craig Baxter NEA/PAF

A. Peter Burleigh NEA/INC

Townsend S. Swayze AID/NESA

Joel M. Woldman NEA/PAF

Anthony C. E. Quainton NEA/INC

Howard B. Schaffer NEA/EX

Douglas M. Cochran INR/RNA

John Eaves, Jr. NEA/P

Robert A. Flaten, NEA/PAF

আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রাম

আর্চার ব্লাড তার এই বিবৃতির সঙ্গে আরো ২০ জন মার্কিন কর্মকর্তার স্বাক্ষর যুক্ত করেছেন, যারা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে একই সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। বিবৃতিতে ব্লাড আরো লিখেছেন, আমি বিশ্বাস করি, পূর্ব পাকিস্তানে যে সংগ্রাম চলছে তার 'সবচেয়ে সম্ভাব্য ফলাফল হলো বাঙালিদের বিজয় এবং এরপর একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।'[৭]

'ইয়াহিয়াকে সব দিক থেকে চেপে ধরবেন না'

২৮ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে পাঠানো এক গোপন স্মারকপত্র বা দাপ্তরিক বিবরণীতে হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনটি বিকল্প নীতি তুলে ধরে এর যেকোনো একটি অনুসরণের প্রস্তাব রাখেন। বিকল্প নীতিগুলো হলো :

বিকল্প ১ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মসূচি বেছে নিন না কেন, অপরিহার্যভাবে এর প্রতি সমর্থনের মনোভাব পোষণ করা হবে।

এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়–

আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে : পশ্চিম পাকিস্তানিরা যখনই আমাদের নিশ্চিত করতে পারবে যে, প্রেরিত অর্থ উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হবে, যুদ্ধের জন্য নয়, এর পরপরই আমরা ঋণ মওকুফের প্রতি সমর্থন জানাব এবং আমাদের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন সাহায্য কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাব। সাহায্যের অধিকাংশ পশ্চিমে (পাকিস্তানে) চলে গেলেও আমরা উদ্বিগ্ন হব না।

খাদ্য সাহায্যের ক্ষেত্রে : আমরা রাষ্ট্র ও সরকারের (পাকিস্তান) অনুরোধে সকল চালান নিয়ে অগ্রসর হব এবং পূর্ব পাকিস্তানের নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে এর সরবরাহ অথবা খাদ্য আটকে রাখার ব্যাপারে কোনো শর্ত থাকবে না।

সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে : আমরা গোলাবারুদ ছাড়া সকল চালানের অনুমতি দেব। কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আমরা গোলাবারুদ চালানের ক্ষেত্রে বিলম্ব করব।

বিকল্প ২ : প্রকৃত নিরপেক্ষতার মনোভাব বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে।

এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়–

আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে : আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক যে পর্যন্ত না পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে সে পর্যন্ত আমরা আরো সাহায্য দেওয়া থেকে বিরত থাকব।

খাদ্য সাহায্যের ক্ষেত্রে : পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সরবরাহ মেনে নেওয়ার বদলে চালান পাঠানোর আগে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র খাদ্যের সুষম বণ্টনের

MEMORANDUM

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

ACTION
27870

April 28, 1971

SECRET

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

FROM: Henry A. Kissinger *K*

SUBJECT: Policy Options Toward Pakistan

I do not normally bother you with tactical judgments. But in the case of the present situation in Pakistan, policy depends on the posture adopted toward several major problems. The purpose of this memo is to seek your guidance on the general direction we should be following.

The Situation

Three weeks after the West Pakistani military crackdown, these three judgments seem to characterize the situation we must deal with:

—The West Pakistani military seem likely to regain physical control of the main towns and connecting arteries. The resistance is too poorly organized and equipped to prevent that now.

--Physical control does not guarantee restoration of essential services like food distribution and normal economic life because that requires Bengali cooperation which may be withheld.

—Suppression of the resistance, even if achieved soon, will leave widespread discontent and hatred in East Pakistan, with all that implies for the possibility of effective cooperation between the populace and the military, for eventual emergence of an organized resistance movement and for the unity of Pakistan.

--Tension between India and Pakistan is at its highest since 1965, and there is danger of a new conflict if the present situation drags on.

Those judgments suggest that there will probably be an interim period, perhaps of some length, in which (a) the West Pakistanis attempt to re-establish effective administration but (b) even they may recognize the need to move toward greater East Pakistani autonomy in order to draw the necessary Bengali cooperation.

interests. Its disadvantage is that it might lead to a situation in which progress toward a political settlement had broken down, the US had alienated itself from the 600 million people in India and East Pakistan and the US was unable to influence the West Pakistani government to make the concessions necessary for a political settlement.

If I may have your guidance on the general approach you wish taken, I shall calibrate our posture accordingly on other decisions as they come up.

Prefer Option 1--unqualified backing for West Pakistan ____________

Prefer Option 2--neutrality which in effect leans toward the East ______

Prefer Option 3--an effort to help Yahya achieve a negotiated settlement ___

To all hands
Don't squeeze
Yaya at this
time
RN

কিসিঞ্জারের স্মারকপত্রের নিচে নিক্সনের নিজ হাতে লেখা নোট : 'এ সময় ইয়াহিয়াকে সব দিক থেকে চেপে ধরবেন না'

ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার প্রতি জোর দেব।

সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে : আমরা গোলাবরুদ, মারণাস্ত্র এবং এসবের যন্ত্রাংশের সকল সরবরাহ স্থগিত রাখব। তবে মারণাস্ত্র নয় এমন সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ অব্যাহত থাকতে পারে।

বিকল্প ৩ : যুদ্ধ বন্ধে ইয়াহিয়াকে সাহায্যের আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হবে। এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যা হবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনে উত্তরণের মধ্যবর্তী সময়।

এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়–

আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে : আমরা একটি টেকসই সমাধানের বন্দোবস্ত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্যোগকে সাহায্যের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করব। আমাদের এটা তুলে ধরতে হবে যে, পরিস্থিতি এরকমভাবে চলতে থাকলে পাকিস্তান একটি অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ কারো তখন পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য করার সামর্থ্য থাকবে না।

খাদ্য সাহায্যের ক্ষেত্রে : আমরা চালান শুরু করার অনুমতি দেব, যাতে খাদ্য দ্রুত খালাস এবং সরবরাহ করা যেতে পারে। সরবরাহের গন্তব্যস্থানের ব্যাপারে আমরা কোনো শর্তারোপ করব না, তবে ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত এলাকার ব্যাপারে কোনো

প্রতিশ্রুতি থাকলে ভিন্ন কথা।

সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে : আমরা আর্থিক সাহায্যের অনুরূপ একটি পথ অনুসরণ করব। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এটা হবে মারণাস্ত্র নয় এমন পর্যাপ্তসংখ্যক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশের চালান অনুমোদনের সমার্থক। এর লক্ষ্য হবে, ইয়াহিয়ার যাতে এ ধারণা না হয় যে, সামরিক সাহায্য স্থগিত রাখার উদ্দেশ্য সব সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসকে প্ররোচিত করা হচ্ছে।

বিকল্পগুলোর ব্যাপারে কিসিঞ্জারের নিজের মন্তব্য : আমার নিজের সুপারিশ হলো ওপরে বর্ণিত বিকল্প ৩-এর আওতার ভেতর কাজ করার চেষ্টা করা উচিত।

বিকল্প ১-এর সুবিধা হলো, এটা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রক্ষা করবে। আর এর অসুবিধা হলো, এটা পশ্চিম পাকিস্তানিদের এমন কাজে উৎসাহিত করবে, যা বর্তমান পরিস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করবে এবং তাদের ও আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বাড়িয়ে দেবে।

বিকল্প ২-এর সুবিধা হলো, এটা এমন একটি মনোভাবের সৃষ্টি করবে, যা সমর্থনযোগ্য হবে। আর এর অসুবিধা হলো, প্রয়োজনীয় সামরিক ও আর্থিক সাহায্য হ্রাস করা হলে তা পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে যাবে। ব্যাপারটা দাঁড়াবে, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিঘ্নিত করার জন্য অনেক কিছু করছি কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্যের জন্য এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বেশি কিছু করছি না।

বিকল্প ৩-এর সুবিধা হলো, এর ফলে ইয়াহিয়ার সঙ্গে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের স্বার্থ যাতে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য একটি আন্তরিক উদ্যোগে জড়িত থাকা যাবে। আর এর অসুবিধাগুলো হলো, এটি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, যা একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথে অগ্রগতিকে নস্যাৎ করে দেবে, যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের ৬০ কোটি লোকের কাছে বৈরী করে তুলবে এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড় প্রদানে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে প্রভাবিত করতে যুক্তরাষ্ট্র অসমর্থ হবে।

সংক্ষেপে,

বিকল্প ১ : পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি সমর্থনে অক্ষম।

বিকল্প ২ : নিরপেক্ষ নীতি পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে যাবে।

বিকল্প ৩ : ইয়াহিয়াকে সাহায্যের উদ্যোগ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধান নিয়ে আসবে।

কিসিঞ্জারের মতো প্রেসিডেন্ট নিক্সনও তৃতীয় বিকল্পটিকে সেরা বলে মনে করেছেন। পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনটি বিকল্প নীতির প্রস্তাব পড়ার পর তিনি এর নিচে নিজ হাতে লেখেন, 'এ সময় ইয়াহিয়াকে সব দিক থেকে চেপে ধরবেন না।'[৮]

রাজনৈতিক সমাধানের জন্য গোপন বৈঠক

মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ যাতে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হতে না পারে সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তারা নানাভাবে তৎপরতা চালিয়েছে। এ ধরনের তৎপরতার অংশ হিসেবে মার্কিন ও পাকিস্তানি কর্মকর্তারা ১০ মে ওয়াশিংটন ডিসিতে পরপর দু দফা গোপন বৈঠক করেন।

প্রথম বৈঠকে অংশ নেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা এম এম আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা হ্যারল্ড এইচ সন্ডার্স। স্থানীয় সময় বিকেল ৩-০৫টা থেকে ৩-৩০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ বৈঠকের 'আলোচনার স্মারকপত্র' থেকে জানা যায়, কথোপকথনের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত হিলালিকে কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের গভীর শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত অনুরাগের অনুভূতি রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সব শেষে কেউ যে কাজটি করে তা হলো দুঃসময়ের বন্ধুর কাছ থেকে সুবিধা নেওয়া। ...মার্কিন স্বার্থের মাঝেই রয়েছে পাকিস্তানের উন্নয়ন।

কিসিঞ্জার আরো বলেন, আমরা সহায়ক সবকিছু করব এবং আপনার দেশ ইতিমধ্যেই যে যন্ত্রণা ভোগ করছে তা আর বাড়তে দেব না।

এম এম আহমেদ বৈঠকের ইতি টেনে বলেন, একটি বৈরী পরিবেশেও যুক্তরাষ্ট্র যে অবস্থান নিয়েছে তাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খুবই কৃতজ্ঞ।[৯]

দ্বিতীয় বৈঠকে অংশ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, এম এম আহমেদ, আগা হিলালি এবং হ্যারল্ড সন্ডার্স। স্থানীয় সময় বিকেল ৪-৪৫টা থেকে ৫-২০টা পর্যন্ত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিসে। 'আলোচনার স্মারকপত্র' থেকে জানা যায়, কথোপকথনের শুরুতেই ইয়াহিয়াকে 'একজন ভালো বন্ধু' উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং দৃশ্যত পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার মতো দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় বলেন যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন কী নিদারুণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে ইয়াহিয়াকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করার জন্য যেসব ব্যক্তি নিক্সনের সমালোচনা করছেন তাদের প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি সব সময় নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, এর বিকল্প কী। তিনি এর কোনো বিকল্প খুঁজে পাননি। আলোচনার এক পর্যায়ে নিক্সন বলেন, আমরা এমন কিছু করব না, যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলবে বা তাকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলবে।[১০]

এ দুটি বৈঠকের আলোচনা থেকে পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক নীতি এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'ইয়াহিয়ার প্রতি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিশেষ অনুভূতি রয়েছে'

মুক্তিযুদ্ধ জুন মাসে গড়ানোর পর যখন দেখা গেল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিধনযজ্ঞ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রাণ বাঁচাতে দলে দলে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, সেই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনাও বাড়ছে, তখনো মার্কিন নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ৩ জুন বিকেল ৪টায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের সহকারী হেনরি কিসিঞ্জারের অফিসে পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অংশ নেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেননিথ কিটিং, হেনরি কিসিঞ্জার এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা হ্যারল্ড এইচ সন্ডার্স।

'আলোচনার স্মারকপত্র' থেকে জানা যায় : রাষ্ট্রদূত কিটিং কিসিঞ্জারের কাছে জানতে চান, আপনি কী জানেন, আমাকে বলুন।

কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে যাচ্ছে তাতে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তবে তিনি আবেগ ত্যাগ করে এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে চান। দক্ষিণ এশিয়ায় যা ঘটছে সে বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট মনে করেন এখনই আমাদের পাকিস্তানকে ত্যাগ করা উচিত হবে না। তিনি মনে করেন, আমাদের উচিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আরো কয়েক মাস সময় দিয়ে দেখা, তিনি কী সমাধান বের করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ব্যাপারটাকে যেভাবে দেখছেন, তারপর আমরা যদি এখন পাকিস্তানিদের আবেগতাড়িত হয়ে দেখি তাহলে আমাদের কোনো লাভ হবে না এবং পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে আমাদের যে সামর্থ্য রয়েছে তাও আমরা হারাতে পারি।

এর পরপরই কিসিঞ্জার যে কথাটি বলেন তা চমকে দেওয়ার মতো। তিনি বলেন, আমাদের অভিমত হলো পূর্ব পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হবে। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রদূত কিটিংয়েরও একই মত। সমস্যা হলো 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?' প্রেসিডেন্ট ক্রমান্বয়ে এ কাজ করবেন বলে মনস্থির করেছেন।

এখানে প্রেসিডেন্ট ক্রমান্বয়ে কী করবেন তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এ কথার মাধ্যমে কিসিঞ্জার যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কেন এই হত্যাকাণ্ড বাড়তে দিচ্ছে? এর জবাব পাওয়া যায় কিসিঞ্জারের পরবর্তী বক্তব্যে, যখন তিনি বলেন– সত্যি বলতে কী, ইয়াহিয়ার প্রতি প্রেসিডেন্টের একটি বিশেষ অনুভূতি

রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে কেউ নীতি নির্ধারণ করতে পারেন না। কিন্তু এটাই জীবনের বাস্তবতা।[১১]

অর্থাৎ ইয়াহিয়ার সঙ্গে নিক্সনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, 'বিশেষ অনুভূতি' ছিল পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক নীতির একটি বড় কারণ।

'পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে'

এটা সুবিদিত যে, তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির নতুন মেরুকরণের উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সময় চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের যে চেষ্টা করছিল, তাতে পাকিস্তানকে বেছে নিয়েছিল প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। তাই তারা পাকিস্তানকে কোনোভাবেই চটাতে চায়নি। মার্কিন কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখে বাঙালি নিধনযজ্ঞে সহায়ক ভূমিকা পালনে দ্বিধা করেনি যুক্তরাষ্ট্র।

কিসিঞ্জারের পিকিং (বর্তমান বেইজিং) সফর সামনে রেখে ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা হ্যারল্ড এইচ সন্ডার্স তাকে তার এই সফর এবং পাকিস্তানের জন্য সামরিক সাহায্য সম্পর্কিত এক স্মারকপত্র পাঠান। এতে বলা হয়, পাকিস্তানের জন্য সাহায্য বিশেষ করে সামরিক সাহায্য সম্পর্কিত একটি ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সিনেটর কেইস ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন, 'আপনার পিকিং সফরের আয়োজনের সঙ্গে সামরিক সাহায্যের বিষয়টিকে যুক্ত করে পাকিস্তানকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কি না।' এ প্রশ্ন উত্থাপনের আরো সাধারণ একটি ধরন হবে, 'পিকিংয়ে আপনার সফর সহজ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে ভূমিকা রেখেছে সেজন্য দেশটিকে সামরিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত রাখা হবে কি না।'

সন্ডার্স তার স্মারকপত্রে আরো লিখেছেন, এখানে সমস্যা হলো কংগ্রেসের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের পক্ষে এটা বলা আরো সহজ হবে যে, এই বিশেষ কারণে আমরা পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধ করতে চাচ্ছি না। তবে যে সাধারণ মনোভাব বজায় রাখা মনে হয় আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, 'আমরা আপনার সফর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলব না।' নয়তো আমি জানি না, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের অনেক কর্মকর্তা কীভাবে কংগ্রেসের কাছে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদান এবং আপনার চীন সফরের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেবে। কাজেই আমি সুপারিশ করব, সম্পর্কের ব্যাপারে যা কিছু বলার তা কেবল আপনিই বলবেন।

সন্ডার্সের মতে, অন্যদের যে পথ অনুসরণ করে যাওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি

MEMORANDUM

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

ACTION
Outside System

SECRET/NODIS

July 19, 1971

MEMORANDUM FOR DR. KISSINGER

FROM: Harold H. Saunders

SUBJECT: Military Assistance to Pakistan and the Trip to Peking

I have asked the State Department to prepare for you--perhaps to be used for the SRG Thursday if it is not needed sooner--a memorandum on the precise state of all of the legislative actions related to military and economic assistance to South Asia. Some of these are coming to a head in the next week or two, and it should be part of our general game plan to set our strategy on that front as well as on the South Asian front.

One of the issues that will come up in connection with assistance to Pakistan, particularly military, is the question which Senator Case has already asked: Did the US make any commitment to Pakistan on military assistance in connection with the arrangements for your visit to Peking? A more general way of putting this question would be whether Pakistan has earned continuing military assistance because of its role in facilitating your trip to Peking.

The problem here is that there would be some advantage to the Administration for key members of Congress to recognize that we did have this special reason for not wanting to cut off military assistance to Pakistan. However, it seems more important to preserve the general posture that we are not going to talk about the details of your trip. Otherwise, goodness knows how the many State and Defense officials testifying before Congress will interpret the nature of the relationship between military assistance and your trip.

Therefore, I would recommend that anything that is said about the relationship be said only by you. For others, I should think the line would continue to be something like the following:

--It is best to discuss military supply policy in South Asia on its own merits.

\-

\-

I will give you more on this later. For the moment, do you agree that State should not link military supply policy to China policy in any way?

Yes K — But it is of course clear that we have some special understanding to Pakistan

Other ____________

স্মারকপত্রের নিচে কিসিঞ্জার নিজ হাতে লিখেছেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কিছু বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে'

লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইসলামাবাদ যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত হয় সেজন্য পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টাকেই প্রশাসন বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। সাহায্য বন্ধ করা হলে তাতে সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। যেহেতু বর্তমান নীতির অধীনে যে ধরনের সামরিক সরঞ্জামই সরবরাহ করা হোক না কেন, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতির ওপর তার প্রভাব হবে খুব সামান্য, তাই বর্তমান নীতিই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো ফল বয়ে আনবে বলে মনে হয়। আর তা হলো পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে আমাদের যে প্রভাব রয়েছে তা খুব বেশি না হারিয়েই স্বল্প পরিমাণে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো। প্রধান সমস্যা হবে ভারতের প্রতিক্রিয়ায়। তবে আমাদের শুধু ন্যূনতম সামরিক পরিণতি এবং প্রভাব বজায় রাখার যুক্তি দেখাতে হবে।

সব শেষে সন্ডার্স লিখেছেন, আমি পরে আপনাকে এ বিষয়ে আরো জানাব। এ মুহূর্তে আপনি কি এ বিষয়ে একমত যে, চীন নীতির সঙ্গে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের নীতিকে যুক্ত করা রাষ্ট্রের জন্য কোনোভাবেই উচিত নয়?

জবাবে স্মারকপত্রের নিচে কিসিঞ্জার নিজ হাতে লেখেন, 'কিন্তু এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কিছু বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।'[১২]

'দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধ এড়ানো খুবই জরুরি'

২৮ জুলাই প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডের মধ্যে প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিসে এক বৈঠক হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ হলে চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা বাধাগ্রস্ত হতে পারে ভেবে নিক্সনের উদ্বেগ আরো একবার স্পষ্ট করে দেয় সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশ্বরাজনীতির এই মেরুকরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার জন্য ইয়াহিয়ার নিন্দা না করে বরং চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের উদ্যোগে পাকিস্তান যে অবদান রেখেছে সে জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বৈঠকের স্মারকপত্র/দাপ্তরিক বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রথমেই রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে সম্ভাষণ জানিয়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রস্তুতিতে 'চমৎকার কৃতিত্বের' জন্য তার প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, কিসিঞ্জার তাকে বলেছেন যে, ফারল্যান্ডের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের সামর্থ্য রয়েছে এবং পাকিস্তান থেকে কিসিঞ্জারের পিকিং সফরের ব্যবস্থা করতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ ধরনের কাজে খুবই বিচক্ষণতা ও পেশাদারিত্বের প্রয়োজন হয় এবং রাষ্ট্রদূত এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের

অবদান রেখেছেন।

আলোচনা উপমহাদেশ পরিস্থিতির দিকে মোড় নিলে প্রেসিডেন্ট ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধের আশঙ্কা করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তা কেবল যুদ্ধের স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদের কারণেই নয়; বরং এর আরো বড় কারণ হলো, 'এটা আমাদের চীন নীতি পরিচালনায় আমাদের অব্যাহত গতিকে ব্যাহত করতে পারে।'

বৈঠকের শেষ পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সন আবারও চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের উদ্যোগে পাকিস্তানের অবদানের জন্য রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে তার কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দিতে বলেন। পাকিস্তানের বর্তমান সংকট প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইয়াহিয়াকে এটা স্পষ্ট করে দিতে চান যে, 'আমরা তার বোঝা বাড়াব না, তবে তিনি পরিস্থিতি শান্ত করার এবং ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা কমানোর পদক্ষেপ নিলে তা আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে সাহায্য করবে এবং এতে পাকিস্তানও লাভবান হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধ এড়ানো খুবই জরুরি।'[১৩]

বাঙালিদের পাশে মার্কিন কংগ্রেস

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাঙালি নিধন এবং মার্কিন প্রশাসনের নীতির ব্যাপারে সমালোচনামুখর ছিল। যেভাবে অস্ত্র সরবরাহ ইস্যু পরিচালনা করা হচ্ছিল, কংগ্রেসের অনেক সদস্যই সেটাকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতারণা হিসেবে গণ্য করছিলেন। তবে এটিও সত্য যে, এ বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের কয়েকজন স্বাভাবিক মিত্রও ছিল এবং অধিকাংশ উদ্বিগ্ন আমেরিকানই, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী মহল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর কিছু চাপ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে তিনি তার অনুসৃত পথ ত্যাগ করেন।

যাহোক, ৩০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা হ্যারল্ড সন্ডার্স মার্কিন নীতির ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। এতে দেখা যায়, ১৫ জুলাই প্রতিনিধিসভার পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটিতে বৈদেশিক সাহায্য আইন সম্পর্কিত 'গালাঘার সংশোধনী' নামে একটি বিল ১৭-৬ ভোটে পাস হয়। এর মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্য সব ধরনের আর্থিক (খাদ্য ছাড়া) ও সামরিক সাহায্য 'স্থগিত' থাকবে, যে পর্যন্ত না প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে জানাবেন যে– ১. 'পূর্ব পাকিস্তানে একটি গ্রহণযোগ্য স্থিতিশীল পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি সহযোগিতা করছে।' এবং ২. এর ফলে 'যথেষ্টসংখ্যক শরণার্থী দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাদের জমি ও সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার দাবি করতে পারছে।'

সিনেটর উইলিয়াম স্যাক্সবি, সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চ এবং সিনেটর হাগ স্কটসহ অন্য

৩১ জন সহ-উদ্যোক্তা সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটিতে বৈদেশিক সাহায্য আইন সম্পর্কিত একই ধরনের একটি সংশোধনী আনেন। এর মাধ্যমে আর্থিক ও সামরিক উভয় ধরনের সাহায্য এবং বিক্রি স্থগিত থাকবে, যে পর্যন্ত না– ১. পূর্ব পাকিস্তানের সব জায়গায় আন্তর্জাতিক ত্রাণের সুষম সরবরাহ শুরু হবে এবং ২. পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থীদের 'একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ'কে ভারত থেকে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা হ্যারল্ড সন্ডার্স ১৯ জুলাই কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো এক স্মারকপত্রে কংগ্রেসের আরো কিছু পদক্ষেপ তুলে ধরেছেন। যেমন, কেইস-মন্ডেল প্রস্তাবে যে পর্যন্ত না পূর্ব পাকিস্তানে সংঘাত বন্ধ হচ্ছে এবং সেখানকার ত্রাণ সরবরাহ সম্পর্কে সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটি সন্তোষজনক রিপোর্ট দিচ্ছে, সে পর্যন্ত পাকিস্তানে সব ধরনের মার্কিন সামরিক সাহায্য স্থগিত রাখার আহ্বান জানানো হয়। সিনেটর কেইস বিলটি উত্থাপন করেন এবং অন্তত ১৮ জন সিনেটর তাতে সমর্থন জানান। সিনেটর চার্লস ম্যাথিয়াস এবং প্রতিনিধিসভার সদস্য জন মস পাকিস্তানের কাছে বিক্রি, সরবরাহ ও ২৫ মার্চের আগে অনুমোদিত লাইসেন্সসহ সব ধরনের সামরিক সাহায্য এক বছরের জন্য স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়ে অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

মার্কিন প্রশাসনের নীতির সমালোচনা করে প্রতিনিধিসভা এবং সিনেটে অনেকেই বক্তৃতা দেন। উদাহরণস্বরূপ, ৭ জুলাই সিনেটর টানি তার সিনেট বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে একটি গৃহযুদ্ধের একজন যুদ্ধবাজের কাতারভুক্ত করছে। বিশেষ করে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, ফ্রেড হ্যারিস, উইলিয়াম স্যাক্সবি, ফ্রাঙ্ক চার্চ, এডমন্ড মাস্কি এবং প্রতিনিধিসভার সদস্য জন মস, সিমুর হ্যালপার্ন ও গালাঘার পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন প্রশাসনের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

এ পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়ার ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে সন্ডার্স দু ধরনের অভিমত তুলে ধরেন। একটি হলো 'পাকিস্তানকে সব সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে প্রকাশ্যে ইয়াহিয়ার নিন্দা করা উচিত।' অন্যটি হলো 'ইয়াহিয়াকে তার নীতি এবং সমস্যার সমাধান না করার জন্য যে মূল্য দিতে হচ্ছে তা উপলব্ধির জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত, তবে তাকে প্রকাশ্যে অপমান করা উচিত নয়।' এর অর্থ হলো তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করার বদলে সহযোগিতার মাধ্যমে তার মধ্যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা।

মার্কিন প্রশাসন দ্বিতীয় পথটিই বেছে নেয়। সন্ডার্স লিখেছেন, 'সামরিক সাহায্যের প্রবাহ কমানো হবে, কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে ইয়াহিয়ার নিন্দা করব না। এর ফলে তিনি কৃতজ্ঞবোধ করবেন।'[১৪]

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নিয়ে নিক্সন-কিসিঞ্জার আলোচনা

দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংসতা ও নিধনযজ্ঞের কারণে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে প্রায় ১ কোটি বাঙালি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের উদ্যোগে সাবেক বিট্‌ল গ্রুপের জর্জ হ্যারিসন ১ আগস্ট 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশে'র আয়োজন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক কনসার্টের পরদিন ২ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী পরিস্থিতি এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন।
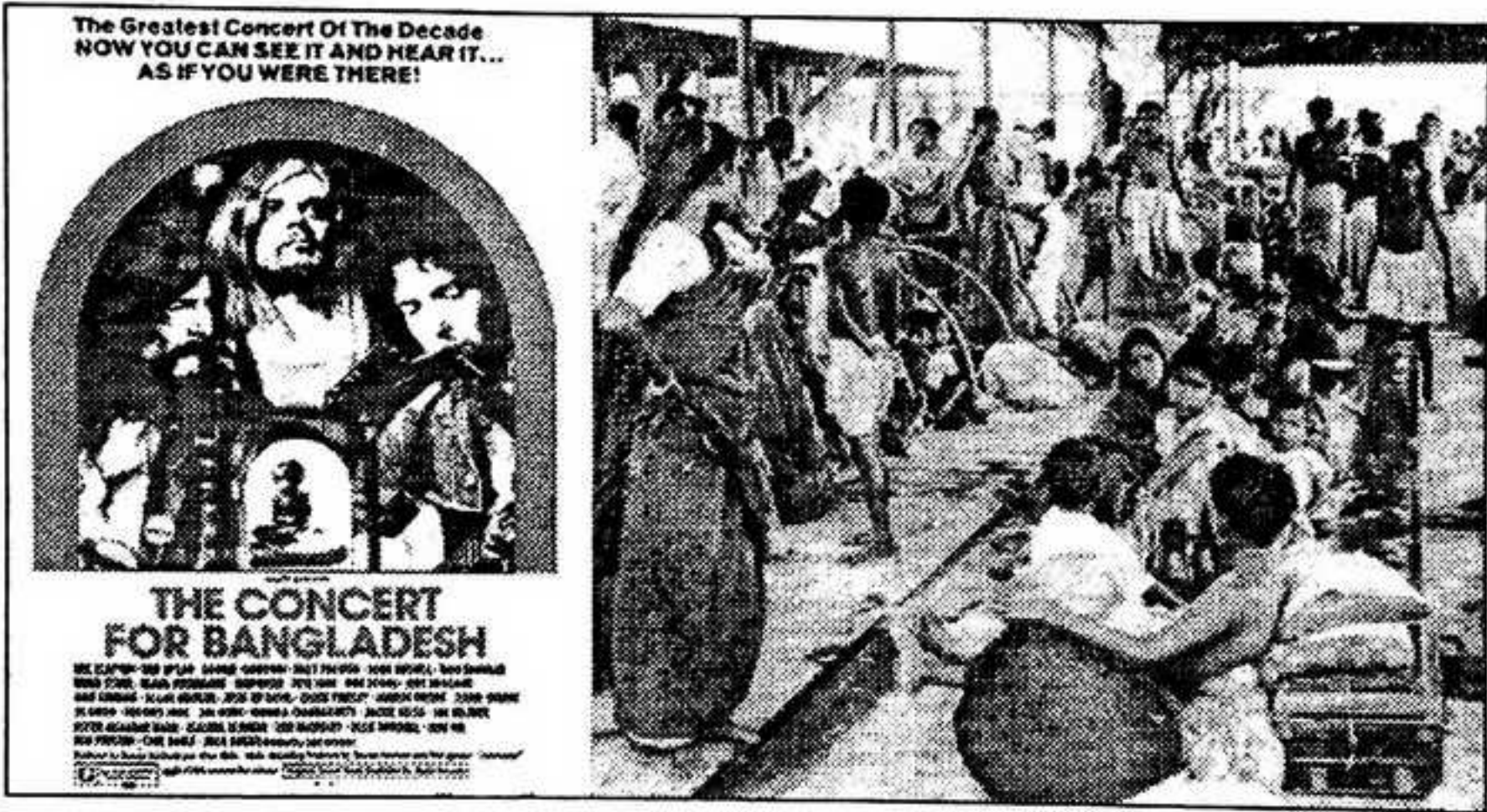
'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর একটি পোস্টার এবং ভারতে বাংলাদেশী শরণার্থী

তারা আর্থিক সহযোগিতা ও খাদ্য সাহায্য প্রদান, যদি যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে ভারতে মার্কিন সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব এবং যুক্তরাষ্ট্রকে যদি পাকিস্তানের ব্যাপারে নীতিবিগর্হিত পদক্ষেপ নিতে হয় তাহলে কী হবে তার ফলাফল ইত্যাদি প্রসঙ্গে কথা বলেন। অডিও ক্লিপ থেকে তাদের কথপোকথনের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো–

কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই শরণার্থীদের (পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত) জন্য ভারতকে ১০ কোটি ডলার দিয়েছি।' নিক্সনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ভারতকে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র 'একটি চরম ভুল করছে'। কিসিঞ্জার তাকে আরো খানিকটা উসকে দিয়ে বলেন, 'অর্থনৈতিকভাবে ভারতের অবস্থা ভালো, তবে কেউ জানে না ফালতু ভারতীয়রা কীভাবে এই অর্থ ব্যবহার করছে। (তিনি 'গড-ড্যাম' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, যার কোনো আক্ষরিক বাংলা প্রতিশব্দ না থাকায় এখানে প্রয়োগযোগ্য এর কাছাকাছি অর্থ হিসেবে 'ফালতু'

শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে) তারা শরণার্থী এলাকায় কোনো বিদেশীকে ঢুকতে দিচ্ছে না। কোনো বিদেশী ঢুকতে পারলে তারা জঘন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসছে।'

'তো বিট্‌ল কাদের কাছে টাকা দেবে– ফালতু ভারতীয়দেরই কি?' হতাশ নিক্সন জানতে চান।

'হ্যাঁ, পাকিস্তানকেও দেড় লাখ ডলারের খাদ্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বড় সমস্যা হলো এর ফালতু সরবরাহ।' কিসিঞ্জার সোজাসুজি জবাব দেন। (প্রকৃতপক্ষে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' থেকে সংগৃহীত অর্থ ইউনিসেফের তহবিলে দেওয়া হয়েছিল)

নিক্সন লাফিয়ে ওঠেন, 'ভারতকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।'

কিসিঞ্জার তাতে সায় না দিয়ে বলেন, 'ভারত যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অজুহাত তৈরি করতে না পারে সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী ও দুর্ভিক্ষ সমস্যা আমাদের লাঘব করতে হবে।' তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের ব্যাপারে নীতিবিগর্হিত পদক্ষেপ আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। এটা সব কিছু নস্যাৎ করে দিতে পারে।' এ সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের উচিত রাজনৈতিক কাঠামোর ব্যাপারে যতটা সম্ভব ফালতু বক্তৃতা দিয়ে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত একটি পৃথক পূর্ব পাকিস্তান হতে দু বছর লেগে যাবে (সম্ভবত কথাটা তিনি কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করেই বলেছেন), কিন্তু আগামী ছয় মাসের মধ্যে এটা ঘটবে না।'

নিক্সন ও কিসিঞ্জারের পরিকল্পনায় যে দুষ্ট লোকটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে তিনি হলেন রাজনীতিবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকো। স্পষ্টবাদী হিসেবে তার সুনাম রয়েছে। কিসিঞ্জার বলেন, 'সে (সিসকো) একজন উন্মাদ এবং তাকে থামানো প্রয়োজন।'

'সিসকো কোন দিকে?' নিক্সন প্রশ্ন করেন।

কিসিঞ্জার জবাব দেন, 'সে পাকিস্তানের দিকে। তার বিভাগও পাকিস্তানের দিকে, তবে তার নিজস্ব চিন্তা রয়েছে...'

এরপর অডিও ক্লিপটি আর শোনা যায় না।[১৫]

এ কথোপকথন থেকে বোঝা যায়, পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে কিসিঞ্জারের কিছুটা আপত্তি ছিল। কারণ এর ফলাফলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সন্দিহান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করা এবং চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কোন্নয়নে পাকিস্তানকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণে পাকিস্তানের ব্যাপারে নীতিবিগর্হিত পদক্ষেপ নিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কোনোরকম আপত্তি ছিল না।
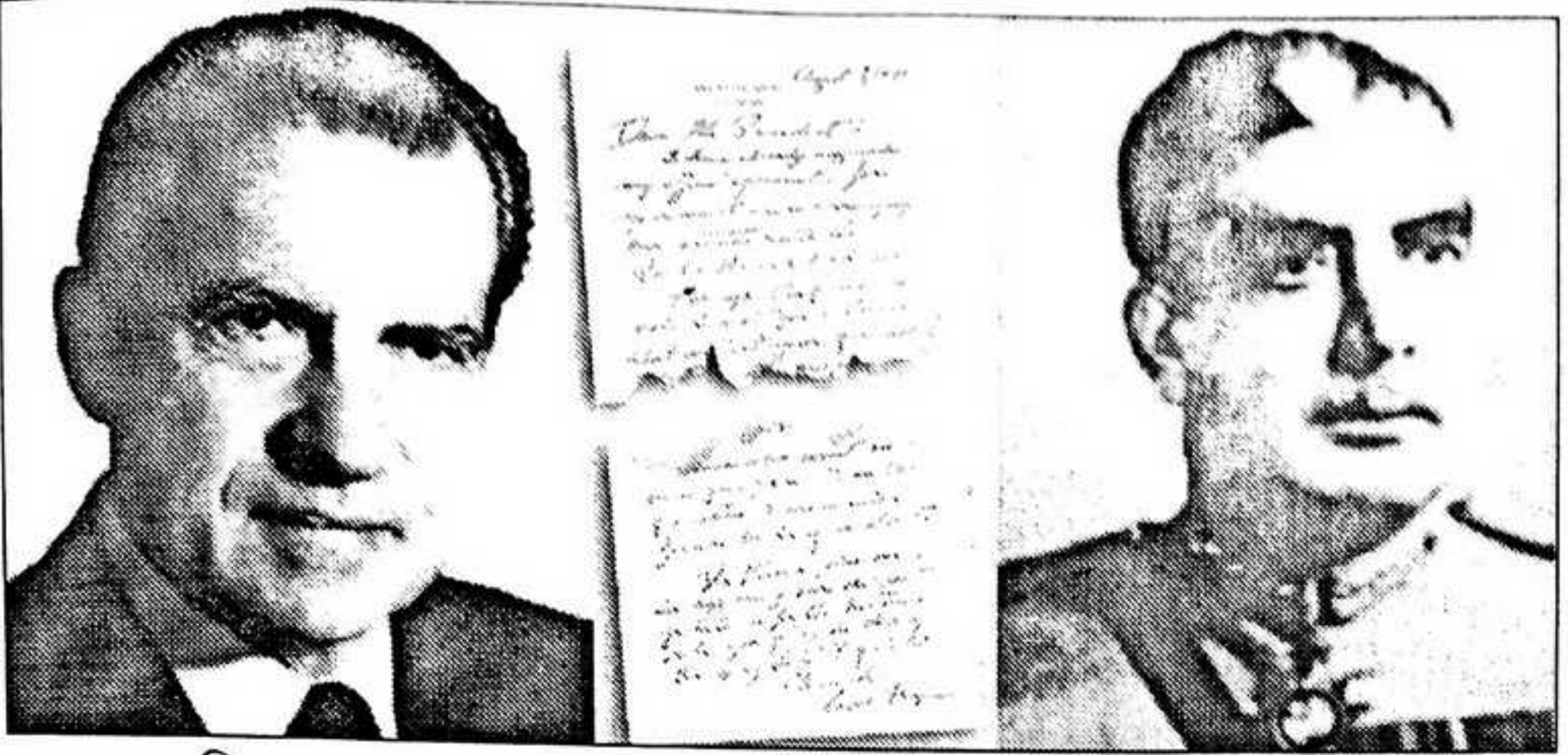
নিক্সন   নিক্সনের চিঠি   ইয়াহিয়া খান

ইয়াহিয়াকে নিক্সনের চিঠি

পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা যে সময় পূর্ব পাকিস্তানে নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে, সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন নিজ হাতে লেখা এক চিঠিতে ইয়াহিয়া খানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ৭ আগস্ট লেখা এ চিঠিতে নিক্সন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে সহায়তার জন্য ইয়াহিয়াকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'আগামী প্রজন্মের যারা আরো বেশি শান্তিপূর্ণ একটি বিশ্ব চাইবে, তারা চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।'[১৬]

যিনি লাখ লাখ নিরীহ মানুষ হত্যার জন্য দায়ী তার কাছেই নাকি শান্তির জন্য ঋণী হয়ে থাকতে হবে আগামী প্রজন্মকে!

Winston:

Original of attached hand-written Presidential letter to Yahya was given to Ambassador Farland for hand-delivery on 8/10/71. One copy was furnished to Marge Acker for the President's files. The balance of the copies (too many, I'm sure) are attached for the special files.

Lora -- 8/11/71

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

August 7, 1971

Dear Mr. President —

I have already expressed my official appreciation for your assistance in arranging our contacts with the Peoples Republic of China —

Through this personal note I want you to know that without your personal assistance this profound breakthrough in relations between the USA and ~~the~~ PRC would never have been accomplished.

I will [forever] express my personal thanks to

your Ambassador in Washington and to your associates in Pakistan for their efficiency and discretion in handling the very sensitive arrangements

Those who want a
more peaceful world in the
generation to come will
forever be in your debt.
Mrs. Nixon joins me
in expressing our deepest
gratitude for the historic
role you played during
this very difficult period.
Sincerely
Richard Nixon

ইয়াহিয়াকে লেখা নিক্সনের চিঠি

'যুদ্ধ মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করবে না'

পাকিস্তানের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ১১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্টের পুরনো নির্বাহী অফিস ভবনে। বৈঠকে অংশ নেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, হেনরি কিসিঞ্জার, পররাষ্ট্রবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জন ইরউইন, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান টমাস মুরার, সিআইএর উপ-পরিচালক রবার্ট কুশম্যান, আইডিএর উপপ্রশাসক মরিস উইলিয়ামস, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকো, উপ-সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর্মিস্টিড সেলডন এবং হ্যারল্ড সন্ডার্স।

বৈঠকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন যেসব বক্তব্য রাখেন তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এড়াতে এবং পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকাতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানে যা-ই ঘটুক না কেন, সেজন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। কারণ এসব কিছুর মূলে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজের স্বার্থ।

বৈঠকের স্মারকপত্র থেকে জানা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেখানে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বাড়ানো যেতে পারে সে প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমাদের সব কিছুর আগে মার্কিন স্বার্থকে দেখতে

হবে। এমন যেকোনো ঘটনা, যা থেকে যুদ্ধ শুরু হতে পারে, মার্কিন স্বার্থ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করবে। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য আমাদের যেকোনো কিছু করতে হবে। যারা একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য 'যা কিছু সম্ভব আমরা তার সবটুকু করব।'

নিক্সন বলেন, যুদ্ধ মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করবে না। এটা চীনের সঙ্গে আমাদের নতুন সম্পর্কের ক্ষতি করবে, সম্ভবত তা হবে অপূরণীয় ক্ষতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের খুবই জটিল একটি সমস্যার সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে পাকিস্তানের ভাঙনের জন্য একটি অজুহাত হিসেবে শরণার্থীদের ব্যবহার করতে 'দিতে পারে না— করতে দেবে না।' নিক্সন আরো বলেন, আমরা ভারতকে সাহায্য করতে চাই কিন্তু আমরা তাদের উদ্দেশ্যের (পাকিস্তানের ভাঙন) অংশীদার হতে পারি না। 'যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে আমি জাতীয় টেলিভিশনে যাব এবং ভারতে সব সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানাব। তারা একটি পয়সাও পাবে না।'

পাকিস্তানের ব্যাপারে নির্দেশনা সম্পর্কে তিনি বলেন, পাকিস্তানে আমাদের কিছু ক্ষমতা বজায় রাখতে হবে। আমাদের উদ্বেগের কারণগুলো রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের কাছে জানিয়ে দিতে হবে। আমরা যদি কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হয়ে পাকিস্তানে সব সাহায্য বন্ধ করে দেই তাহলে মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রভাব রয়েছে তাও আমরা হারাব। আমরা সবচেয়ে খারাপ যে বিষয়টিতে ভয় পাচ্ছি, হয়তো কোনোভাবে তা ঘটতে পারে। তবে যে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ঘোলা পানি থেকে মাছ ধরছে' সে সময় যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রভাব খাটাতে হবে, যাতে যুদ্ধ না বাধে।

পূর্ব পাকিস্তানে নিধনযজ্ঞ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন, 'আমরা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা দিয়ে পরিমাপ করব না। এই মাপকাঠিতে বিশ্বের প্রতিটি কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। কারণ কমিউনিস্ট দেশগুলোতেও হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে।'[১৭]

নিক্সনের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, শরণার্থীদের প্রবাহ কমেনি বরং তা প্রায় ৭০ লাখে পৌঁছেছে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে মার্কিন উদ্যোগ এবং পাকিস্তানে আমেরিকান অস্ত্র পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

চিঠিতে ইন্দিরা গান্ধী লেখেন, ১৬ এপ্রিল বোম্বেতে রাষ্ট্রদূত (মার্কিন) কিটিংয়ের

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

এবং ১৫ এপ্রিল পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতি সত্ত্বেও এবং আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্র কদিন আগে তার ওয়াশিংটন সফর শেষে ফিরে এলেও পাকিস্তানে নতুন করে অস্ত্র সরবরাহের খবরে আমাদের সরকার খুবই উদ্বিগ্ন।...এসব অস্ত্র এখন ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধে, দৃশ্যত যাদের একমাত্র অপরাধ হলো, তারা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকারকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল।[১৮]

প্যারিসে কিসিঞ্জার-হুয়াং গোপন বৈঠক

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের আগে যুক্তরাষ্ট্র নানামুখী কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। এরই অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্টের সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার ফ্রান্সে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং চেনের সঙ্গে ১৬ আগস্ট প্যারিসে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে আরো অংশ নেন চীনা দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ওয়েই তুং, প্যারিসে মার্কিন দূতাবাসের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে মেজর জেনারেল ভার্নন ওয়াল্টার্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা উইন্সটন লর্ড। পৌনে দু

MEMORANDUM

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

~~INFORMATION~~

TOP SECRET/SENSITIVE/EXCLUSIVELY EYES ONLY

August 16, 1971

THE PRESIDENT HAS SEEN...

MEMORANDUM FOR: THE PRESIDENT

FROM: HENRY A. KISSINGER HK

SUBJECT: My August 16 Meeting With the Chinese Ambassador in Paris

I saw the Chinese Ambassador in Paris, Huang Chen, before my meeting with the North Vietnamese, and we covered a good deal of ground in our session which lasted one and three-quarters hours. Ambassador Huang was much more expansive than in our first encounter when he was rather stiff though friendly. His performance this time may have been due in part to our prior notification to the PRC of our cool reply to the Soviet Union's proposal for a five power nuclear conference, which the Chinese have also rejected. Following are the highlights of my meeting with the Ambassador.

Your Trip to China

-- After we discussed several other subjects, I proposed February 21, 1972, or March 16, 1972 (with a slight preference for the former), as a starting date for your visit to China of up to seven days. I said that we would, of course, leave it up to the PRC to select a date.

-- As for my interim visit, Ambassador Huang led off our meeting with an oral message which specified that Chou En-lai would personally conduct the discussions during my visit to Peking; said that I would land in Shanghai so as to pick up a Chinese navigator to take us to Peking; and asked us for our views as to agenda and procedures.

-- I replied that I envisaged a visit of up to four days and suggested that it begin October 18-20, because I had to be in Washington for Tito's October 28 visit. I said we would make a specific proposal about the agenda once the time was set, and asked for their views on when we should publicly announce this interim trip.

নিক্সনের কাছে পাঠানো কিসিঞ্জারের স্মারকপত্র

ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠকে তারা নিক্সনের চীন সফর, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক, দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের এ আলোচনা থেকে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতি এবং পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈঠকে পাকিস্তানকে সাহায্যের ব্যাপারে চীনের মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে।

এ বৈঠক সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে পাঠানো কিসিঞ্জারের স্মারকপত্র এবং বৈঠকের কথোপকথন সম্পর্কে কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো উইন্সটন লর্ডের স্মারকপত্র থেকে জানা যায়–

দক্ষিণ এশিয়া প্রসঙ্গে আলোচনাকালে রাষ্ট্রদূত হুয়াংকে কিসিঞ্জার বলেন, আমরা পাকিস্তানের অবমাননায় শরিক হব না এবং অবমাননার যেকোনো চেষ্টাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করব। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুবই জটিল এক অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছি। প্রোপাগান্ডায় ভারত খুবই দক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী দল, যারা কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করছে, পুরোপুরি ভারতীয় প্রোপাগান্ডার পক্ষে। উদাহরণস্বরূপ, তারা পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ অব্যাহত রাখা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। তাই আমরা কিছু কৌশল গ্রহণ করেছি, যেমন– পূর্ব পাকিস্তানের ত্রাণ ও শরণার্থী ইস্যুকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ইস্যু থেকে পৃথক করার চেষ্টা করছি, যার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমর্থন নেই। অন্যভাবে বললে, ভারত আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মনে করি, 'এটা পাকিস্তানের বিষয়, আমাদের নয়।'

কিসিঞ্জার আরো বলেন, আমি অনানুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে বলতে চাই, আমাদের ধারণা হলো পাকিস্তান সরকার সম্মান পাওয়ার যোগ্য তবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। পাকিস্তানের অন্য মিত্ররা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, যাতে তারা সর্বোচ্চসংখ্যক শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে সমর্থ্য হয়। এর ফলে হস্তক্ষেপ এবং সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত যে অজুহাত তৈরি করছে তার অবসান হবে এবং তা আমাদের সাধারণ কৌশলকে সাহায্য করবে।

রাষ্ট্রদূত হুয়াং কিসিঞ্জারকে বলেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য ভারত যে চেষ্টা চালাচ্ছে তা 'সুস্পষ্টভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড।'

কিসিঞ্জার বলেন, আমরা এর সঙ্গে একমত। আমরা ভারতের জন্য এটা আরো কঠিন করে তোলার চেষ্টা করছি। আমরা ভারতকে বলেছি যে, যদি তারা সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে তাহলে আমরা সব আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেব।

রাষ্ট্রদূত হুয়াং বলেন, প্যারিসে পাকিস্তানের বন্ধুরা বলে থাকেন, শরণার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য পাকিস্তান সরকার সবকিছুই করছে।

জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তান সরকার মনোস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কৌশলের দিক থেকে খুব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। তারা একটা বড় কিছু করার বদলে দশটা ছোট জিনিস করে।, আর দশটা ছোট জিনিস একসঙ্গে করার বদলে দশ সপ্তাহ ধরে করে। কিসিঞ্জার আরো বলেন, আমাদের কংগ্রেস পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের 'অন্য মিত্ররা তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (সামরিক) দিলে আমরা তা বোঝার চেষ্টা করব।' তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যা কিছু করার তা আমরা করব এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য আমরা একটি বড় ধরনের কর্মসূচি হাতে নেব। আর আমরা কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তানের জন্য অস্বস্তিকর কিছু করব না। আমরা এটা গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের হাতে ছেড়ে দিলাম। তবে এ বিষয়ে গণচীনের কোনো অভিমত থাকলে আমরা সেটাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেব।[১৯]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে কিসিঞ্জার স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কংগ্রেসের কারণে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠাতে বাধার সম্মুখীন হলেও চীনের মাধ্যমে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের যেকোনো উদ্যোগের প্রতি তার সমর্থন থাকবে।

উভয়সংকটে আমেরিকা

আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠা এবং ক্রমবর্ধমান শরণার্থী প্রবাহের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দক্ষিণ এশিয়া সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করে। এ পরিস্থিতিতে হেনরি কিসিঞ্জার ১৮ আগস্ট প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে পাঠানো এক স্মারকপত্রে তাদের করণীয়, সম্ভাব্য সমস্যা ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন।

স্মারকপত্রে কিসিঞ্জার লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে এবং তা বড় শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভারত এতে যোদ্ধাদের চলাচলে এবং প্রশিক্ষণ ও কিছু অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিরোধে মূলত বাঙালিদের দৃঢ় মনোবলেরই প্রতিফলন ঘটছে। এটা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পাল্টা হামলা চালাতে প্ররোচিত করছে এবং তা শরণার্থীদের প্রবাহ বাড়িয়ে দিচ্ছে।...গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে খাদ্য সরবরাহের গতিও শ্লথ হয়ে পড়বে এবং শরণার্থী প্রবাহ আরো বাড়বে। এ পরিস্থিতি যে উভয়সংকটের সৃষ্টি করেছে তা হলো : যদি নতুন করে বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর প্রবাহ বৃদ্ধি পায় তাহলে দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে এবং হস্তক্ষেপের জন্য ভারতের জোরালো অজুহাত এড়াতে ত্রাণ সরবরাহের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি সেনাবাহিনীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অথবা
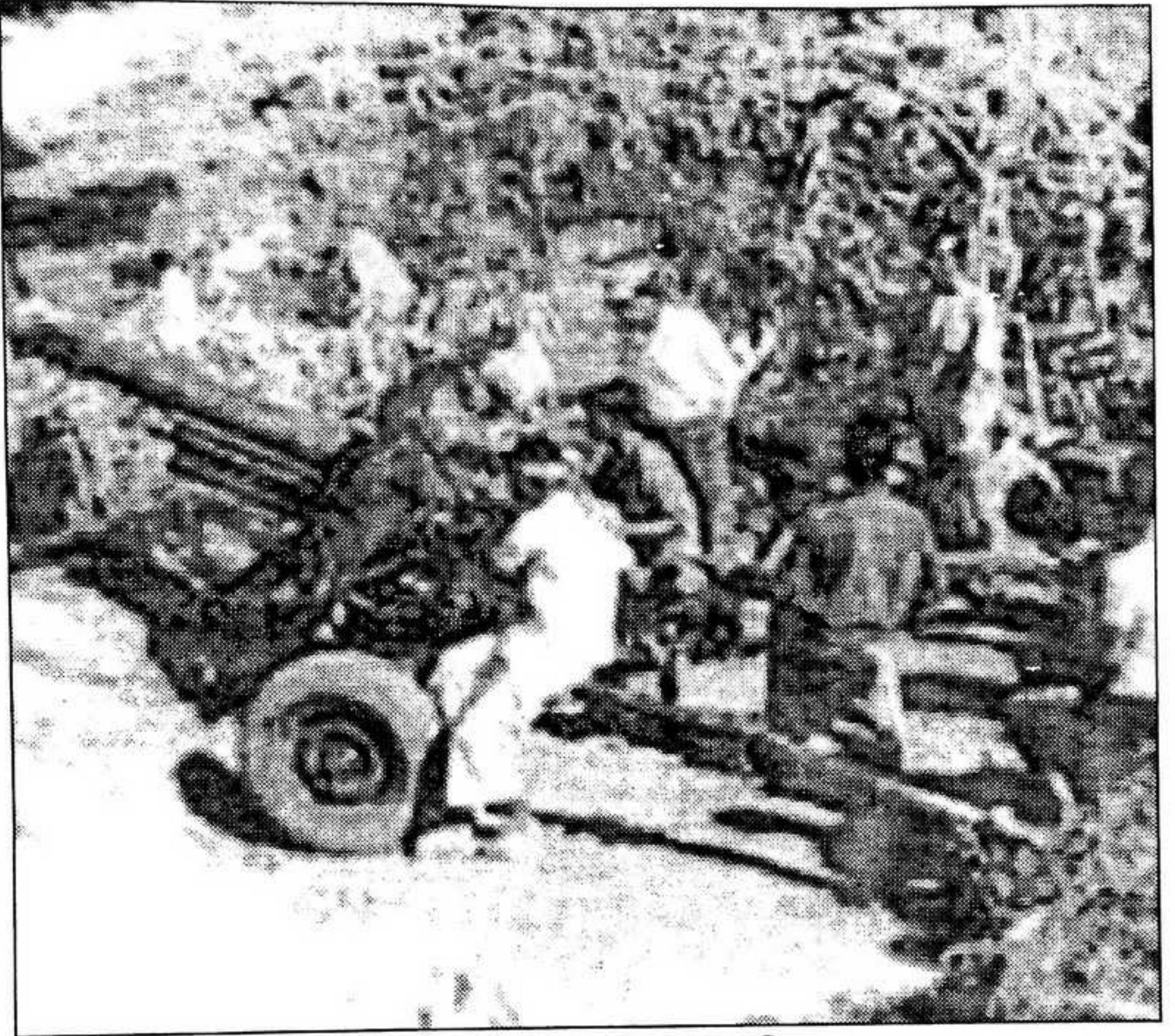
'পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে'

গেরিলাদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে অসমর্থ হন তাহলে এমনকি খাদ্য সরবরাহও বিঘ্নিত হতে পারে।

কিসিঞ্জার বলেন, এ অবস্থায় আমাদের জন্য একমাত্র কৌশল হলো বিশ্বের মনোযোগ– 'আমরা যা কিছু করছি তা দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য'– এই ধারণার ওপর নিবদ্ধ করা। একে একটি ছাতা হিসেবে ব্যবহার করে তার নিচে অনেক কিছুই করা যেতে পারে, যেমন– ভারতকে পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপের জন্য অজুহাত সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করা এবং এ থেকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইয়াহিয়াও মুখরক্ষার একটি পথ খুঁজে পাবেন।

কিসিঞ্জার আরো বলেন, এই পর্যায়ে চীনের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে এ রকম : আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে পাকিস্তানের অংশ বিচ্ছিন্নকরণে মার্কিন প্রচেষ্টা চীনের দৃষ্টিতে তাইওয়ান ও তিব্বতের ক্ষেত্রেও একই অর্থ বহন করবে। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা মনে করে না আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জোটবদ্ধ হচ্ছি। এ কারণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ যে,

MEMORANDUM

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

INFORMATION

31560

August 18, 1971

THE PRESIDENT HAS SEEN....

SECRET/NODIS

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

FROM: Henry A. Kissinger HK

SUBJECT: Implications of the Situation in South Asia

As Ambassador Farland and Deputy AID Administrator Williams prepare for their approach to President Yahya, this memo explores some of the implications of the situation in South Asia for our strategy. I am sending you separately another analytical memo dealing solely with the Indo-Soviet Friendship treaty.

Situation Within South Asia

You are familiar with the situation, but it seems worth stating some of the key elements that govern it.

--President Yahya is committed to preventing Bengali independence. Since this is probably futile over time, the issue is how to get through the transitional period without a blow-up.

--In East Pakistan, a serious insurgency movement is now underway in the countryside and is beginning to penetrate the major cities. This has been fed by the Indians in terms of logistics, training and some arms, but basically reflects a strong Bengali will to resist the West Pakistanis. This in turn provokes an army response which stimulates further refugee flow.

--The refugee flow to India continues. This has increased to a rate of some 50,000 per day after a drop in late July. This could be a temporary aberration; it could result from a new increase in violence; or it could reflect hunger in some pockets, although there is enough food overall in East Pakistan now.

নিক্সনের কাছে পাঠানো কিসিঞ্জারের স্মারকপত্র

আমরা এ ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের চেয়ে এক ধাপ পেছনে রয়েছি, যদিও দীর্ঘ মেয়াদে ৬০ কোটি ভারতীয় ও বাঙালির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার মাঝে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই।[২০]

এ বক্তব্যের মাধ্যমে কিসিঞ্জার বুঝিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা না করে চুপচাপ বসে থাকে তাহলে চীন মনে করবে তাইওয়ান ও তিব্বতের ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্র নীরব ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, তাইওয়ান চীনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পৃথক সরকার গঠন করলেও চীন তাইওয়ানকে নিজ ভূখণ্ড মনে করে এবং তিব্বত সেসময় বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করছিল।

বক্তব্যের পরবর্তী অংশে কিসিঞ্জার যদিও বলতে চেয়েছেন বাঙালিদের ক্ষুব্ধ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো লাভ নেই, কিন্তু এই সব অবমুক্ত করা দলিলই বলছে তিনি বিষয়টিকে এভাবে দেখেন না। নিক্সন ও কিসিঞ্জার অনেকবার বলেছেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের মাঝেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ নিহিত রয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে পারমাণবিক রণতরী পাঠানোর পরিকল্পনা

মুক্তিযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে বঙ্গোপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর পাঠানোর কথা আমরা জানি। এর পরিকল্পনা নেওয়া হয় নভেম্বরে। সুনির্দিষ্টভাবে বললে, সপ্তম নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী রণতরী *ইউএসএস এন্টারপ্রাইস* পাঠানোর পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে সময় এটাকে বলা হতো পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ। তখনই জাহাজটির ৭০টিরও বেশি বিমান বহনের ক্ষমতা ছিল। বঙ্গোপসাগরে রণতরী পাঠানোর প্রকৃত কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার কথা বলে যুদ্ধে আমেরিকার জড়িয়ে পড়া, বিশেষ করে এ সংঘাত যদি একটি পরাশক্তির যুদ্ধে রূপ নিত, সে ক্ষেত্রে।

সপ্তম নৌবহরের বৃহত্তম রণতরী ইউএসএস এন্টারপ্রাইস
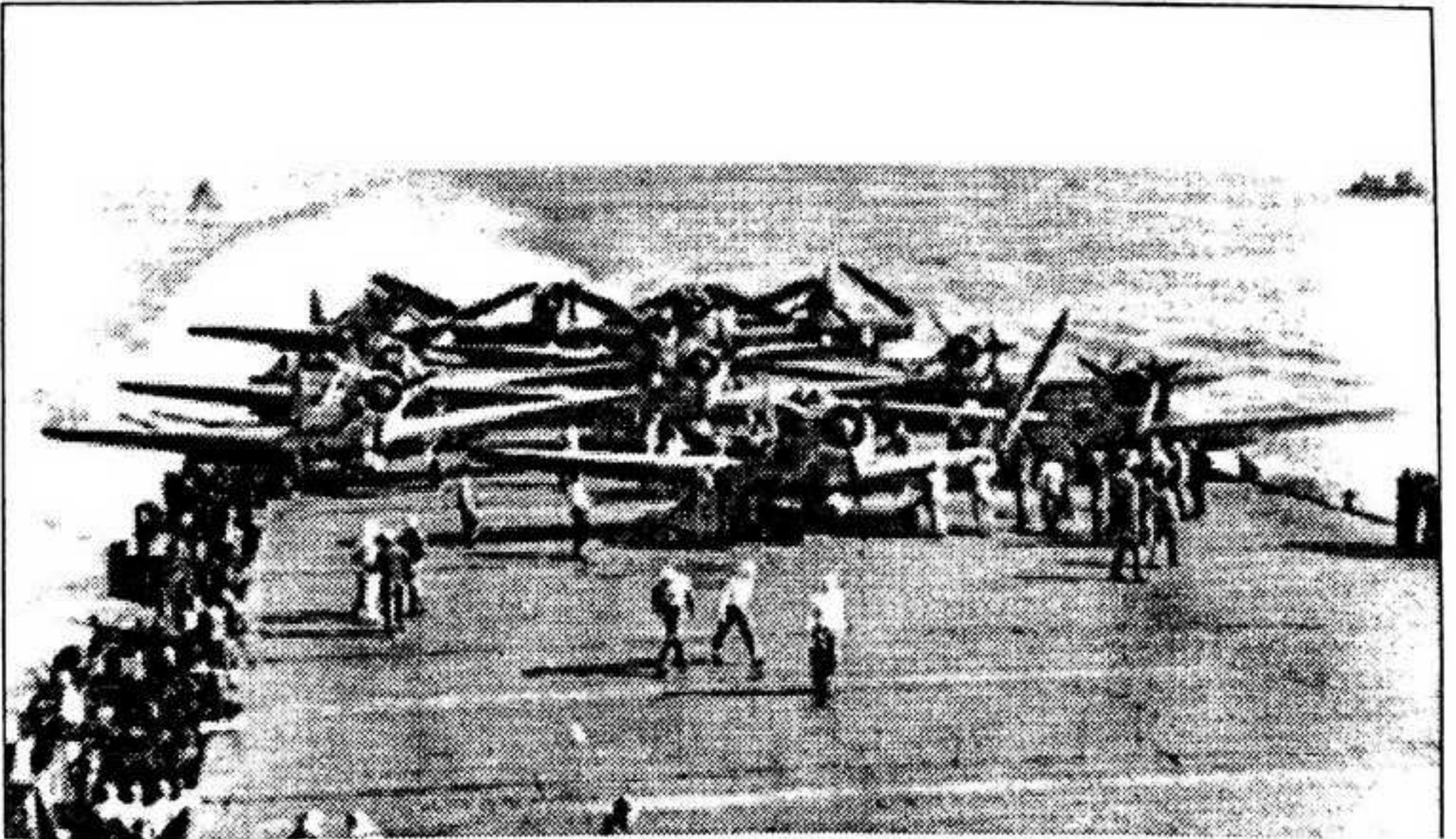
১৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা এডমিরাল ওয়েল্যান্ডার জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জেনারেল আলেকজান্ডার হেগের (পরবর্তীকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কাছে পাঠানো এক স্মারকপত্রে জানান, ১২ নভেম্বর ওয়াশিংটনে পাক-ভারত পরিস্থিতির ওপর একটি বৈঠকের আগে হেনরি কিসিঞ্জারকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে, জেনারেল রায়ান দক্ষিণ এশিয়া সংকটে কোনো 'তৃতীয় দেশ'কে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখতে যুদ্ধবিমানবাহী একটি রণতরী প্রস্তুত রাখার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের (যুক্তরাষ্ট্রের) কমান্ডার ইন চিফের (সিনকপ্যাক) কাছ থেকে একটি প্রস্তাব আনতে পারেন।

স্মারকপত্রে বলা হয়, বিষয়টি ওয়াশিংটনে বৈঠক চলাকালে আলোচিত হয়নি। জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ শনিবার সকালে বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন এবং সিনকপ্যাককে পরামর্শ দিয়েছেন যে, তার প্রস্তাবটি কেবল পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং যদি পরিস্থিতির অবনতি হয় তাহলে ৪৮ ঘণ্টার প্রস্তুতিতে একটি বিমানবাহী রণতরী পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[২১]

তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পাকিস্তানে যুদ্ধবিমান ও অস্ত্র প্রেরণের তৎপরতা

মার্কিন প্রশাসন সিনেটে অনুমোদন না পেয়ে পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র সরবরাহের জন্য ভিন্ন পথ খুঁজছিল। এরই অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জ্ঞাতসারে 'তৃতীয় পক্ষে'র মাধ্যমে পাকিস্তানে অস্ত্র ও জঙ্গিবিমান প্রেরণের একটি সক্রিয় তৎপরতা চলছিল। এ জন্য 'তৃতীয় পক্ষ' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন দুই মিত্ররাষ্ট্র শাহ শাসিত ইরান এবং জর্ডানকে। নির্দেশ ছিল, এ দুটি দেশ পাকিস্তানকে বিমান দেবে এবং এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাছে বিমান সরবরাহ করবে। এ তৎপরতার প্রমাণ রয়েছে ৪ ডিসেম্বর ও ১২ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও কিসিঞ্জারের মধ্যে তিনটি টেলিফোন সংলাপে। জেনারেল হেগ ১৯৭২ সালের ১৯ জানুয়ারি কিসিঞ্জারের কাছে এই তিনটি টেলিফোন সংলাপের লিখিত বিবরণ পাঠান। বিবরণীর ওপরে (প্রচ্ছদে) তিনি লিখেছেন : হেনরি, এখানে তিনটি টেলিফোন সংলাপের প্রতিটিই নিশ্চিত করে যে, ইরান ও জর্ডানের কাছে বিমান সরবরাহের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে অনুমোদনের বিষয়টি প্রেসিডেন্ট জানেন। নিক্সন ও কিসিঞ্জার তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের বিষয় নিয়ে টেলিফোনে যে আলোচনা করেছেন তার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১; সকাল ১০:৫০

CONFIDENTIAL   January 19, 1972

Henry:

Here are three telecons all of which confirm the President's knowledge of, approval for and, if you will, directive to provide aircraft to Iran and Jordan.

Al Haig

Attachments

বিবরণীর প্রচ্ছদে জেনারেল হেগের নোট

কিসিঞ্জার : ইয়াহিয়ার কাছ থেকে আমাদের কাছে একটি জরুরি আবেদন এসেছে। এতে বলা হয়েছে, তার সামরিক সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে– খুবই খারাপ অবস্থা। তিনি জানতে চেয়েছেন, আমরা ইরানের মাধ্যমে সাহায্য করতে পারি কি না।

নিক্সন : আমরা কি সাহায্য করতে পারি?

কিসিঞ্জার : আমি মনে করি, আমরা যদি ইরানিদের বলি যে আমরা তাদের কাছে সরবরাহ করব, তাহলে আমরা পারি।

নিক্সন : যদি এটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে আমরা যেন তা অস্বীকার করতে পারি। এক ধাপ দূরে থেকে কাজটি করবেন।

কিছু সময় ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলার পর তারা আবার উপমহাদেশ প্রসঙ্গে ফিরে আসেন।

কিসিঞ্জার : ভারতকে আমাদের কোনো আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত হবে না।

নিক্সন : স্কালিকে বলুন, আমি চাই, ভারতের নিন্দা করা হোক।

কিসিঞ্জার : আমি স্কালিকে বলব।

নিক্সন : কিছু জনসংযোগ করুন– ভারতের ওপর দোষারোপ করুন। এতে আমাদের ওপর থেকে দোষের বোঝা কিছুটা কমবে। ...পাকিস্তানের পুনর্গঠনে আমাদের সাহায্য করতে হবে। ধূম্রজাল কেটে গেলে এক মাসের মধ্যে

পাকিস্তানের জন্য বড় ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করতে হবে।...বিশ্বের প্রতিটি স্থানে শান্তি বজায় রাখার দায়দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র নিতে পারে না। আমরা আমাদের প্রভাব খাটাব, তবে সব সময়ই সফল হতে না-ও পারি। আমেরিকার জনগণ এটাকে স্বাগত জানাবে।

কিসিঞ্জার : আমাদের দোষী করা হবে না। ওয়ালটার্স (বারবারা) অন্য একদিন ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন এবং আমি তাকে কিছু তথ্য দেই। তিনি বলেন, ঈশ্বরের দিব্যি, আমরা কেন এসব প্রচার করছি না। আমি কোনো আমলাকে এ কাজ করতে দিতে পারি না। আমাদেরকেই তথ্য প্রচার করতে হবে, মি. প্রেসিডেন্ট।

নিক্সন : ইতিমধ্যে আমরা আশ্বস্ত করব, সব কিছু অব্যাহত থাকবে...

কিসিঞ্জার : যদি যুদ্ধ অব্যাহত থাকে তাহলে ইরানের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হবে।

নিক্সন : ভালো, অন্তত পাকিস্তান পঙ্গু হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

কিসিঞ্জার : স্কালি ও বুশের জনসংযোগের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যাহার (অস্ত্র সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা) ও যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করব (জাতিসংঘে)।

১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১; রাত ১২:১৫

কিসিঞ্জার : নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব যাতে গৃহীত হতে না পারে সেজন্য ভারতীয় ও সোভিয়েতরা বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি কালবিলম্ব করছে। প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে সোভিয়েতরা তাতে ভেটো দেবে। জাতিসংঘ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে।...এতে প্রমাণিত হবে দেশগুলো বর্বোরোচিত কাজ করেও পার পেয়ে যায়।

নিক্সন : আমরা যতটা সম্ভব সব কিছুই করার চেষ্টা করব।[২২]

পাকিস্তানে যুদ্ধবিমান পাঠানোর জন্য জর্ডানের বাদশাহ্‌র অনুরোধ

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ 'জর্ডান থেকে পাকিস্তানে এফ-১০৪ বিমান স্থানান্তর' শিরোনামে ৭ ডিসেম্বর হেনরি কিসিঞ্জারকে একটি গোপন স্মারকপত্র দেয়। এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল জর্ডানে মার্কিন দূতাবাস থেকে পাঠানো একটি টেলিগ্রাম, কিসিঞ্জারকে দেওয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের স্মারকপত্র এবং জর্ডানে মার্কিন দূতাবাসে পাঠানো পররাষ্ট্র দপ্তরের টেলিগ্রাম। স্মারকপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কিসিঞ্জার এ বিষয়ে গোপনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করে এর শিরোনাম প্রসঙ্গে নিজ হাতে লিখেছেন, 'এই শিরোনাম বাদ দেওয়া উচিত।' এ স্মারকপত্রে বর্ণিত তথ্যে শুধু মার্কিন নীতি নয়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে জর্ডান তথা মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের নীতিরও প্রতিফলন ঘটেছে।

MEMORANDUM

NATIONAL SECURITY COUNCIL

ACTION 35495

SECRET

December 7, 1971

MEMORANDUM FOR: DR. KISSINGER

FROM: HAROLD H. SAUNDERS

SUBJECT: Jordanian Transfer of F-104s to Pakistan

At Tab C is King Hussein's urgent request for a US position on transferring some F-104s to Pakistan. You are also familiar with Yahya's urgent plea that, if we cannot help Pakistan ourselves, we not prevent others from doing so.

At Tab B is the State Department memo stating that the President could not under the law give his consent to the transfer of Jordanian F-104s to Pakistan unless he were also willing to establish, as a matter of policy, the USG's willingness to supply the F-104s directly.

RECOMMENDATION: If you see no likelihood of our re-opening the pipeline, the attached could be cleared. If you do, then this should be discussed by WSAG.

Clear ______

Hold for WSAG ______

LDX MESSAGE DOCUMENT NO. 026   1. ACTION AGENCY

Transmitted by: Received by:
Date & Time: Date & Time: WHITE HOUSE SITUATION ROOM

2. ORIGINATING OFFICE S/S-O 1971 DEC 5 PM 8 45

3. DESCRIPTION Tel. to Amman   '71 DEC 5 PM 8:51

4. CLASSIFICATION & CONTROLS Secret / Exdis

5. NO. OF PAGES 2   6. PRECEDENCE Imm.   7. VALIDATED FOR BY: DDO-RO

8. DELIVER TO: (give phone numbers if known)

Dr. Kissinger   9. FOR:

Clearance ✓

Information ______

Per Request ______

কিসিঞ্জারের কাছে পাঠানো স্মারকপত্র

স্মারকপত্র থেকে জানা যায়, আম্মানে মার্কিন দূতাবাস থেকে পাঠানো টেলিগ্রামে জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের একটি বার্তা পাঠানো হয়েছে। তিনি পাকিস্তানে কয়েকটি এফ-১০৪ বিমান স্থানান্তরের ব্যাপারে মার্কিন অনুমোদন চেয়ে জরুরি আবেদন করেছেন। তিনি মার্কিন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীদের বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে বলেছেন। বাদশাহ হোসেনের বার্তাটি নিম্নরূপ :

'এটা দৃশ্যমান যে, পাকিস্তানের আবেদনটি তাদের বিমান প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত বিমানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যার ঘাটতি থাকার (এবং যে ক্রমাগত চাপের মধ্যে তারা রয়েছে) অর্থ হবে অনুপ্রবেশকারীদের বাধা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত বিমান তাদের নেই, যা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা আপনাদের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছি যাতে আমরা তাদের কাছে কিছুসংখ্যক ১০৪ বিমান পাঠাতে পারি, যদিও এখানে বর্তমানে পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক এবং এ সময়ে এগুলো আমাদের ভীষণভাবে প্রয়োজন। আমরা আমাদের পাইলটদের সাহায্যে এসব বিমান পর্যায়ক্রমে পাঠাতে পারি; স্পষ্টতই তারা যে ঘাঁটিতে এসব নিয়ে যাবে তা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে তাদেরকে এর নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। যে কোনো ঘটনায় এখনো আপনাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি এবং সোভিয়েত/ভারতীয় আচরণের মোকাবিলায় আমরা আপনাদের ওপর নির্ভর করছি এবং তাদের মনোবাঞ্ছা কিছু পরিমাণে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাদের অন্যান্য ভাই, বন্ধু এবং আপনাদের সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়েছি।'

৭ ডিসেম্বর কিসিঞ্জারকে দেওয়া পররাষ্ট্র দপ্তরের স্মারকপত্রে বলা হয়, ৬ ডিসেম্বর সকালে ওয়াশিংটনে এক বৈঠকে পাকিস্তানে এফ-১০৪ বিমান স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মার্কিন সরকারের অনুমোদনের জন্য জর্ডানের আবেদনে সাড়া দেওয়ার আইনগত ও নীতিগত সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো এফ-১০৪ বিমান বর্তমানে জর্ডানের অধিকারে থাকায় সেগুলো পাকিস্তানসহ যেকোনো তৃতীয় দেশে স্থানান্তরের জন্য মার্কিন সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। পাকিস্তানের কাছে সব ধরনের অস্ত্র সরবরাহ স্থগিতকরণের বর্তমান মার্কিন নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ ধরনের স্থানান্তরে অনুমোদন দিতে পারে না।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে মারণাস্ত্র সরবরাহ করতে অথবা রপ্তানির লাইসেন্স দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৬৫ সালের পর এই নীতির একমাত্র ব্যতিক্রম হলো ১৯৭০ সালের অক্টোবরে ঘোষিত তথাকথিত 'একবারের ব্যতিক্রম' নীতি। এই নীতির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ৩০০টি সৈন্যবাহী সাঁজোয়াযান ও ২০টির মতো বিমান সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রস্তাবকৃত বিমানগুলো ছিল এফ-১০৪। কিন্তু পাকিস্তানিরা এফ-৫ বিমানের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র তার একবারের ব্যতিক্রম নীতির অধীনে এফ-৫

বিমানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে ও সরবরাহের ইঙ্গিত দেয় এবং পাকিস্তান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের বিমান সরবরাহের প্রস্তাব কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেনি, তবে ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে সৈন্যবাহী সাঁজোয়াযান সরবরাহের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মার্চের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মার্কিন সরকার একবারের ব্যতিক্রম নীতির অধীনে পরবর্তী কোনো সরবরাহ স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। কাজেই এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানকে জর্ডান থেকে এফ-১০৪ বিমান স্থানান্তরের অনুমোদন দিতে পারেন না।

তা ছাড়া পাকিস্তানে এসব বিমান স্থানান্তর করা হলে জর্ডানে জঙ্গিবিমানের মজুতে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দেবে। যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানকে পাকিস্তানে বিমান স্থানান্তরের অনুমোদন দিলে জর্ডানিরাও প্রত্যাশা করতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে এসব বিমান দেবে। সেখানে কোনো ভালো বিমান নেই। এমনকি অর্থের অভাবে জর্ডানের সামরিক বাহিনীতে প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম ও ট্যাঙ্কের সরবরাহ স্থগিত রাখা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আম্মানে মার্কিন দূতাবাসে পাঠানো পররাষ্ট্র দপ্তরের টেলিগ্রামে জর্ডানকে পাকিস্তানে বিমান স্থানান্তরের বিষয়টি অনুমোদনে যুক্তরাষ্ট্রের অক্ষমতা জানিয়ে দেওয়া হয়। টেলিগ্রামে রাষ্ট্রদূত ব্রাউনকে বলা হয়, 'আপনি তো জানেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি ভারত বা পাকিস্তান কারো কাছে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি আপনি বাদশাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করাবেন এবং জানাবেন, মার্কিন আইন জর্ডানসহ যেকোনো তৃতীয় দেশকে ভারত বা পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত সামরিক সরঞ্জাম স্থানান্তরের অনুমোদনে বাধা সৃষ্টি করেছে। তবে এরপর আপনি বলবেন, আপনার ধারণা বাদশাহ ইতিমধ্যে নিজেই বুঝতে পেরেছেন যে, পাকিস্তানকে এফ-১০৪ দেওয়া হলে তার নিজের সামরিক সামর্থ্যই মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। কাজেই তার দিক থেকেও কাজটি ভালো হবে না।'[২৩]

সংবাদ সম্মেলনে কিসিঞ্জারের সত্য এড়িয়ে যাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারমাধ্যমগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির ক্রমবর্ধমান সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হেনরি কিসিঞ্জার ৭ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন অবস্থানের 'পটভূমি' ব্যাখ্যা করে এক বিশাল বিবৃতি পাঠ করেন। তবে শুরুতেই সাংবাদিকদের বলে নেওয়া হয় যে, তারা কেবল সূত্র হিসেবে তা ব্যবহার করতে পারবেন, সরাসরি উদ্ধৃতি হিসেবে নয়।

কিসিঞ্জার নানা বিষয়ে কথা বললেও প্রকৃত সত্য এড়িয়ে গিয়ে মার্কিন ভূমিকার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। যেমন, ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক

হেনরি কিসিঞ্জার

শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র কখনো বিশেষ পদক্ষেপ সমর্থন করেনি, যা পরিস্থিতিকে এই দুঃখজনক ঘটনাপ্রবাহের দিকে এগিয়ে নিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র সব সময় স্বীকার করেছে যে, এই পদক্ষেপ ভারতের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।'

কিন্তু আমরা জানি প্রকৃত সত্য হলো যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি, বরং এ কাজে পাকিস্তানকে সবুজ সংকেত দিয়েছে। কিসিঞ্জার বারবার শরণার্থী সমস্যার কথা বললেও এ সমস্যার সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র নেয়নি।

পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া প্রসঙ্গে কিসিঞ্জার বলেছেন, 'পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে গত বছর মার্চের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার অব্যবহিত পর যুক্তরাষ্ট্র নতুন লাইসেন্স প্রদান স্থগিত রেখেছে। মার্কিন অস্ত্র ভাণ্ডারগুলো থেকে অথবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে সব অস্ত্র সরবরাহের চালান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরনো লাইসেন্সের ভিত্তিতে অস্ত্র ও খুচরা যন্ত্রাংশের চালান অব্যাহত রাখা হয়েছে। এগুলো কোনো মারণাস্ত্র নয়।'

কিন্তু সত্য হলো এরপরও যুক্তরাষ্ট্র অবৈধ পন্থায় অস্ত্র সরবরাহের জন্য গোপন তৎপরতায় লিপ্ত ছিল।

কিসিঞ্জার বলেছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় তিনি কলকাতায় 'বাংলাদেশের জনগণের' সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত চেয়েছে মুজিবের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হোক কিন্তু মুজিব তখন জেলে। 'আমরা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছি যারা কারারুদ্ধ নয়।'[২৪]

কিন্তু ইতিপূর্বে অবমুক্ত করা মার্কিন দলিল থেকে আমরা জানি তিনি বাংলাদেশের জনগণের কোনো প্রতিনিধি বা মুজিবনগর সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেননি, বরং খন্দকার মোশতাক আহমেদের মতো ভিন্নমতাবলম্বীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছেন, যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো মিল ছিল না।

সংবাদ সম্মেলনে কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির মূল কারণ এড়িয়ে গেছেন, যা হলো চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকা, ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অপছন্দ করা।

'সত্যের সঙ্গে কিসিঞ্জারের গল্পের মিল নেই'

হেনরি কিসিঞ্জার মার্কিন অবস্থানের 'পটভূমি' ব্যাখ্যা করে ৭ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে সংবাদ সম্মেলনে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাতে তিনি কেবল অনেক বিষয়ে প্রকৃত তথ্য এড়িয়েই যাননি, বেশ কিছু বিষয়ে অসত্য তথ্যও দিয়েছেন। তার বিবৃতির অনেক কিছুই সমর্থনযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেননিথ কিটিং ৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে এক টেলিগ্রাম বার্তা পাঠান।

কিটিং লিখেছেন, আমি আজ সকালে ওয়্যারলেস ফাইলে আইপিএসের হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা সুলিভান লিখিত প্রতিবেদনটি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম, যেখানে 'হোয়াইট হাউস কর্মকর্তা' বর্তমান সংঘাত এবং মার্কিন ভূমিকার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার মাধ্যমে একে (প্রকৃত বিষয়) এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও আমি জনসমক্ষে আমাদের অবস্থানের ব্যাপারে যুক্তি তুলে ধরার কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করি, তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, গত আট মাসের ঘটনাবলি সম্পর্কে আমি যা জানি তার সঙ্গে এই বিশেষ গল্পটির (কিসিঞ্জারের বিবৃতি) বিভিন্ন অংশের মিল নেই।

পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন সরকারের ১৫ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ত্রাণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয় 'ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট অনুরোধে'– কিসিঞ্জারের বিবৃতির এ তথ্য সম্পর্কে কিটিং লিখেছেন, আমার স্মরণে আছে এবং ২৫ মে দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিংয়ের সঙ্গে আমার কথোপকথনের সূত্র ধরে আমি পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানাচ্ছি যে, ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের আগে ত্রাণ কর্মসূচি শুরু করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক। কারণ এ ধরনের উদ্যোগ ইয়াহিয়ার জন্য 'মুক্তি' নিয়ে আসতে পারে।

কিসিঞ্জারের বিবৃতিতে সব শরণার্থীর উদ্দেশে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রস্তাব

Department of State TELEGRAM

SECRET 803

BEHR
CHAPIN
HOLDRIDGE
COPY
SUMMARY
NACHMANOFF
16574
RONDON
SMYSER
FILE COPY

PAGE 01 NEW DE 18950 081924Z

44
ACTION SS-25

INFO OCT-01 /026 W

R 081634Z DEC 71
FM AMEMBASSY NEW DELHI
TO SECSTATE WASHDC 4592

S E C R E T NEW DELHI 18950

EXDIS

SUBJ: U.S. PUBLIC POSITION ON ROAD TO WAR

1. I WAS VERY INTERESTED TO READ BYLINER BY IPS WHITE HOUSE CORRESPONDENT SULLIVAN IN THIS MORNING'S WIRELESS FILE (NESA-421 REPORTING QTE WHITE HOUSE OFFICIALS UNQTE EXPLANATION OF DEVELOPMENT OF PRESENT CONFLICT AND U.S. ROLE IN SEEKING AVERT IT. WHILE I APPRECIATE THE TACTICAL NECESSITY OF JUSTIFYING OUR POSITION PUBLICLY, I FEEL CONSTRAINED TO STATE ELEMENTS OF THIS
PARTICULAR STORY DO NOT COINCIDE WITH MY KNOWLEDGE OF THE EVENTS OF THE PAST EIGHT MONTHS.

2. SPECIFICALLY, SULLIVAN STATES THAT USG $155 MILLION RELIEF PROGRAM IN EAST PAKISTAN WAS INITIATED QTE AT THE SPECIFIC REQUEST OF THE INDIAN GOVERNMENT UNQTE. MY RECOLLECTION, AND I REFER DEPT. TO MY CONVERSATION WITH FOREIGN MINISTER SWARAN SINGH, NEW DELHI 8053 OF MAY 25, IS THAT GOI WAS RELUCTANT TO SEE RELIEF PROGRAM STARTED IN EAST PAK PRIOR TO A POLITICAL SETTLEMENT ON GROUNDS SUCH AN EFFORT MIGHT SERVE TO QTE BAIL OUT YAHYA UNQTE.

3. IN NOTING OFFER OF AMNESTY FOR ALL REFUGEES, STORY FAILS TO MENTION QUALIFICATION IN YAHYA'S SEPT. 5 PROCLAMATION THAT AMNESTY APPLIED TO THOSE "NOT ALREADY CHARGED WITH SPECIFIC CRIMINAL ACTS", WHICH I TAKE TO BE MORE THAN A MINOR BUREAUCRATIC NR PMEAT*IN EAST PAK CIRCUMSTANCES.

4. STORY INDICATES THAT BOTH THE SECRETARY AND DR. KISSINGER INFORMED AMBASSADOR JHA THAT WASHINGTON FAVORED AUTONOMY FOR

SECRET
NOT TO BE REPRODUCED WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTIVE SECRETARY

কিটিংয়ের টেলিগ্রাম

সম্পর্কে কিটিং লিখেছেন, ইয়াহিয়ার ৫ সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় বলা হয়েছে, সাধারণ ক্ষমা শুধু তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাদের বিরুদ্ধে 'ইতিমধ্যে সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি আইনে কোনো অভিযোগ নেই।'

কিটিং আরো লিখেছেন, গল্প থেকে (কিসিঞ্জারের বিবৃতি) এমন একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কিসিঞ্জার উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা-কে জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী। আমি বারবার বিবৃতি দিয়েছি এবং জানি যে, আমাদের কাছে কোনো সমাধানের (পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা) ফরমুলা নেই। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট বিবৃতি সম্পর্কে আমি অবহিত নই।

কিটিং লিখেছেন, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে মুজিবের সঙ্গে তার অ্যাটর্নির মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষমতা দিয়েছে– এ বিবৃতিও (কিসিঞ্জারের) অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। ব্রোহির (এ কে ব্রোহি বঙ্গবন্ধুর কৌসুলি ছিলেন) মাধ্যমে 'মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য' ইয়াহিয়া সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাপ্রদান করেছেন, এমন কোনো তথ্য আমার জানা নেই।

কিটিং লিখেছেন, জাতিসংঘের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ সরবরাহে পাকিস্তান সরকার রাজি হয়েছে বলে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা এই সত্যকে আড়াল করে যে, সঠিকভাবে ত্রাণ সরবরাহের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে কখনো পর্যাপ্তসংখ্যক জাতিসংঘ কর্মী ছিল না কিংবা তেমন কোনো অভিপ্রায়ও তাদের নেই।[২৫]

পাক-ভারত সংকটে সম্ভাব্য মার্কিন পদক্ষেপগুলো

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ভারত-পাকিস্তান সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ ডিসেম্বর সম্ভাব্য মার্কিন পদক্ষেপগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন করে। এ তালিকায় বঙ্গোপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতি, ইরান ও জর্ডান থেকে পাকিস্তানে বিমান ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আবার অস্ত্র সরবরাহ শুরু করার ইঙ্গিত, চীনা পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, একটি পূর্ণাঙ্গ পাক-ভারত যুদ্ধ বেধে গেলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনের জন্য এ সংকটে সরাসরি জড়িয়ে পড়তে বদ্ধপরিকর ছিল। সম্ভাব্য মার্কিন পদক্ষেপগুলো ছিল :

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেননিথ কিটিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে কঠোর প্রতিবাদ জানানো এবং অবিলম্বে রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠানো।

ভারত মহাসাগরে অবিলম্বে মার্কিন নৌবহর প্রেরণ– যার উদ্দেশ্য মুক্ত সাগরে মার্কিন জাহাজ চলাচলে ভারতীয় হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া জানানো এবং
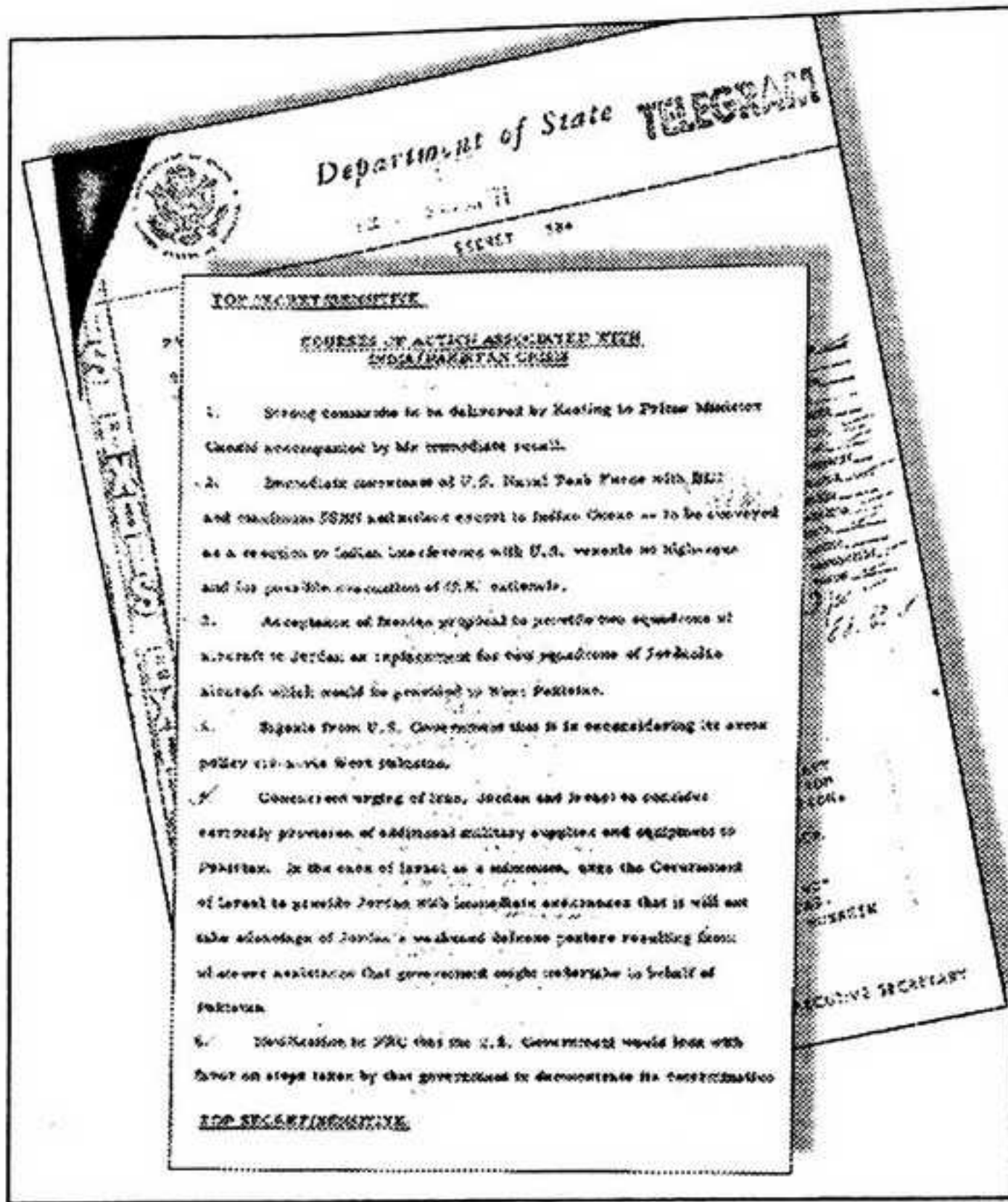
সম্ভাব্য মার্কিন পদক্ষেপের তালিকা

মার্কিন নাগরিকদের সম্ভাব্য স্থানান্তর।

জর্ডানের দুই স্কোয়াড্রন জঙ্গিবিমান পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়ার বিনিময়ে জর্ডানকে দুই স্কোয়াড্রন জঙ্গিবিমান দেওয়ার ইরানি প্রস্তাবে সম্মত হওয়া।

পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারে অস্ত্র নীতি পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইঙ্গিত।

পাকিস্তানে বাড়তি সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে কঠোর শর্তগুলো বিবেচনা করার জন্য ইরান, জর্ডান ও ইসরায়েলের আহ্বানে রাজি হওয়া। যদি ইসরায়েলের কাছে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকে সে ক্ষেত্রে জর্ডানকে অবিলম্বে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ইসরায়েল সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো যে, জর্ডান সরকার পাকিস্তানকে সাহায্য করার ফলে সৃষ্ট জর্ডানের দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে ইসরায়েল অগ্রসর হবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে জানানো যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার্থে চীন সরকার প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সেই পদক্ষেপকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি চীনে হামলা চালায় তাহলে

যুক্তরাষ্ট্র নীরব থাকবে না– এই মর্মে চীনকে নিশ্চয়তা দেওয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে কঠোর প্রতিবাদ জানানো, যা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, ভারত পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা চালালে, যা পূর্ব পাকিস্তানে হামলার সঙ্গে সমান্তরাল সম্পর্কযুক্ত, যুক্তরাষ্ট্র সরকার অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

বেনামী সূত্রগুলোর মাধ্যমে অবিলম্বে এই মর্মে গোপন বার্তা প্রেরণ করা যে, পশ্চিম পাকিস্তানে ভারত বড় ধরনের হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

যৌথ পদক্ষেপের ব্যাপারে গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তাভাবনা করার জন্য সিয়াটো/সেন্টো জোটের জরুরি বৈঠক আহ্বান, যাতে তারা পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে।

মার্কিন বাহিনীর সক্রিয়তা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতি জোরদার করা।

ইরান, তুরস্ক ও থাইল্যান্ডে মার্কিন বিমান ঘাঁটিগুলোর শক্তি বাড়ানো।

সম্ভাব্য মার্কিন হস্তক্ষেপের সংকেত দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক মহাসাগরীয় নৌবহরের কমান্ডার-ইন-চিফের রূপরেখা অনুযায়ী অবিলম্বে সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া।[২৬]

চীনের শক্তি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়ন

পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার্থে চীন সরকার প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে মার্কিন সরকার সেই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবে– এ ইঙ্গিত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বসে থাকেনি। পাকিস্তানকে সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাহায্য করার কতটা সামর্থ্য চীনের আছে সেটাও পরীক্ষা করে দেখেছে প্রতিরক্ষাবিষয়ক গোয়েন্দাদের মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ৯ ডিসেম্বর 'পাকিস্তানকে সাহায্যার্থে কমিউনিস্ট চীনের সামর্থ্য' শীর্ষক এক গোয়েন্দা রিপোর্টে এ মূল্যায়ন করে। এতে পাকিস্তানে চীনা সহায়তার সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা হয়।

গোয়েন্দা রিপোর্টে অস্ত্র ও সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা সম্পর্কে বলা হয়, নভেম্বরের প্রথমদিকে চীন পাকিস্তানকে দূরপাল্লার কামান, মিগ-২১ জঙ্গিবিমান, নৌযুদ্ধে ব্যবহার্য সরঞ্জাম, ছোট অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রদানে সম্মত হয় বলে জানা যায়। সরবরাহ শুরু হওয়ার কথা ছিল ডিসেম্বরের প্রথমদিকে। কিন্তু সরবরাহ করা হয়েছে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। দূরত্ব ও খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সময়মতো ব্যাপক আকারে সামরিক সাহায্য দেওয়ার যথেষ্ট সামর্থ্য চীনের
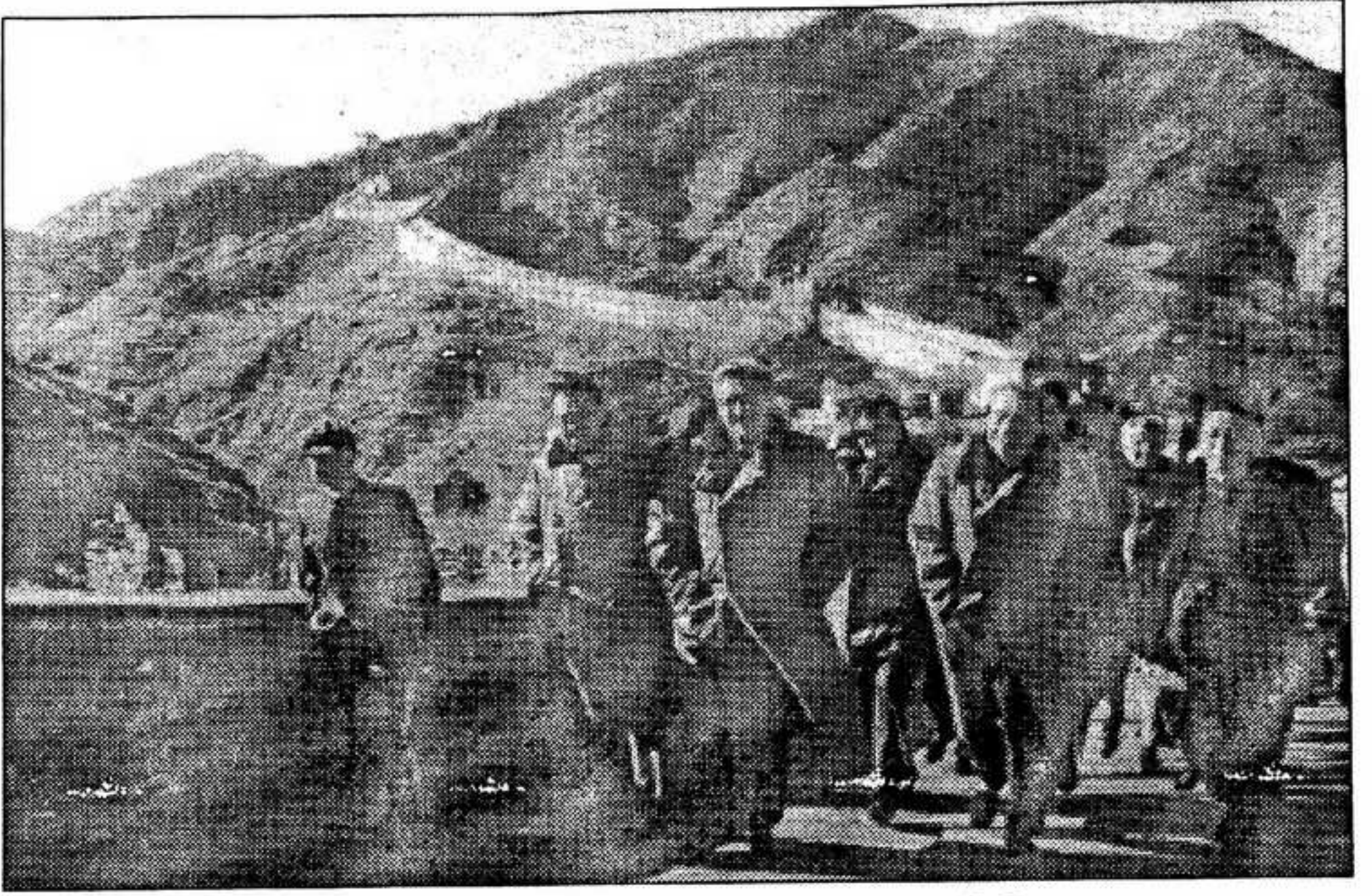
১৯৭১ সালের ২৬ অক্টোবর চীনে গোপন সফরে কিসিঞ্জার

নেই। সমুদ্রপথে সরবরাহ একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ক্যান্টন থেকে করাচির দূরত্ব ৪,৪০০ মাইল এবং দক্ষিণ চীনের বন্দর ব্যবহার করা হলে করাচিতে পৌঁছতে প্রায় ১২ দিন লেগে যাবে।

স্থলপথে উত্তর কাশ্মীর (পাকিস্তান) সীমান্ত দিয়ে পরিবহনের সুযোগও সীমিত। যদি উরুমচি রেলপথ দিয়ে সরবরাহ করা হয় তাহলে প্রতিদিন ৩৫০ শর্ট-টনের মতো (২০০০ পাউন্ডের সমপরিমাণ) সরবরাহ করা সম্ভব। তবে সীমান্ত থেকে উরুমচির দূরত্ব ১০০০ মাইলেরও বেশি। আর এই দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে একটিমাত্র সড়ক দিয়ে, যা খুব উন্নত নয়। কোনো অঘটন ঘটলে অতিরিক্ত সরবরাহ জমা হবে সিনকিয়াংয়ের কাশগড়ে। এ অবস্থায় চীন প্রতিদিন ৮০০ থেকে ১০০০ টন সরঞ্জাম ট্রাকে করে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বছরের এ সময়টিতে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তান যাওয়ার সময় বড় ধরনের সরবরাহ-সমস্যা দেখা দেয়। একমাত্র ব্যবহার উপযোগী সড়কপথ খুনজেরাব-পাস প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে ঢেকে গিয়ে ট্রাক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

পশ্চিম চীনের দুটি মাত্র বিমান ঘাঁটি (হোতিয়েন ও ওয়েনসু) পশ্চিম পাকিস্তানে বিমানের সাহায্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে পণ্য সরবরাহের জন্য উপযোগী। এ অঞ্চলের অন্যান্য বিমান ঘাঁটি অবস্থান ও রানওয়ের আকৃতিগত কারণে সেগুলো চীনা পরিবহন বিমানের ব্যবহার উপযোগী নয়। স্বল্প দূরত্বে সরবরাহের জন্য চীনের মাঝারি আকারের পরিবহন বিমান রয়েছে ৪০টিরও কম। যদি সর্বশক্তি নিয়োগ

করে চেষ্টা চালানো হয় তাহলে প্রতিদিন প্রায় ২,৩০০ টন সরঞ্জাম বিমানের সাহায্যে পরিবহন করা যেতে পারে। চীনের কাছে ট্যাঙ্ক বা সাঁজোয়াযান পরিবহনের মতো কোনো বিমান নেই।

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়, পিকিং আপাতত রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও প্রচারণামূলক তৎপরতার মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে। এ ছাড়া চীন বিমান ও সমুদ্রপথে সরবরাহ কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে পারে। বিমানের পণ্য ধারণক্ষমতা এবং অপর্যাপ্ত বিমান ঘাঁটির কারণে বিমানের সাহায্যে সরবরাহের সুযোগ সীমিত। সমুদ্রপথে সরবরাহের সুযোগও জাহাজের স্বল্পতা, সময় সাপেক্ষতা এবং ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক প্রতিবন্ধকতার ঝুঁকির কারণে সীমাবদ্ধ। তবে চীন উচ্চ পার্বত্য এলাকায় বারবার হামলা চালিয়ে পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় সেনাকে প্রতিরোধ করতে পারে। যাই ঘটুক না কেন, তাতে যেন 'সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে প্ররোচিত' না হয় সে জন্য ভারতের বিরুদ্ধে চীনের হামলাগুলো হবে যতটা সম্ভব ছোট আকারের।[২৭]

জর্জ বুশের বিবরণী

জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ (সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের পিতা) পাক-ভারত সংকট নিয়ে আলোচনার জন্য ১০ ডিসেম্বর হেনরি কিসিঞ্জার, আলেকজান্ডার হেগ এবং জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া ও তার দুই সহকারীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। জর্জ বুশ এ বৈঠকের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, মার্কিন নীতি তখনো পাকিস্তান
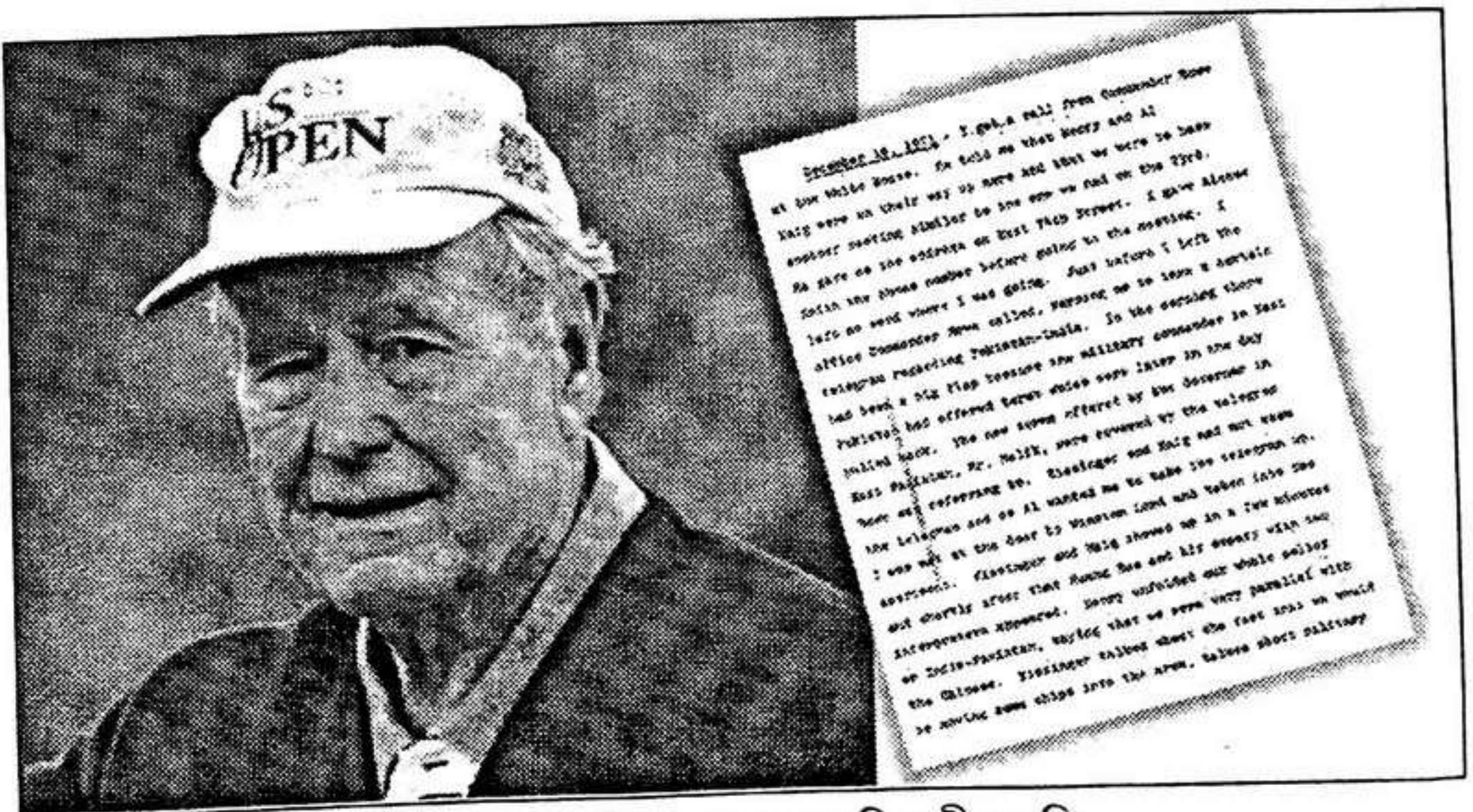
জর্জ বুশ সিনিয়র এবং তার বিবরণীর কপি

সরকারের পক্ষে এবং চীনা নীতির সমান্তরালে পরিচালিত হচ্ছিল। পাকিস্তানকে চীনের সামরিক সহায়তা দেওয়ার প্রশ্নে কিসিঞ্জারের নীরব সমর্থন দেওয়ার বিষয়টিও বুশের বিবরণীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিবরণীর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

বুশ লিখেছেন, হেনরি (কিসিঞ্জার) ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে আমাদের পুরো নীতি প্রকাশ করে বলেন, আমরা চীনের সঙ্গে খুবই সমান্তরাল সম্পর্কযুক্ত। কিসিঞ্জার এ ব্যাপারেও কথা বলেন যে, আমরা ওই এলাকায় কিছু জাহাজ নিয়ে যাব। জর্ডান, তুরস্ক ও ইরান থেকে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানো হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঠেকাতে সেখানে সাহায্য পাঠানোর বিষয়েও কথা বলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে পাঠানো সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের একটি চিঠি নিয়ে আলোচনা করেন। এ চিঠিতে ব্রেজনেভ পূর্ব পাকিস্তানে একটি যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিসিঞ্জারের এ তথ্যের জবাবে হুয়াং বলেন, এটা ভালো নয়। এটা একটি রুশ বৈশিষ্ট্য। কিসিঞ্জার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল তা নির্ধারণের বিষয় এটা নয়, দু-এক দিনের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পতন হতে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানকে স্থিতিশীল ও অখণ্ড রাখার একটি উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, ভারত এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তারা পূর্ব পাকিস্তানকে পুরোপুরি শেষ করার পর কাশ্মীরের একটি নির্দিষ্ট অংশের দিকে অগ্রসর হতে চায়।

হুয়াং হুয়া বলেন, প্রয়োজনে তাদেরকে একটি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি 'চারদিক থেকে ঘিরে ধরার তত্ত্বের' ওপর এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তবে চীন পাকিস্তানকে সামরিকভাবে সাহায্য করতে যাচ্ছে কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনো ইঙ্গিত দেননি, যদিও কিসিঞ্জার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এটা করা উচিত। হুয়াং আমার কাছে (জর্জ বুশের কাছে) জানতে চান, আমি বাংলাদেশের কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি কি না (তিনি এ সময় 'বাংলাদেশ' শব্দটিকে একটি নোংরা শব্দ বলে উল্লেখ করেন)। আমি সংবাদপত্রে এ ব্যাপারে একটি ছোট্ট খবরের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি, বিচারপতি চৌধুরী (আবু সাঈদ চৌধুরী) আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'তৃতীয় কমিটি'র একজন সদস্যের পরিচয়ে এসেছিলেন। পাকিস্তান দূতাবাসের একজন স্বপক্ষত্যাগীও তার সঙ্গে ছিল। এটা খুবই অস্বস্তি দায়ক একটা ব্যাপার ছিল। তবে তারা এসেছিল দুই কী তিন সপ্তাহ আগে, দুদিন আগে নয়– ৯ ও ১০ ডিসেম্বরের নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হেনরি (কিসিঞ্জার) তাকে বলে দিয়েছেন যে, তারা জাতিসংঘে যে সমাধান চাইবেন আমরা তার প্রতি সমর্থন দিতে ইচ্ছুক। তাদেরকে খুবই বলিষ্ঠভাবে ও দোষারোপ করার ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে আমি খানিকটা চিন্তিত।...কিসিঞ্জার হুয়াং হুয়াকে বলেছেন, তিনি একটি অনানুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে এটাই তুলে ধরতে যাচ্ছেন যে, আমরা পাকিস্তানের পক্ষে।[২৮]
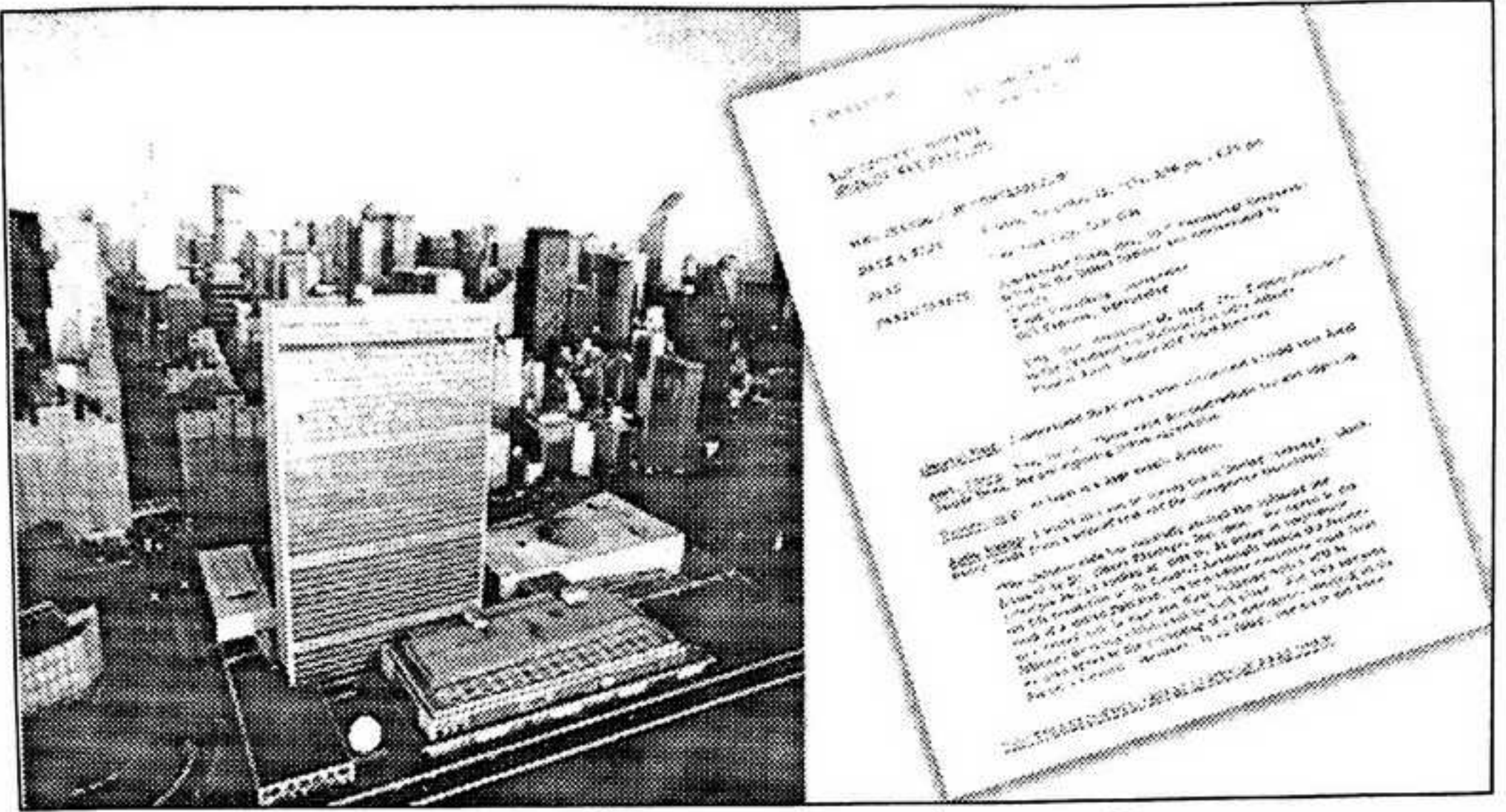
পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চলে জাতিসংঘে

'পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের সুবিধার্থে আমরা সবকিছু করছি'

পাক-ভারত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া, দোভাষী তাং ওয়েন-শেং ও শিহ ইয়েন-হুয়া, মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক জুনিয়র ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলেকজান্ডার হেগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সিনিয়র সদস্য উইন্সটন লর্ড ১২ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক সিটিতে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় তারা পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকাতে জাতিসংঘকে ব্যবহার করাসহ অন্যান্য উপায় নিয়ে মতবিনিময় করেন। 'আলোচনার স্মারকপত্র' থেকে তাদের কথোপকথনের উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো।

রাষ্ট্রদূত হুয়াং : আমি আপনাদের উদ্দেশে নিম্নবর্ণিত বার্তাটি পড়ে শোনাতে চাই। (তিনি একটি মুদ্রিত লেখা পড়ে শোনান এবং দোভাষী তা অনুবাদ করে দেন) :

'চীনা পক্ষ ড. হেনরি কিসিঞ্জারের সর্বশেষ অভিমতগুলো সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছে। তার বক্তব্যের সঙ্গে আমরা নীতিগতভাবে একমত যে, একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কাঠামোর অনুকূলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রথমেই একটি যুদ্ধবিরতি অবিলম্বে কার্যকর হতে হবে। এরপর উভয় অংশ থেকেই সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। এ উদ্দেশ্যে আমরা নিরাপত্তা পরিষদে একটি জরুরি সভা আহ্বানের ব্যাপারেও সম্মত হয়েছি। তবে সভা চলাকালে কেউ যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও

ভারতের প্রতি সামান্যতম দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ না করে। যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা হবে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন ও সাহায্য বাড়াব। এবং আমরা অবশ্যই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার নীতিতে অটল থাকব।'

পাকিস্তানের ভাঙন ঠেকাতে একদিকে যখন জাতিসংঘকে ব্যবহার এবং যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাবের উদ্যোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মধ্যে আলোচনা চলছিল অন্যদিকে তখন পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার তৎপরতাও সমানতালে এগিয়ে চলেছিল। বৈঠকে আলেকজান্ডার হেগের বক্তব্যে এ সত্যই প্রকাশ পেয়েছে।

জেনারেল হেগ : সপ্তম নৌবহরের গতি অব্যাহত রয়েছে এবং আগামীকাল তা মালাক্কা প্রণালীর ভেতর দিয়ে যাবে এবং বুধবার নাগাদ ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হবে। আমরা তথ্য পেয়েছি, জর্ডানের বাদশাহ পাকিস্তানে ছয়টি জঙ্গিবিমান পাঠিয়েছেন এবং শিগগিরই আরো পাঠাবেন বলে মনস্থির করেছেন। মোট ১৪টি জঙ্গিবিমান পাঠানোর কথা রয়েছে। জর্ডান পাকিস্তানকে বিমান দেওয়ার কারণে ইরান সরকার জর্ডানে বিমান পাঠাচ্ছে। আমরা তথ্য পেয়েছি, সৌদি আরব ও ইরান ছোট অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাচ্ছে। এবং তুরস্ক সরকার ২২টি বিমান পাঠাচ্ছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। অবশ্যই আমরা এসব সরবরাহের সুবিধার্থে যতটা সম্ভব সবকিছু করছি।

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার মাঝে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েরই স্বার্থ রয়েছে এবং এ জন্য তাদের একযোগে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি– এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন জেনারেল হেগ তার পরবর্তী এক বক্তব্যে। দেখুন হেগ ও হুয়াংয়ের কথোপকথন।

জেনারেল হেগ : আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, চীন বুঝতে পেরেছে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ নিয়েছি এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার মাঝে আমাদের যে স্বার্থ রয়েছে সে বিষয়ে চীন সচেতন। আপনার পক্ষ স্বীকার করছে যে এসব পদক্ষেপ যথেষ্ট শক্তিশালী। এবং আমাদের দৃষ্টিতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনার সরকার স্বীকার করছে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছি আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতায়। আমরা প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনাদের জানিয়েছি।

রাষ্ট্রদূত হুয়াং : নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপারে আপনার আর কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

জেনারেল হেগ : এ মুহূর্তে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের সাধারণ রূপরেখার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটের ওপর জোর দেওয়া এবং প্রস্তাবটি অনুমোদন করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। যদি এতে সফল না হই তখন আমরা এককভাবে যুদ্ধবিরতির বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হব। এ বিষয়ে চীনের

দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূতের (হুয়াং) কোনো প্রস্তাব থাকলে আমি তাকে স্বাগত জানাব।

রাষ্ট্রদূত হুয়াং : এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন, যা হলো পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে হবে এবং আমরা সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের (যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিরাপত্তা পরিষদের খসড়া প্রস্তাবের পক্ষে।[২৯]

বাংলাদেশের সৈকত দখল করে মার্কিন ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনা?

সপ্তম নৌবহরের রণতরী *ইউএসএস এন্টারপ্রাইস* বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসা এবং ভারত মহাসাগরে এর উপস্থিতির সংবাদ ভারতকে চিন্তিত করে তুলেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ১৪ ডিসেম্বর দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসকে এক টেলিগ্রাম বার্তায় জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের উদ্বেগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

ঝা বলেছেন, আন্ডার সেক্রেটারি ইরউইনের সঙ্গে আলোচনার সময় যে প্রসঙ্গ উঠেছিল তিনি সেই প্রসঙ্গটি তুলতে চান। তিনি বলেন, আন্ডার সেক্রেটারি তাকে জানিয়েছিলেন যে হেলিকপ্টারগুলো মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য থাইল্যান্ডে অবস্থান নিয়েছে। তাকে ধারণা দেওয়া হয় সেগুলো ব্যাংককে আছে। তবে পরবর্তী সংবাদ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, হেলিকপ্টারগুলো পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী রণতরীতে অবস্থান করছে এবং সেগুলো 'সব ধরনের যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা' দ্বারা সজ্জিত। এর আগে ঝা বলেছিলেন, তিনি এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন যে, বিদেশী নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকার সাহায্য করতে আগ্রহী এবং এ উদ্দেশে তারা যতটা সম্ভব সব ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে। ভারত সরকার যত দ্রুত সম্ভব ঢাকায় বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিংবা প্রয়োজনে তাদের সরিয়ে নিতে চায়। বিমানবাহী রণতরীর খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার তাকে এই মর্মে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে যে, ভারত সরকারের সঙ্গে পূর্বচুক্তি ছাড়া অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো অপসারণ কার্যক্রম চালানো হবে না।

ঝা বলেছেন তিনি দিল্লি থেকে আরো খবর পেয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিতে অথবা পাকিস্তানিদের পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরের সুবিধার্থে মার্কিন নৌসেনাদের দ্বারা বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে সমুদ্র সৈকত দখল করে ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনা করছে অথবা তাদের সেরকম

Department of State TELEGRAM

SECRET 521

PAGE 01 STATE 224566

44
ORIGIN SS-25

INFO OCT-01 SSO-00 CCO-00 NSCE-00 CIAE-00 DODE-00 /026 R

66604
DRAFTED BY:NEA/INC:QUAINTON
APPROVED BY:NEA:SISCO.
NEA:VANHOLLEN
S/S:MILLER

064296

P 141848Z DEC 71
FM SECSTATE WASHDC
TO AMEMBASSY NEW DELHI PRIORITY
CINCPAC
CINCSTRIKE PRIORITY
AMEMBASSY ISLAMABAD
AMEMBASSY LONDON
AMCONSUL CALCUTTA
AMCONSUL DACCA
USMISSION USUN NY

ANDERSON
HOLDRIDGE
JESSUP
KENNEDY
NACHMANOFF
ODEEN

S E C R E T STATE 224566

EXDIS

SUBJ: CARRIER DEPLOYMENT IN INDIAN OCEAN

1. INDIAN AMBASSADOR JHA CALLED AT HIS REQUEST ON ASSISTANT SECRETARY SISCO TO EXPRESS GOI CONCERN OVER REPORTED US DEPLOYMENT OF NUCLEAR CARRIER IN INDIAN OCEAN FOR EVACUATION PURPOSES. AMBASSADOR ACCOMPANIED BY FIRST SECRETARY VERMA; VAN HOLLEN, SCHNEIDER AND QUAINTON PRESENT FROM NEA.

2. JHA SAID HE WISHED TO RAISE SUBJECT WHICH HAS ARISEN OUT OF HIS TALKS WITH UNDER SECRETARY IRWIN. UNDER SECRETARY HAD, HE SAID, INFORMED HIM THAT HELICOPTERS HAD BEEN PRE-POSITIONED IN THAILAND FOR EVAUCATION PURPOSES. IMPRESSION WHICH HE HAD RECEIVED WAS THAT THEY WERE IN BANGKOK, HOWEVER, SUBSEQUENT REPORTS INDICATE THAT HELICOPTERS WERE ON

SECRET

দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে পাঠানো টেলিগ্রাম

অভিপ্রায় রয়েছে। এ ধরনের যেকোনো চেষ্টা খুবই গুরুতর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ওপর এর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এটা অন্য আরো অনেক অর্থ বহন করবে এবং যা-ই ঘটুক না কেন, এই সংঘাত দ্রুত অবসানে কোনো প্রভাব রাখবে না।

জবাবে সিসকো বলেছেন, তিনি বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ঝা-এর এ মন্তব্য সত্ত্বেও তিনি অতীত ইতিহাসের দিকে যেতে চান না। তিনি বলেছেন, ভারত সরকারের পদক্ষেপকে আমরা শুধু আমাদের সম্পর্কের বর্তমান টানাপড়েন দ্বারাই পরিমাপ করব না, বরং এটা স্পষ্টতই আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য অর্থবহ হতে পারে, যেখানে উভয় পক্ষই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেবে।[৩০]

অর্থাৎ পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে এ মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতেও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু যায় আসে না– এটাই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

জর্ডান থেকে ১১টি যুদ্ধবিমান পাকিস্তানে

১৪ ডিসেম্বর পাক-ভারত পরিস্থিতির ওপর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানে একটি যুদ্ধবিরতির সম্ভাব্যতা নিয়ে মার্কিন তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রিপোর্টে বলা হয়, এদিন সকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মালেক এবং মেজর জেনারেল ফরমান আলী মার্কিন কনসাল জেনারেল স্পিভাককে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে 'রক্তপাত'
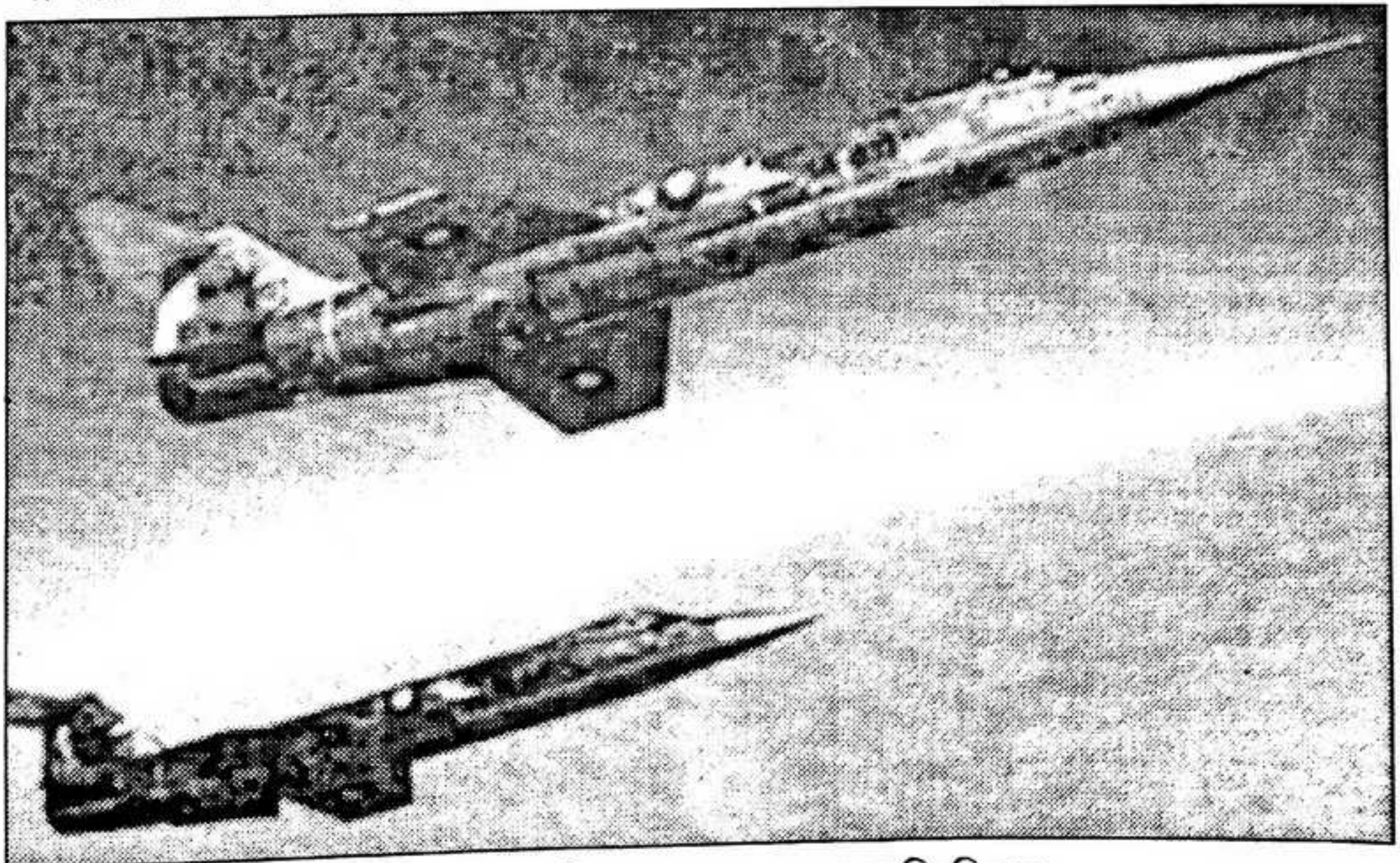
মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের এফ-১০৪ জঙ্গি বিমান

এড়াতে একটি যুদ্ধবিরতি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কোনো ধরনের 'সমঝোতা'র সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা। এ বৈঠকের কিছু সময় পর গভর্নর মালিক কনসাল জেনারেল স্পিভাককে টেলিফোনে জানান যে, জেনারেল নিয়াজি বলেছেন পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা চলছে।

তবে পরিস্থিতি যে তাদের অনুকূলে ছিল না রিপোর্টের পরবর্তী অংশেই তা বোঝা যায়। এতে 'পূর্ব পাকিস্তান সরকার ভেঙে পড়ছে'– এই উপশিরোনামে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যসচিবসহ আনুমানিক ৩০ জন ঊর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রসের নিরাপত্তার অধীনে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে (বর্তমান শেরাটন হোটেল) গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, এসব কর্মকর্তা স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়, কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক সদর দপ্তরের আর অস্তিত্ব নেই। গভর্নর মালেকও ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেওয়াদের দলে যোগ দিয়েছেন।

একই রিপোর্টে জর্ডান থেকে পাকিস্তানে জঙ্গিবিমান পাঠানোর খবরও নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়, আমরা খবর পেয়েছি যে, জর্ডানের ১১টি এফ-১০৪ জঙ্গিবিমান ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর সৌদি আরবের দাহ্‌রান ত্যাগ করেছে এবং সেগুলো সম্ভবত পাকিস্তানের উদ্দেশে উড়ে গেছে। আম্মানে মার্কিন দূতাবাস এসব খবরের সত্যতা স্বীকার করতে সমর্থ হয়নি বা অস্বীকারও করেনি, যদিও কয়েকজন কর্মকর্তা তাদের প্রিয় পানশালাগুলোতে কয়েকজন পাইলটের সাম্প্রতিক অনুপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।[৩১]

বঙ্গোপসাগরে মার্কিন নৌবহরের উপস্থিতির উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক

১৫ ডিসেম্বর পাক-ভারত পরিস্থিতির ওপর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানে একটি যুদ্ধবিরতির চেষ্টায় মার্কিন তৎপরতা অব্যাহত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। রিপোর্টে বলা হয়, বঙ্গোপসাগরে বিমানবাহী রণতরী *ইউএসএস এন্টারপ্রাইস*সহ একটি নৌবহর পাঠানোর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। তারবার্তায় জানানো হয়, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা গতকাল (১৪ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকোর সঙ্গে বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তিনি এ খবর পুরোপুরি বাতিল করে দিতে পারছেন না যে, মার্কিন রণতরী পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য সমুদ্র সৈকত (বাংলাদেশের) দখল করে সেখানে ঘাঁটি বানাতে যাচ্ছে। তৃতীয় দেশের কূটনীতিকরাও মার্কিন

উদ্দেশ্যের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভারতের কাছে এসব খবর নেতিবাচকভাবে পৌঁছেছে। ভারতীয়দের মধ্যে যেখানে মার্কিনবিরোধী মনোভাব ক্রমেই বাড়ছে সেখানে এর বিপরীতে পাকিস্তানিদের মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে খোলাখুলিভাবেই মার্কিনপন্থি মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩২]

ভুট্টোর জন্য ফারল্যান্ডের ওকালতি

পাকিস্তানে তৃতীয় দেশ থেকে মিগ-১৯ এবং এফ-১০৪ জঙ্গিবিমান সরবরাহের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ

DECLASSIFIED
Authority [illegible]
By [illegible] NARA, Date [illegible]

RECEIVED
WHCA

1971 DEC 15 00 [illegible]

[illegible]
DE [illegible] 0479 350[illegible]
ZNY [illegible]
O 16[illegible]Z ZYB
FM ISLAMABAD
TO THE WHITE HOUSE
ZEM

~~TOP SECRET~~ EXCLUSIVE EYES ONLY 151436Z DEC 71
FOR WHITE HOUSE FOR DR. HENRY KISSINGER
FROM AMBASSADOR FARLAND, ISLAMABAD 1026
FOREIGN SECRETARY CALLED ME TO FOREIGN OFFICE 1800 LOCAL
15 DECEMBER. SAID REPORTS RECEIVED FROM BHUTTO INDICATE HE HIGHLY
PESSIMISTIC THAT ANY AFFIRMATIVE ACTION WILL BE FORTHCOMING
FROM SECURITY COUNCIL. IN ADDITION, GOP INTELLIGENCE
INDICATES GOI UPPING OFFENSIVE ACTIVITY AGAINST WEST PAKISTAN
AND INSTIGATING SUBVERSIVE ACTIVITY (PRESUMABLY IN PUSHTUN
BORDER AREAS) OUT OF AFGHANISTAN. HE SAID THAT FOR WEST
PAKISTAN TO SURVIVE AS NATION IT IS NECESSARY IT BE PROVIDED
ADDITIONAL FIGHTER AIRCRAFT. PRESENT TRICKLE MIG-19S AND F-104S
(HE DID NOT INDICATE ORIGIN) CANNOT STEM THE TIDE OF INDIAN
ATTACKS - AN ATTACK WHICH PAKISTAN NOW EXPECTS.
[illegible]
#0479

DECLASSIFIED
E.O. 12958, Sect. 3.6
[illegible]
By [illegible] NARA, Date 3-19-02
SANITIZED COPY

ফ্যারল্যান্ডের টেলিগ্রাম

ফারল্যান্ডের এক তারবার্তায়। তবে সরবরাহের গতি ছিল মন্থর। আরো বিমান পাওয়ার চেষ্টায় মরিয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো তার স্বভাবসুলভ একটি অজুহাত খাড়া করে তা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পেশ করেন।

১৫ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সহকারী হেনরি কিসিঞ্জারের কাছে এই তারবার্তায় তিনি জানান, পররাষ্ট্র সচিব (পাকিস্তানের) আজ আমাকে তার অফিসে ডেকেছিলেন। তিনি বলেছেন, তিনি ভুট্টোর কাছ থেকে যেসব খবর পেয়েছেন তাতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে তিনি (ভুট্টো) একেবারেই আশাবাদী নন। তা ছাড়া পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইঙ্গিত দিয়েছে, ভারত সরকার তাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা বাড়াতে যাচ্ছে এবং আফগানিস্তানের কাছে (অনুমান করা হচ্ছে পশতুন অধ্যুষিত সীমান্ত এলাকায়) নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালাতে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হলে অতিরিক্ত জঙ্গিবিমান প্রয়োজন। বর্তমানে যে মন্থরগতিতে মিগ-১৯ এবং এফ-১০৪ বিমান সরবরাহ করা হচ্ছে, তার ফলে ভারত যদি হামলা চালায় তা হলে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে না। পাকিস্তান এখন এমন একটি হামলারই আশঙ্কা করছে।

ভুট্টো মিগ-১৯ এবং এফ-১০৪ বিমান সরবরাহের কথা বললেও কোত্থেকে তা আসছে, সে কথা বলেননি। ফারল্যান্ডের টেলিগ্রাম বার্তায় মিগ-১৯-এর পাশে হাতে লেখা রয়েছে 'চীন' এবং এফ-১০৪-এর পাশে 'জর্ডান'। সম্ভবত কিসিঞ্জারই এটা লিখেছেন।

ভারত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহর : কিটিংয়ের চিঠি

বঙ্গোপসাগরে মার্কিন নৌবহরের উপস্থিতির ব্যাপারে ভারত ছিল উদ্বিগ্ন, পাকিস্তান উল্লসিত। কিন্তু বিদেশীরা বিষয়টিকে কীভাবে দেখছিল? ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেননিথ কিটিং ১৫ ডিসেম্বর একটি টেলিগ্রাম বার্তা পাঠান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও হোয়াইট হাউসে। এতে তিনি মার্কিন ভূমিকার ব্যাপারে কানাডার মনোভাব তুলে ধরেন। পশ্চিমা দেশগুলোও যে যুক্তরাষ্ট্রের এ আচরণে সন্তুষ্ট ছিল না, এ থেকে তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিটিং লিখেছেন :

১. কিছু দিন আগে পর্যন্ত আমি মনে করতাম, যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নীতি, আমি তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমার বেশ কয়েকজন কূটনীতিক সহকর্মী বিষয়টিকে যে দৃষ্টিতে দেখছেন, তাতে আমি চিন্তিত। তারা মার্কিন নৌবহরের উপস্থিতিকে দেখছেন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক সামরিক সংশ্লিষ্টতা
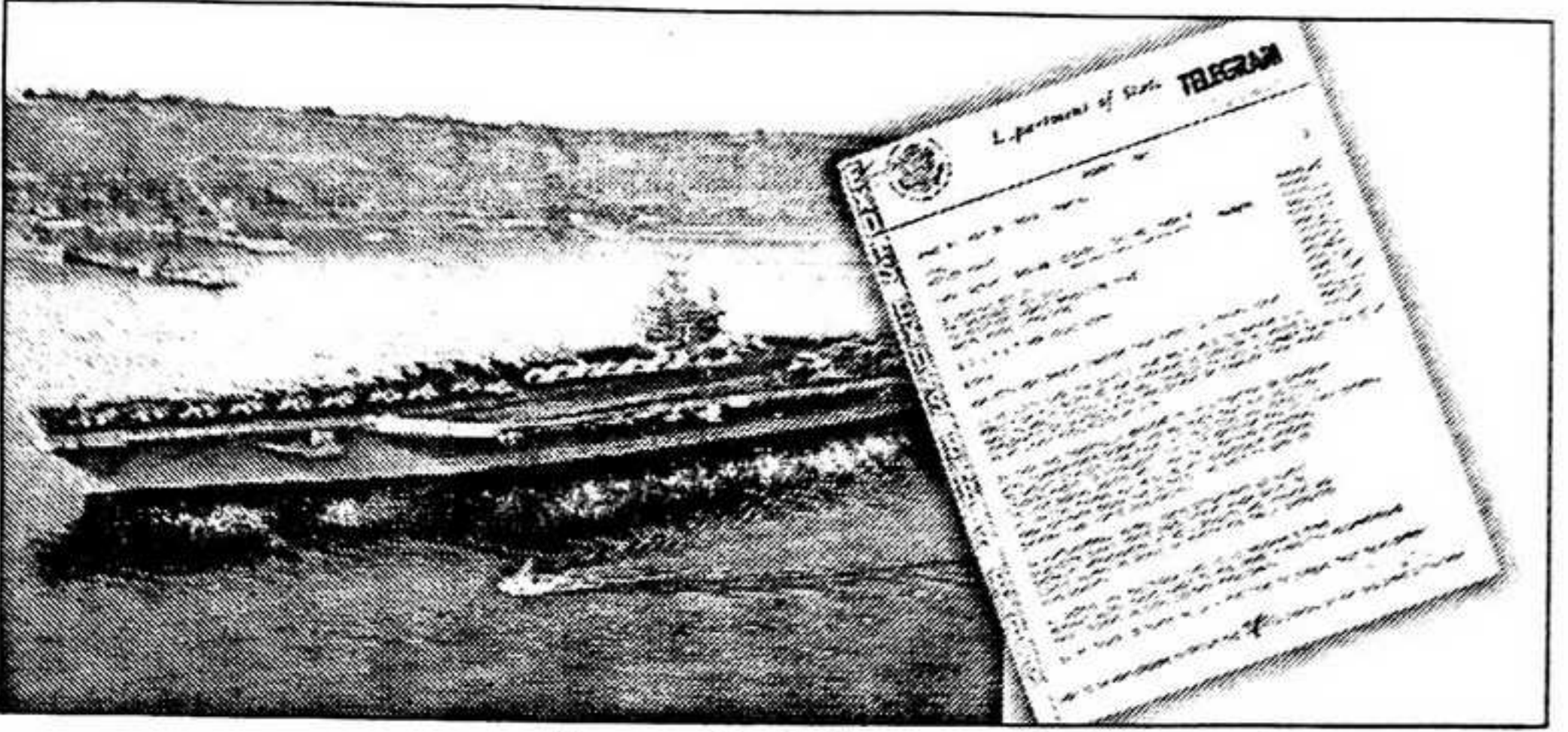
বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি সংক্রান্ত কিটিংয়ের টেলিগ্রাম

হিসেবে।

২. ভারতে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার জর্জ অনেকটা জোর করেই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এ সময়ে নৌবহর মোতায়েনের সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানি সৈন্যদের শক্তিপ্রয়োগ অব্যাহত রাখতে উৎসাহ যোগাবে। যেমন– তার বিশ্বাস ইয়াহিয়া খান যে রাও ফরমান আলীর প্রাথমিক বার্তা এবং পরবর্তী সময়ে গভর্নর মালেকের বার্তা (উভয়েই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিলেন) অগ্রাহ্য করেছেন, তার সঙ্গে মার্কিন নৌবহর মোতায়েনের সিদ্ধান্তের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

৩. তা ছাড়া জর্জের দৃষ্টিতে এই মোতায়েনের অর্থ হলো পরাশক্তির (যুক্তরাষ্ট্র) সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উভয়েরই উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেবে এবং তাদের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভবত তাদেরকে একইভাবে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করবে।

৪. জর্জ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি এ বিষয়ে তার প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোরালো বার্তা পাঠাচ্ছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর কাছে সুপারিশ করবেন, যাতে তিনি প্রেসিডেন্টের (নিক্সন) সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

৫. বর্তমান পরিস্থিতির (মার্কিন ভূমিকার) সমর্থনে অবস্থান নেওয়ার জন্য এখানে আমার সহকর্মীদের পূর্বোল্লিখিত যুক্তিগুলোর সম্ভাব্য যুক্তিনির্ভর জবাব দেওয়া হলে আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে স্বাগত জানাব।[৩৩]

১৬ ডিসেম্বর : সিআইএ রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতির ওপর যে রিপোর্টটি তৈরি করেছিল, তা ২০০২ সালের শেষদিকে অবমুক্ত করা হলেও এর বিশেষ বিশেষ অংশ কালো কালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মূলত এর সূত্রগুলোই সেন্সর করা হয়েছে। এ রিপোর্টে বাংলাদেশের সম্ভাব্য নতুন সরকার, যুদ্ধবিরতি, পাকিস্তানের সামরিক পরিস্থিতি, ভারতীয় নীতি– এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনাসহ পাকিস্তানে অব্যাহত সামরিক সাহায্য এবং 'যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি জড়িত থাকা' সম্পর্কে পাকিস্তানের একটি ভুয়া অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে।

সিআইএ রিপোর্টে পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য সম্পর্কে বলা হয়েছে (সূত্র সেন্সর করা), জর্ডান পাকিস্তানে ১৮ হাজার রাউন্ড ২০ এমএম গুলি সরবরাহ করবে।...(সূত্র সেন্সর) ইঙ্গিত দিয়েছে, এসব গোলাবারুদ জর্ডানের বিমানে সৌদি আরবের দাহ্‌রানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে সৌদি সি-১৩০ বিমানে করে সেগুলো পাকিস্তানে নেওয়া হবে।...(সূত্র সেন্সর) জর্ডান থেকে খুচরা যন্ত্রাংশ (সামরিক) এবং গোলাবারুদ পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৫ ডিসেম্বর থেকে সৌদি আরব বেশ কয়েকটি সি-১৩০ বিমান জর্ডানে পাঠিয়েছে। সৌদি আরব অনুরোধ করেছে, সর্বশেষ চালানটি জর্ডান নিজেই যেন দাহ্‌রান পর্যন্ত নিয়ে আসে।

এদিকে সিআইএ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, পাক-ভারত যুদ্ধে মার্কিন নীতির বিরোধিতা করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। বিভিন্ন স্লোগানধারী ও দাবি উত্থাপনকারী গোষ্ঠী আজ দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাস এবং বোম্বে, মাদ্রাজ ও কলকাতায় মার্কিন কনসুলেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। যদিও গতকাল বোম্বেতে ক্রমবর্ধমান মার্কিনবিরোধী-প্রবণতা সম্পর্কে খবর পাওয়া গিয়েছিল, তবে আজ কলকাতায় বিক্ষোভের সংখ্যা কম ছিল। এর কারণ সম্ভবত ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে তারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

পরাজয় ও ঢাকার পতন নিশ্চিত দেখতে পেয়ে পাকিস্তান নানা ছল-চাতুরি ও প্রপাগান্ডার আশ্রয় নিয়েছিল। যেমন– পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নও জড়িয়ে পড়েছে বলে পাকিস্তান প্রচারণা শুরু করে দিয়েছিল। স্পষ্টতই এর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি জড়িত করা। সিআইএ রিপোর্টে বলা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তারা দৃশ্যত এ কথা ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত সেনারা সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়েছে।' পাকিস্তানের এই অভিযোগের সপক্ষে এখনো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আঙ্কারা, রেঙ্গুন, প্যারিস, বন, লন্ডন, রোম ও মাদ্রিদে পাকিস্তানি প্রতিনিধিরা বারবার এই অভিযোগ (সোভিয়েত

SANITIZED COPY

১৫

~~TOP SECRET~~ [redacted]
~~NO FOREIGN DISSEM~~/BACKGROUND USE ONLY
NO DISSEM ABROAD/~~CONTROLLED DISSEM~~

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs (C)

SC No. 7941/71

APPROVED FOR RELEASE
DATE: AUG 2001

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
Directorate of Intelligence
16 December 1971

INTELLIGENCE MEMORANDUM

India-Pakistan Situation Report
(As of 1600 EST)

Bangla Desh--The New Government Takes Shape

1. An official spokesman in New Delhi said today that the new civil administration in Bangla Desh is expected to take over tomorrow, and Indian Defense Secretary Lall has announced that four members of the Bengali government flew to Dacca today to form a transitional government. Lall further asserted that the question of repatriation of West Pakistani soldiers who have become prisoners of war would be negotiated between India and Pakistan "at such a time when the aggression against us stops."

SANITIZED COPY

2. [redacted] report, the Indian Government will insist that Bangla Desh have a nationally based government rather than one like the present provisional government, which is dominated by the Awami League. The Awami League has been resisting, but Prime Minister Gandhi reportedly has come to an agreement with the nine-man Consultative Committee which includes pro-Moscow Communists and was formed several months ago. According to the agreement, the Consultative Committee will form the nucleus of the new Bengali government. What would happen to the present members of the government is unclear.

EO 12958 3.4(b)(1)>25Yrs
EO 12958 3.4(b)(6)>25Yrs
(C)

3. The Indian Army will not withdraw from East Bengal until it is satisfied that the Mukti Bahini does not constitute a threat to the new

~~NO FOREIGN DISSEM~~/BACKGROUND USE ONLY
NO DISSEM ABROAD/~~CONTROLLED DISSEM~~

সিআই-এর রিপোর্ট

ইউনিয়নের জড়িয়ে পড়া) উত্থাপন করেছেন। প্যারিসে পাকিস্তানি অ্যাটাশে দাবি করেছেন, পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা একটি এসএ-৩ মিসাইল দেখতে পেয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন, সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে এসএ-৩ মিসাইল দিয়েছে– এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৩৪]

তারপরও ষড়যন্ত্র?

পাকিস্তানের পরাজয় এবং বাঙালির বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও নানা ষড়যন্ত্র ও হিসাব-নিকাশ চলছিল। ২৩ ডিসেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ভারতে নিযুক্ত তাদের রাষ্ট্রদূত কেননিথ কিটিংয়ের কাছে পাঠানো এক টেলিগ্রামে পাকিস্তানে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাব দেন। তিনি লিখেছেন : আমরা মনে করি আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ হবে 'পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য প্রস্তুত থাকতে যুক্তরাষ্ট্র জর্ডান ও ইরান উভয় রাষ্ট্রকে সজাগ থাকতে বলেছে'– পত্রপত্রিকার এ অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটিই না করা। আমরা মনে করি, যুদ্ধ চলাকালে সম্ভাব্য মার্কিন হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ভারতের যে উদ্বেগ ছিল, তা পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতি ত্বরান্বিত হওয়ার একটি কারণ।...কাজেই ভারত সরকার যদি আপনাকে ইউএনএনের রিপোর্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, সে ক্ষেত্রে সম্ভব হলে আপনার উচিত হবে এর সরাসরি জবাব এড়িয়ে যাওয়া। আর যদি জবাব দিতেই হয়, তা হলে আপনি বলবেন জর্ডান ও ইরান থেকে অস্ত্র সরবরাহ-সম্পর্কিত ইউএনএনের রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না, যা-ই ঘটুক না কেন তা যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে পেছনে ফেলে আসা হয়েছে।[৩৫]

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সের এ টেলিগ্রাম থেকে যুদ্ধাবসানের পরও পাকিস্তানে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের সত্যতারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পাকিস্তানে সরাসরি মার্কিন জঙ্গিবিমান প্রেরণ

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের কাছে পাকিস্তানের পরাজয় পাকিস্তানের দৃষ্টিতে ছিল ভারতের কাছে তাদের পরাজয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে ভারত সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতিও সফল হতে পারেনি। তাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রদান অব্যাহত ছিল। এ থেকে ধারণা হয়, পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসেবে পাকিস্তান যাতে ভারতের সঙ্গে আরো একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, সেই প্রস্তুতি চলছিল। এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে কেবল তৃতীয় দেশের মাধ্যমে নয়, সরাসরি নিজেই জঙ্গিবিমান সরবরাহ করেছিল। পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থায়ই তা করতে হয়েছিল। ইরানে মার্কিন দূতাবাস থেকে পাঠানো
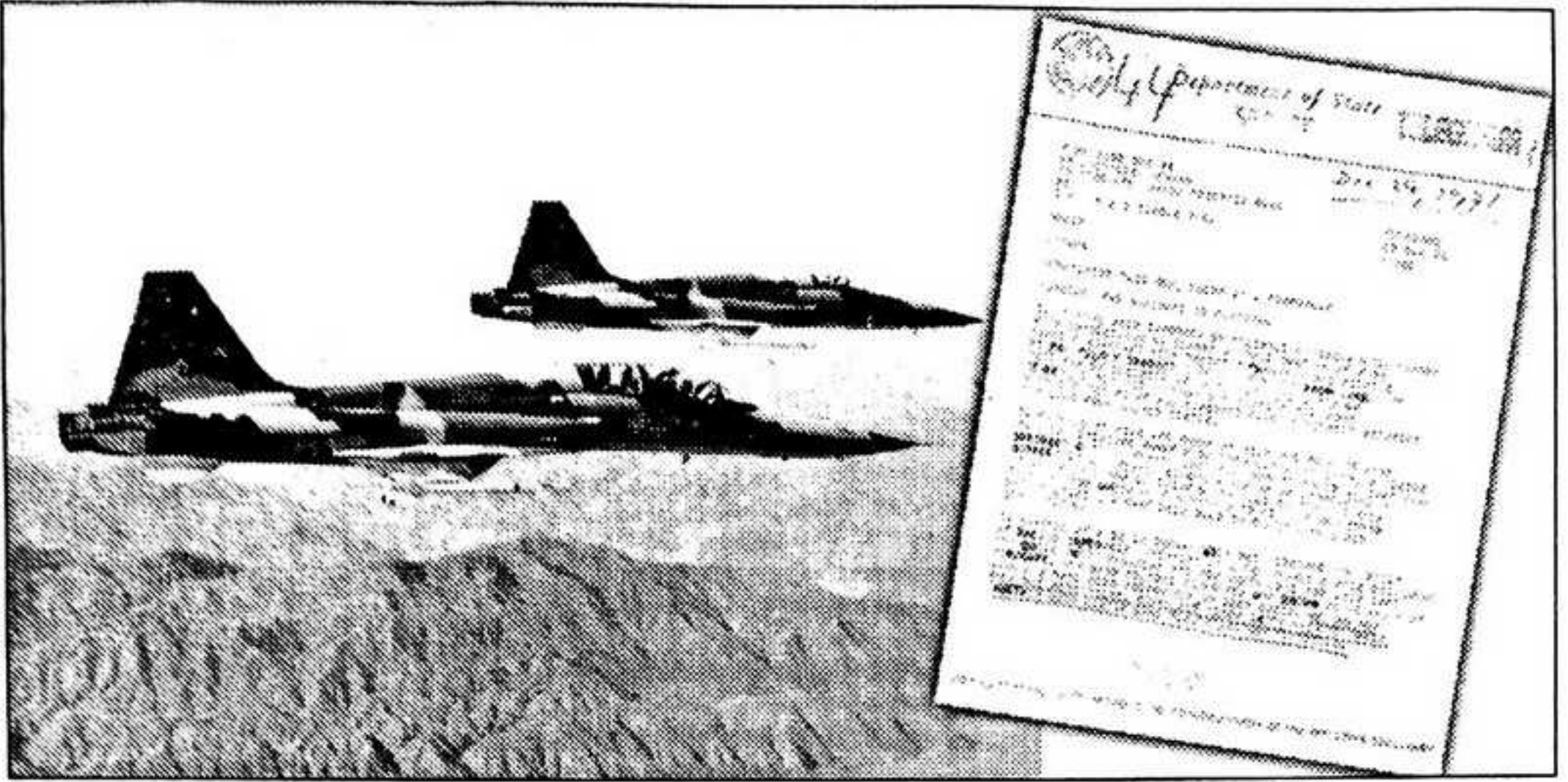
এফ-৫ জঙ্গি বিমান এবং ইরানের মার্কিন দূতাবাস থেকে পাঠানো টেলিগ্রাম

এক টেলিগ্রাম বার্তায় এ বিমান সরবরাহের তথ্য পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের উদ্দেশে ২৯ ডিসেম্বর পাঠানো এই টেলিগ্রামে দূতাবাস জানিয়েছে, আমরা তেহরান বিমানবন্দরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্ত মার্কিন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, 'পাকিস্তান' চিহ্নিত এবং পাকিস্তানি পাইলটচালিত তিনটি এফ-৫ জঙ্গিবিমান তুরস্ক হয়ে পাকিস্তান যাওয়ার পথে ২৬ ডিসেম্বর তেহরানে যাত্রাবিরতি করেছে। বেশ কয়েকজন কর্মচারী বিমানগুলো দেখেছেন, যাদের মধ্যে পাকিস্তানিও রয়েছেন। তারা বিমানের পাকিস্তানি পাইলটের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন যে, পাইলট ইঙ্গিত দিয়েছেন বিমানগুলো এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

টেলিগ্রাম বার্তায় আরো বলা হয়, ইরানি বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমাদের বলেছেন, পাকিস্তান লিবিয়ার কাছ থেকে তিনটি এফ-৫ বিমান পেয়েছে। কিন্তু নরথর্প এয়ারক্র্যাফটের একজন সিনিয়র প্রতিনিধি (নিরাপত্তা) আমাদের জানিয়েছেন, যাত্রাবিরতি করা বিমানগুলোর লেজে যে নম্বর দেখতে পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে লিবিয়ার কাছে বিক্রির জন্য নির্ধারিত আটটি বিমানের নম্বরের মিল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও লিবিয়ার মধ্যে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বিমানগুলোর সরবরাহ স্থগিত রেখে সেগুলো ক্যালিফোর্নিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়েছিল।

মার্কিন দূতাবাস আরো জানায়, বিষয়টি তেহরানে 'পাকিস্তান' চিহ্নিত এফ-৫ বিমানের অবতরণ সম্পর্কে দৃশ্যত ওয়াকিবহাল কয়েকজন পর্যবেক্ষকের তাৎক্ষণিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যারা খুব ভালো করেই জানেন যে পাকিস্তানের কাছে এ ধরনের কোনো বিমান নেই। যদিও বিমানবন্দরের কর্মচারীদের, যারা এ ব্যাপারে জানত, তাদেরকে বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারপরও

আমরা এ সম্ভাবনা বাতিল করে দিতে পারি না যে, এ ঘটনা আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমে পৌঁছে যেতে পারে, তখন বলা হবে বিমানগুলো যুক্তরাষ্ট্র সরকার সরবরাহ করেছে।

ইরানের মার্কিন দূতাবাস এবার বলছে, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রস্তাব হলো, এফ-৫ বিমান যদি 'পাকিস্তান' চিহ্নিত না থাকে, তা হলে ইরানে যাত্রাবিরতিকালে বিষয়টি খুব বেশি চোখে পড়বে না। এ বিমান এই অঞ্চলে বিরল নয়। কাজেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি তেহরান হয়ে পাকিস্তানে অতিরিক্ত বিমান সরবরাহের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত থাকে, তা হলে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রচার এড়াতে বিমানগুলো পাকিস্তানে অবতরণের আগ পর্যন্ত সেগুলো থেকে 'পাকিস্তান' চিহ্ন মুছে ফেলা উচিত।

পাকিস্তানে সরাসরি মার্কিন জঙ্গিবিমান সরবরাহ সম্পর্কে আরো নিশ্চিত হওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি টেলিগ্রাম থেকে। ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাছে পাঠানো ওই তারবার্তায় বলা হয়েছে : টার্কিশ জেনারেল স্টাফ কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানিয়েছে যে, তুরস্কের আকাশপথ দিয়ে লিবিয়ার তিনটি এফ-৫ জঙ্গিবিমানকে পাকিস্তানের উদ্দেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিমানগুলো জ্বালানি নেওয়ার জন্য আনাতলিয়া ও দিয়ারবাকিরে অবতরণ করেছিল। বিমানগুলো ছিল পাকিস্তানি পাইলটচালিত।[৩৬]

গোপন বৈঠক এবং প্রকাশ্য বিবৃতি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য প্রায়ই ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের (ডবিউএসএজি) বৈঠক আহ্বান করত। এসব গোপন বৈঠকের দলিল কোনো না কোনোভাবে মার্কিন কলাম লেখক জ্যাক অ্যান্ডারসনের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। আর সেসব গোপন তথ্যের ভিত্তিতে লেখা তার নিবন্ধগুলো মার্কিন প্রশাসনে বিতর্কের ঝড় তোলে। বিতর্কের কারণ কেবল ফাঁস হওয়া বিষয় থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা নয়, বরং তার লেখা এবং শব্দ-চয়নের বলিষ্ঠতা ও স্পষ্টতাও এর অন্যতম কারণ। অ্যান্ডারসন হোয়াইট হাউসের নীতি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেওয়ায় কিসিঞ্জার এবং প্রশাসনের অন্যরা মারাত্মক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। কারণ এসব নিবন্ধ অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে নিধনযজ্ঞ চলা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক নীতিও উন্মোচন করে দিয়েছে।

সিনেটর কেনেডি ও হ্যারল্ড সন্ডার্স ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি কিসিঞ্জারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অ্যান্ডারসনের নিবন্ধগুলোর বিশেষ বিশেষ অংশ তার
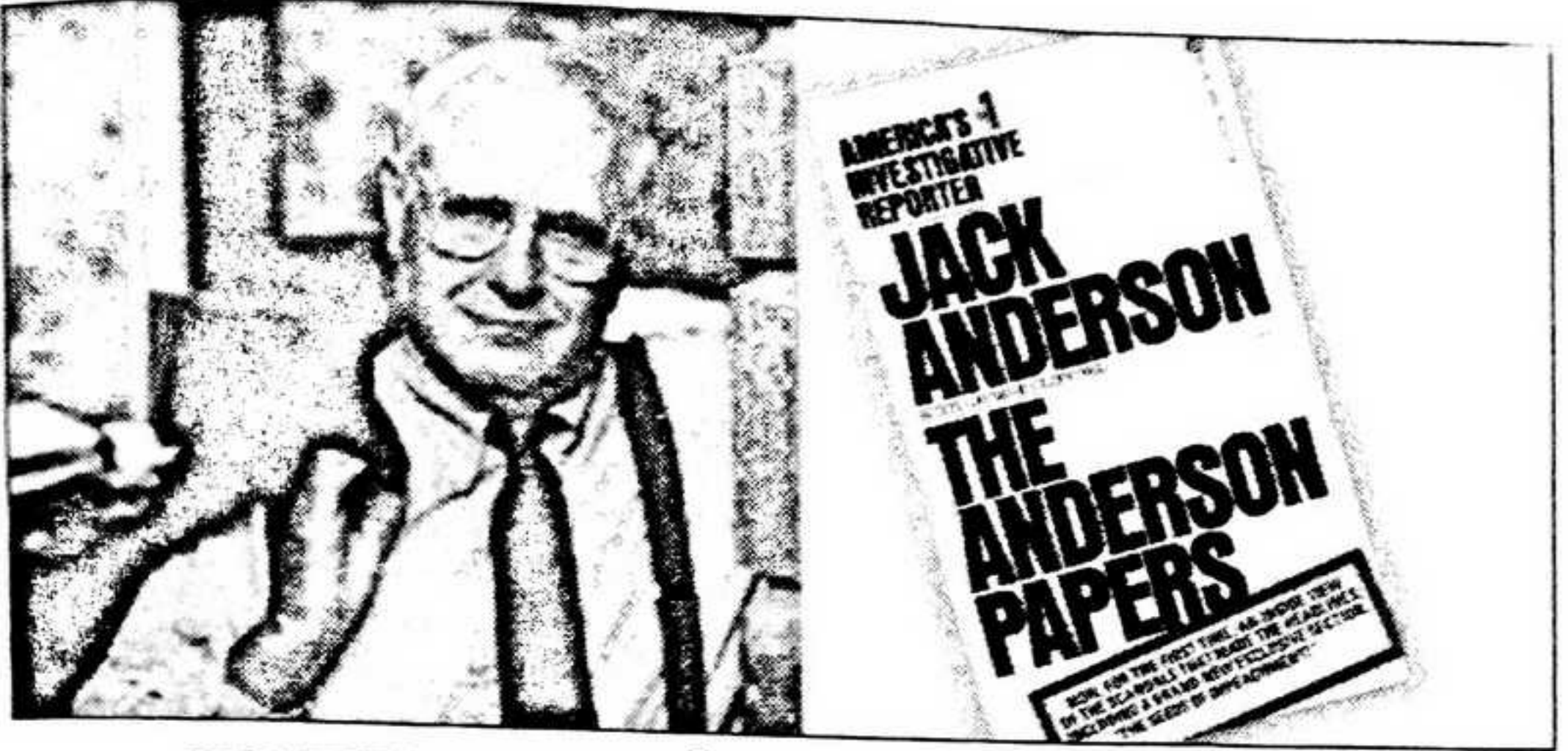
জ্যাক অ্যান্ডারসন এবং তার নিবন্ধের সংকলন 'দি অ্যান্ডারসন পেপার্স'

অফিসে পাঠিয়েছিলেন। এতে গোপন বৈঠকগুলোতে কিসিঞ্জারসহ মার্কিন কর্মকর্তাদের বক্তব্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য বিবৃতিগুলো উলেখ করা হয়েছে, যেখানে মার্কিন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। এর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে

৩ ডিসেম্বর ডবিউএসএজি বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেছিলেন : 'প্রেসিডেন্ট চান না ৯ কোটি ৯০ লাখ ডলারের ঋণের অধীনে আর কোনো অপরিবর্তনীয় ঋণপত্র দেওয়া হোক। তিনি ৭ কোটি ২০ লাখ ডলারের পিএল ৪৮০ ঋণও স্থগিত রাখতে চান।' এরপর ৪ ডিসেম্বরের ডবিউএসএজি বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট কেবল ভারতের জন্য ঋণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।' আইডিএর উপ-প্রশাসক মরিস উইলিয়ামস ৬ ডিসেম্বর বলেছিলেন, 'ভারত আর পাকিস্তানকে দেওয়া সাহায্যের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয়েছে সে জন্য প্রায়োগিক, রাজনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে একটা যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে।'

প্রকাশ্য বিবৃতি : ৬ ডিসেম্বর ব্রে বলেন, 'ভারতের জন্য যে সাধারণ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল, সরবরাহকারী ও ব্যাংকগুলো সে ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার না করায় আজ সকালে তা স্থগিত রাখা হয়েছে। সাধারণ আর্থিক সাহায্য...অপ্রকল্প সাহায্য, যা একটি সাহায্য-গ্রহীতা দেশের সাধারণ অর্থনীতিকে সহায়তার জন্য দেওয়া হয় এবং এভাবে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে এই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।'

৭ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে পাকিস্তানকে কোনো নতুন উন্নয়ন ঋণ দেয়নি।'

৩ ডিসেম্বর ডবিউএসএজি বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'আমরা এই বড় আকারের পদক্ষেপের (সাফল্যের) ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিত হতে পারলে প্রেসিডেন্ট এর (জাতিসংঘে যাওয়ার) পক্ষে থাকবেন।' এরপর ৪ ডিসেম্বর ডবিউএসএজি বৈঠকে কিসিঞ্জার নির্দেশ দিয়েছিলেন, মার্কিন প্রস্তাব উত্থাপনে কোনো 'বিলম্ব করা হবে না' এবং 'আমাদের ব্যাপকভিত্তিক কৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।' তারপর ৬ ডিসেম্বর ডবিউএসএজি বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেছিলেন, সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত কোনো প্রস্তাবে 'মূল বিষয় দুটি থাকতে হবে : যুদ্ধবিরতি এবং সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহার।'
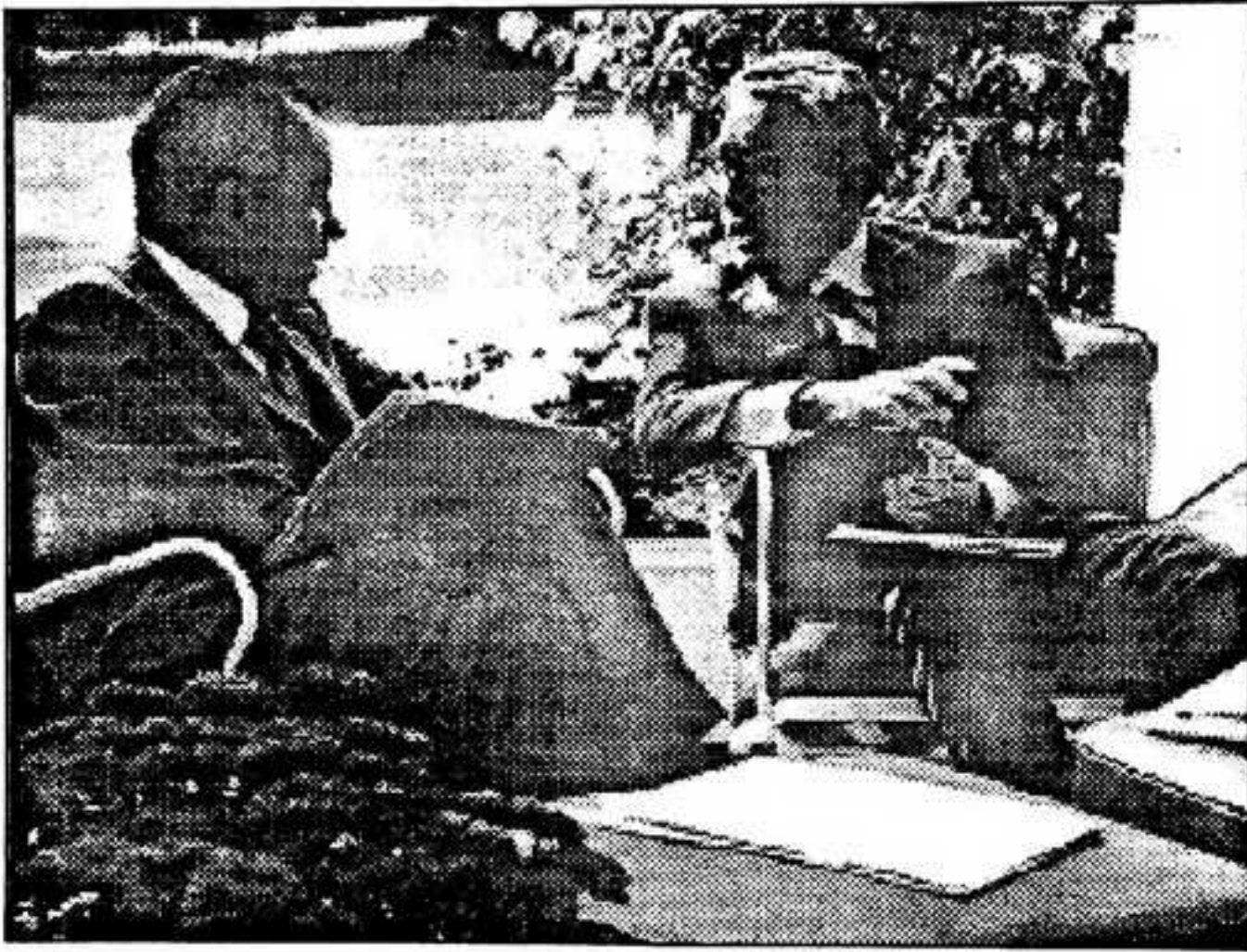
একান্ত বৈঠকে নিক্সন ও কিসিঞ্জার

প্রকাশ্য বিবৃতি : ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি মার্কিন প্রস্তাব উত্থাপনের সময় রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র সরকার দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমান সংকটের ফলে সৃষ্ট মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে, যুদ্ধ প্রতিরোধে এবং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সুবিধার্থে একটি বড় ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে।...পূর্ব পাকিস্তানে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথে অগ্রগতির জন্য অবিলম্বে সংঘাত বন্ধ এবং সৈন্য প্রত্যাহার করা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।' ৭ ডিসেম্বর রাষ্ট্রদূত বুশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান-সংবলিত প্রস্তাবটি ১৯৪টি হ্যাঁ-সূচক ভোটে পাস হয়।

৭ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার বলেন, 'শান্তির স্বার্থে জাতিসংঘে উত্থাপিত ইস্যুটির ব্যাপারে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব যে, জাতিসংঘের একটি সদস্য এবং বিশ্বের একটি প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে আমরা সামরিক শক্তি ব্যবহারের পক্ষে নই।'

৩ ডিসেম্বর ডবিউএসএজি বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'প্রতি আধঘণ্টায় প্রেসিডেন্ট আমার ওপর এই বলে বিষোদ্গার করছেন যে, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি না।...তিনি চাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত করা হোক।'

প্রকাশ্য বিবৃতি : মার্কিন প্রশাসন ভারতবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে, এই অভিযোগ অস্বীকার করে ৭ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার বলেন, 'আমরা এ সংকটে সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে।...আমরা মনে করি, পূর্ব পাকিস্তানে ট্র্যাজেডি হিসেবে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তা এখন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।'

৪ ডিসেম্বর জর্জ বুশ বলেন, 'এই সংস্থা (জাতিসংঘ) এ সমস্যার সমাধানে শক্তি প্রয়োগ মেনে নিতে পারে না।'

একই দিন সিসকো বলেন, 'যে ব্যাপক সংঘাত শুরু হয়েছে, ভারতই তার জন্য বেশি দায়ী।'

৭ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার বলেন, '...আমাদের দৃষ্টিতে যথেষ্ট কারণ ছাড়াই সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।...আমরা ভারত সরকারকে গোটা গ্রীষ্মকাল ধরে বলেছি যে, আমরা স্বায়ত্তশাসন অভিমুখে একটি রাজনৈতিক সমাধান চাই বা এর পক্ষপাতী; এবং দ্বিতীয়ত, আমরা সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে।...'

পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য

৬ ডিসেম্বর ডবিউএসএজি বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের অনুরোধের প্রতি (জরুরি সামরিক সরবরাহের জন্য) সম্মান দেখাতে (রাজি হতে) চাইতে পারেন। বিষয়টির প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। কিন্তু এটা পুরোপুরি স্পষ্ট যে, প্রেসিডেন্ট চান না পাকিস্তান পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাক।'

প্রকাশ্য বিবৃতি : মার্কিন কর্মকর্তারা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম স্থানান্তরের বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেননি। তবে ১২ ডিসেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বুশের ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বড় ধরনের হামলার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নতুন পরিস্থিতির পরই ডব্লি-উএসএজি বৈঠকে জরুরি পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা হয়।[৩৭]

শেষ কথা

একটি রাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে তার ভূমিকা নির্ধারণ করে তার জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকার পেছনেও কাজ করেছে তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ। ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্যই এর পেছনেও কাজ করেছে তার জাতীয় স্বার্থ। একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেবে, এটাই স্বাভাবিক এবং তার দৃষ্টিকোণ থেকে তার সেই ভূমিকাটিই সঠিক। তেমনিভাবে ১৯৭১ সালে আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় স্বার্থ নিহিত ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাঝে। সে ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে ভারতের যে স্বার্থই থাক না কেন, বাস্তবতা হলো ভারতের সাহায্যই আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ভারত রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে এবং ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে মানবিকভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে সময় বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন। জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার সব মার্কিন উদ্যোগ ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছিল। আজকের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তা হয়তো অসম্ভবই হতো। বিশ্বের গুটিকয় দেশ ছাড়া অধিকাংশ রাষ্ট্রের, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তিকামী দেশগুলোর সমর্থন ছিল আমাদের পক্ষে। এরা সবাই ছিল আমাদের প্রকৃত বন্ধু।

সূত্র

১. *এফ এস আয়াজউদ্দিন সম্পাদিত 'দ্য হোয়াইট হাউজ অ্যান্ড পাকিস্তান : সিক্রেট ডিক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টস', ১৯৬৯-৭৪, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, জানুয়ারি ২০০৩, যুক্তরাজ্য।*

২. *এনায়েতুর রহিম সম্পাদিত 'দ্য বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, ১৯৭১ অ্যান্ড দ্য নিক্সন হোয়াইট হাউজ : এ কেইস স্টাডি অব সারেপটিশাস ডিপ্লম্যাসি', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাপেল হিলে ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনায় বেঙ্গল স্টাডিজ করফারেন্সে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র, মে ১৯৯৯।*

৩. *ঐ*

৪. ঐ

৫. আবুল মাল আবদুল মুহিত সম্পাদিত 'ডকুমেন্ট অন ইউএস পলিসি অ্যান্ড ইট্স ক্রিটিক'।

৬. এফ এস আয়াজউদ্দিন সম্পাদিত 'দ্য হোয়াইট হাউজ অ্যান্ড পাকিস্তান : সিক্রেট ডিক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টস', ১৯৬৯-৭৪, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, জানুয়ারি ২০০৩, যুক্তরাজ্য।

৭. রেকর্ড গ্রুপ ৫৯, সাবজেক্ট নিউমেরিক ৭০-৭৩, পল অ্যান্ড ডিফ পল পাক-ইউএস থেকে পল ১৭-১ পাক-ইউএস, বক্স ২৫৩৫।

৮. নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, কান্ট্রি ফাইলস : মধ্যপ্রাচ্য, বক্স ৬২৫।

৯. নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ, বক্স ৫৭৮।

১০. ঐ

১১. নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, কান্ট্রি ফাইলস : মধ্যপ্রাচ্য, বক্স ৫৯৬।

১২. নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ, বক্স ৫৭৪।

১৩. নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, কান্ট্রি ফাইলস : মধ্যপ্রাচ্য, বক্স ৬২৬।

১৪. নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ, বক্স ৫৭০।

১৫. নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, কনভারসেশন ওভাল ৫৫৩, ওভাল অফিস, দ্য হোয়াইট হাউস, দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ।

১৬. রেকর্ড গ্রুপ ৫৯, পিপিসি এস/পি, ডিরেক্টর্স ফাইলস (উইন্সটন লর্ড), বক্স

৩৩০।

১৭. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ,* বক্স ৫৭৮।

১৮. *ঐ*

১৯. *রেকর্ড গ্রুপ ৫৯, পিপিসি এস/পি, ডিরেক্টর্স ফাইলস (উইন্সটন লর্ড),* বক্স ৩৩০।

২০. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ,* বক্স ৫৭০।

২১. *ঐ*

২২. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, কান্ট্রি ফাইলস : মধ্যপ্রাচ্য,* বক্স ৬৪৩।

২৩. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ,* বক্স ৫৭৫।

২৪. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ,* বক্স ৫৭২।

২৫. *ঐ*

২৬. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, কান্ট্রি ফাইলস : মধ্যপ্রাচ্য,* বক্স ৬৪৩।

২৭. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ,* বক্স ৫৭২।

২৮. *জর্জ বুশ প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি, জর্জ এইচ ডব্লিউ সংগ্রহ, সিরিজ : জাতিসংঘ ফাইলস, ১৯৭১-১৯৭২,* বক্স ৪।

২৯. *রেকর্ড গ্রুপ ৫৯, পিপিসি এস/পি, ডিরেক্টর্স ফাইলস (উইন্সটন লর্ড),* বক্স

৩৩০।

৩০. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ, বক্স ৫৭৮।*

৩১. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ, বক্স ৫৭৩।*

৩২. *ঐ*

৩৩. *ঐ*

৩৪. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, মে রিলিজ, এমডিআর # ৪।*

৩৫. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, পাক-ভারত যুদ্ধ, বক্স ৫৭৫।*

৩৬. *ঐ*

৩৭. *নিক্সন প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ফাইলস, কান্ট্রি ফাইলস : মধ্যপ্রাচ্য, বক্স ৬৪৩।*